সাহিত্য আর্কাইভ জেমস হ্যাডলী চেজ সিরিজ # ১

জেমস হ্যাডলী চেজ

ডেথ ট্রায়াঙ্গেল

সাহিত্য আর্কাইভ জেমস হ্যাডলী চেজ সিরিজ # ১

ডেথ ট্রায়াঙ্গেল

জেমস হ্যাডলী চেজ

অনুবাদঃ পৃথ্বীরাজ সেন

সাহিত্য আর্কাইভ

সাহিত্য আর্কাইভের অন্যান্য প্রচেষ্টা

ছোটগল্প

ছোটদের বারো গপ্পো – প্রথম খণ্ড

কাহিনী দ্বাদশ – প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড

ছুটির দিনের গপ্পো – প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড

ইন্দ্রনীল সান্যাল – ব্যাচেলার্স পার্টি

উপন্যাসিকা

ব্রাত্য বসু – কালকের সাজাহান

উপন্যাস সিরিজ

১। জীবনানন্দ দাশ – মাল্যবান

২। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় – ঈগলের চোখ

৩। প্রবীর হালদার – মহীরুহ

৪। জয় গোস্বামী – টাকা

৫। সমরেশ মজুমদার – আদিম অন্ধকারে অর্জুন

রচনাবলী সিরিজ

১। সমরেশ বসু – কালকূট রচনা সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড)

২০১৪

ডেথ ট্রায়াঙ্গেল

।। এক ।।

পাহাড় থেকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার মুহূর্তে গর্জনের ধ্বনি কানে বাজছিল। হুড়মুড়িয়ে পড়া ধ্বংসাবশেষ আমায় পিষে ফেলছে। আমার লক্ষ্য গড়ানো বলের দিকে। ভাগ্যিস বিস্ফোরণের সময় পিছনে সরে এসেছিলাম। ভয়ে বা দ্বিধা দ্বন্দ্বের সময়টা কেটে গেছে। সময় মতো নিজেকে বের না করলে নির্ঘাত মারা পড়তাম।

বস্তুটা লাফিয়ে আমার নৌকার পিছনে এসে পড়ল। মেঝের আবর্জনার মধ্যে পায়ের টো-ভর দিয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে দিলাম। ফেনিলশুভ্র জলের মাথায় বস্তুটি ভেসে উঠতে তারপর বিপদজনক সীমা অতিক্রম করতে দেখলাম। পিছনে ফেনিল জলোচ্ছ্বাস ফেনায় ফেনায় নাক ভরে যায়। ঢেউ যেন কারুকার্যময় সিমেন্টের। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঁ কাঁধে।

একটা টানেল দেখা যায়। ডানদিকে ধেয়ে আসা উত্তাল ঢেউ বাঁদিকে জলপ্রপাতের মত আছড়ে পড়ে।

ফেনোল্লাস জলরাশির ঔদ্ধত্যের জবাব দিতেই যেন আমি ক্রমশ সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের দিকে ছুটে চললাম। নৌকায় দুপায়ে ভর দিয়ে আমি আমার চেহারাটার ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছিলাম।

লহমায় এক ঢেউ এসে আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল। পরক্ষণেই রৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত হলাম। রৌদ্রঝলক সাময়িক অন্ধ করে দেয়। মুহূর্তে দুর্বল লাগে নিজেকে।

এই অভিযানে বহুকাল পর দারুণ রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতা হল। দশগজ দূর থেকে দেখা যায়—তীরের বালুকাবেলায় জোনা যেন ঠিক এক বালিকার মতই ছুটতে ছুটতে আসছে। নৌকা থেকে লাফ মেরে এই দূরত্বটা অতিক্রম করি দ্রুত চারটি স্ট্রোকে। জোনার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে ভালই সাঁতার জানতাম, কিন্তু আমাকে প্রতিযোগিতামূলক স্তরে সাঁতার ও ভয়ঙ্কর সব অভিযানের শিক্ষা দিয়েছে। আগে থেকে এমন আরো বেশী ক্ষিপ্ত।

সম্প্রতি প্লাস্টিক সার্জারি হওয়াতে আমার চামড়া নোনা জলের স্পর্শে শিউরে কাঁপতে থাকে। জোনার কাছাকাছি যেতেই টের পাই এ কাঁপন শুধুই যৌনাবেশ। ওর চোখ আমায় বলে দেয় সেও এর অংশীদার।

ওর তামাটে দুবাহু আমায় ছুঁয়েছে। বিকিনি ভেদ করে ভারী স্তন দ্বয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ওর কাঁধের বিকিনির ফিতেগুলি খুলে দিই আমি এবং আমার ভিজে পোশাক খুলে আঁকড়ে ধরি, জোনা গা ঘষতে থাকে।

বালিয়াড়িতে পড়ে যাই দু'জন। ও কোমর বেঁকিয়ে এগিয়ে দেয় উন্নত দৃঢ় স্তন। গ্রীবা আরক্ত হয়ে ওঠে। অস্ফুট শব্দ তুলে সে মাথা পিছনে হেলায় এবং এই ভিজে বালিয়াড়িতে আমার ভীষণ ইচ্ছা করে...

অনুভব করি বিজন সৈকতে আমরা একা। পাঁচ গজ দূর হতে পেছনের বালিয়াড়িতে দূরাগত এক আওয়াজ কানে আসে। জোনার কাছ থেকে উঠে যাই। আমার ভেজা পোশাকের কাঁধের কাছে গোপন খোপের স্টিলেটো বের করে ফিরে আসি। দেখি, বালুতট থেকে জোনা তুলে নিচ্ছে সেলোফেন মোড়া পয়েন্ট আটত্রিশের পুলিশী পিস্তল।

আক্রমণের জন্য আমরা প্রস্তুত। বালুকাবেলায় এখন শুধু বাতাসের ফিসফিস, কে যেন দূরে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করার প্রতীক্ষায় স্থির।

বালির চড়াই থেকে কাশির শব্দ আসে। লোকটা খুব সামনেই। আবার কাশির শব্দ।

ওখানে কে? নিজেকে যেন প্রশ্ন করি। দ্রুত জবাব আসে—আমি পয়েন্ডেক্সচার। তুমি ঠিক আছো তো এনথ্রি? জোনার দিকে তাকাই। দেখি পিস্তল নামিয়ে রাখছে। নিশ্চিত হবার জন্যে

চীৎকার করে বলি—পয়েন্ডেক্সচার মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো।

যদিও জানি, লোকটা পয়েন্ডেক্সচার, তাছাড়া কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনেছি। জোনা লাজুক মুখে বলে—দুঃখিত কি? আমি জানতাম উনি আসছেন। তবু এখানে ওকে আশা করিনি। তুমি বলোনি কেন আমাকে?

তোমাকে হতাশ করতে চাইনি। তাই শেষ মুহূর্তের জন্য বলছিলাম। জোনা বিকিনি পরে নেয়। আমি টের পাই, ওর গহনে হাজারো গ্রন্থি শেষ মুহূর্তের অশ্লেষী কামনায় অধীর। খুব শীঘ্র আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে হবে। পয়েন্ডেক্সচার সামনে আসতে বললাম এ এক্স, ই (আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা) পশ্চিম উপকূলবর্তী প্রতিটি আউটপোস্টে পৌঁছে গেছে।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত, কেন? এ এক্স, ই নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করছি বলে?

এখানে তোমার সঙ্গে ভূগোল নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি এনথ্রি।

পয়েন্ডেক্সচার বলতে থাকেন দুঃর্ভাগ্যবশতঃ মিঃ ম্যাক আমায় তোমার শরীরের খবরাখবর নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ডেভিড ম্যাক হলেন আমার বস। আমি যতোদূর যানি, ওয়াশিংটনে আমাদের অফিসগুলি, সংযুক্ত সংবাদ সংস্থা ও বেতার ব্যবস্থার ওপর তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তিনি পরবর্তী কাজে আমায় চুক্তি পাঠালেন। কারণ আমি কিলমাস্টার এন থ্রি আমাদের কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে পরিশ্রমী, সক্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। যাইহোক মাস দুয়েকের মধ্যে আমাকে কাজে নামতে হবে।

ক্ষতবিক্ষত করছিল এক বিস্ফোরণ। আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছি জোনার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অনেক দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার ও নানাবিধ অভিযানে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেছি। স্বাস্থ্য পুনরদ্ধারের কাজে শেষ দিকে লা কোস্ট রেভারলি হিল্-এর প্লাস্টিক সার্জেনার এতোটুকু কষ্ট না দিয়ে কড়তলের চামড়া বদলে দিয়েছে। অনায়াসে মুখের নানা অংশ নানা অপারেশন করে দিয়েছে। আমার ভুরুর চুল একেবারে পুড়ে গিয়েছিল, ডাঃ গ্রীনশপান সেখানে চুল পুনঃ সংযোজিত করেছেন। ডাঃ হেন্‌স্ আমার খর্বাকৃতি নাকের পরিবর্তন ঘটিয়ে তীক্ষ্ণ করেছেন। ডাঃ মেরিলেজ চিবুকের চামড়ায় ছুরিকাঘাতের ক্ষত চিহ্ন মিলিয়ে দিয়েছেন। শরীরের আরো কিছু মেরামতের পর অবিকল নিক কার্টারের মুখের আদল আবার ফিরে পেলাম।

অন্যান্য বিপক্ষ গোয়েন্দা সংস্থার পুস্তিকাতে আমার যেরকম ভয়াভয় খুনী খুনী চেহারার বর্ণনা রয়েছে, সেরকম নয়। এই নতুন আমি যেন সেই পুরানো আমি।

বাস্তবিক আমি জোনার আগ্রহেই ক্যালিফোর্নিয়াতে চুল ও দাঁড়ি বড় হতে দিয়েছি, আমার বয়স দশবছর কমিয়ে দিয়েছে।

দূরে-বালিয়াড়ি ভেঙে জোনা ও পয়েন্ডেক্সচার সৈকতনীড়ে ফিরে উরুর ওঠানামা এবং রংচঙা পোশাকের থপ্ থপে অন্তরালে পয়েন্ডেক্সচারের বিশাল দোদুল্যমান স্ফীত কাঁধ দেখা যাচ্ছে। জোনা ইতিমধ্যে আমার শরীরী কর্মকুশলতার ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে।

তারপর একসময় আমরা সৈকতনীড়ে পৌঁছে যাই। আমাদের জন্য চা আনতে জোনা ভেতরে যায় পয়েন্ডেক্সচার প্লেয়ারটি চালু করলেন। পর্দায় ফুটলো এক দণ্ডায়মান পুরুষের ছবি। পরণে টুইডের জ্যাকেট প্যান্ট। তিনি চেয়ারে বসে দীর্ঘ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন। তার মুখের একাংশ ক্রমে অন্তর্হিত, সিগারেটটা শুধু দেখা যাচ্ছে। এখন কেবল কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

শুনলাম নাকি তোমার শারীরিক পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ। আবার আগের মত তোমাকে কাজে লাগাতে বলেছে জোনা। হ্যাঁ অন্যদিকে কিছু জটিলতাও দেখা দিয়েছে। কাজটা তোমার জন্য ধরে রেখেছি নিক।

কাজের নির্দেশ একেবারে ওপরতলা থেকে এসেছে। ম্যাক বলতে চান হোয়াইট হাউজ থেকে কাজের নির্দেশ এসেছে।

তুমি কি হ্যারল্ড চানকে চেন?

হাওয়াই থেকে গণতান্ত্রিক সাংসদ সদস্য হয়েছেন যিনি?

—ঠিক এবং খুব শীঘ্র ভাইস প্রেসিডেন্ট হবার সম্ভাবনাও আছে। ইতিমধ্যে তাঁর ছেলে

আইল্যান্ডের উগ্রপন্থী একটি দলে চলে গিয়েছে। সম্ভবতঃ সে আন্ডার গ্রাউন্ডে আছে।

কিসের জন্য?

অন্তর্ঘাত। হ্যাঁ সাবোটাজ, ভয়ঙ্কর পাইপ বোমার সাহায্যে। সামরিক ব্যবস্থাকে আকেজো করে দেওয়াই ওদের উদ্দেশ্য। চানের দল এক নতুন ও আরো গোপনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাতে মনে হয় আইল্যান্ডের কাহুলাউই ও অন্যান্য যেসব অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর হাতে ছিল মানে যেসব স্থান তারা অধিগ্রহণ করে রেখেছিল টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য হাওয়াইবাসীদের সেইসব গোপন জায়গা থেকেই যুব-চান দল বিদ্রোহ শুরু করতে চায়। বাস্তুসংস্থানের দাবী তার ইস্যু। ভালরকম পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছে চক্রান্তকারীর জায়গাটি। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এতো কেবল রাজনীতির ব্যাপার নয়।

এর আগে বোমা বিস্ফোরণের প্রচেষ্টা কার্যকর হল না, তখন মনে হয় ওরা এক নতুন চাল চালবে। কাহুলাউইতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একদল সম্মানীত ব্যক্তি যাবার আবেদন মঞ্জুর করেন গতমাসে। চারজন সৈনিককে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। কোথাও কোন তাজা বোমাটোমা লুকানো আছে কিনা। ঐ চারজনকে পরদিন অদ্ভুত বিষক্রিয়ায় মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়, আর যাঁরা যাবেন বলে ঐ যায়গায় রওনা হয়েছিলেন তাঁরাও পরদিন ফিরে এলেন। এখন ওপরওয়ালার আদেশ—আইল্যান্ডের পুরো ঘটনার তদন্তের রিপোর্ট তাদের দিতে হবে। ওখানকার উত্তেজনা প্রশমিত করতে হবে। এখন তোমার প্রধান কাজ জিমি চানকে খুঁজে বের করে আনা ও তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং প্রয়োজনে সংবাদ দিয়ে তাকে সাহায্য করা। আর কি সেই বিষ খুঁজে বের করা? যাইহোক শহরে জোনার অফিসে জিমি চানের ওপর পুস্তিকা ও কিছু দলিলপত্র তোমার জন্য রাখা আছে পড়ে নিও। তদন্ত শেষ হলে ছুটি—হ্যাঁ আর কিছু জানতে চাও?

না স্যার। কাজে ফিরে যেতে আমার ভালো লাগছে। উত্তরটা যখন দিই, পয়েন্ডেক্সচার বোকার মত আমার দিকে চেয়ে থাকে। একটু থেমে ম্যাক বলতে থাকে—মনে রেখো নিক, এখন থেকে তোমার পরিচয় হচ্ছে টেব্রি গিলিয়াম। প্রশান্ত সাগরের দ্বীপগুলিতে পৌঁছে যাচ্ছো এ সপ্তাহে।

কিছু আগে জোনার সঙ্গে কোন কথা না বলে সৈকতনীড় পেরিয়ে এলাম। ক্রমশঃ বিষণ্ণতা হচ্ছে ভারী। কিন্তু হায়, একাজের ভাবাবেগের কোনো স্থান নেই। ঢেউগুলির প্রতি আমি আরো বেশি মনোযোগী হই এবং এমন কিছু উত্তাল ঢেউ-এর মাথায় চড়ি যা আগে কখনো চড়তে চেষ্টা করিনি। আমার সময়জ্ঞান দারুণ। কয়েকটি ঢেউ-এর মাথায় চড়া বেশ ভাল হয়। সমুদ্রের ঢেউগুলি যখন ভাঙে, সমান্তরাল জলে তখন নৌকা থেকে দেখি, স্থির জলের দর্পণে নিজের প্রতিচ্ছায়া। চোখদুটি কালচে ধূসর, অন্তর্ভেদী।

প্যাডেল করে নৌকা তীরে ভেড়াই। ফিরে আসি সৈকতনীড়ে, আজ জোনার কাছ থেকে কিরকম ব্যবহার পাবো জানিনা। যখন আমাদের প্রথম দেখা হয়, তখন আমি এক প্লাস্টিক সার্জন থেকে আরেক প্লাস্টিক সার্জনের কাছে ছোটাছুটি করছি।

আমি খুব আলাপী নই। জোনা কাজে ব্যস্ত ছিল পুরোপুরি, হয়তো সেই কারণেই সে হয়ে উঠেছিল পশ্চিম উপকূলের 'ব্যুরোচীফ' তথা মুখ্য অধিকর্তা। যে নিপুণ দক্ষতায় সে আমাদের প্রাথমিক বৈঠকগুলি পরিচালনা করতো তাতে তার অভূতপূর্ব খ্যাতির সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে। ফিজিক্যাল থেরাপী নেবার সময় থেকেই আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করতে শুরু করি। আমিই ঠিক নতুন উদ্যমে কাজে নেমেছিলাম। যেন অফুরন্ত প্রাণীশক্তি আমার। ওর দিকেও পরিবর্তনের লক্ষ্য করছি একটা। বিশেষতঃ হলিউড-এর বুঙ্গালো দফতর ছেড়ে আমরা যখন ওর ব্যক্তিগত সৈকতনীড়ে কাজ করতে আসি।

অফিসে তাকে দেখেছি—চোখে চশমা, পিছন দিকে টেনে চুল বাঁধা। কাজে আত্মমগ্ন। চতুর্দিকে গাম্ভীর্যের ঘেরাটোপ।

অথচ সমুদ্রসৈকতে বিবসনা ওই নারীর কি অপরূপ রূপ। সেই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সুধা পান করেছিলাম।

দরজা খোলার মুহূর্তে আমি জানিনা কি দেখবো, অনুরাগ অথবা অভিমান।

সে এর কোনটাই প্রকাশ না করে আমায় অবাক করে দিল, রাজকীয় আসনে সাম্রাজ্ঞীর মাতা

বসে। চোখ নিমিলীত যেন ধ্যানস্ত, প্রশান্ত এবং অপার্থিব।

আমি দেখি, ধ্যান যখন ভাঙে ওর মুখে চেষ্টাকৃত হাসির ঝিলিক। আমার বিমর্ষতা তখনও কাটেনি। ভেবেছিলাম, ওর কাছে এই বিচ্ছেদ বেদনা হবে সহজ।

পয়েন্ডেক্সচারের সঙ্গে দেখা করতে অফিসে যেতে হবে আমাদের।

মুখের রেখা সরল রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে ও। তথাপি ওর নিচের ঠোঁটে বিস্তৃত হয়, ওপরের ঠোঁট থরো থরো কাঁপে, কুঞ্চিত হতে থাকে চিবুক, চোখে ভীড় করে জল।

কেঁদে উঠতে আমি ওকে ধরি। এই স্পর্শ ভালোবাসার, ওর গাল থেকে অশ্রুবিন্দু শুষে নিই। ফোঁপানীতে কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর মাথা। আমি পেছনে সরে আসি কানের সব অনুস্থানে ঠোঁট রাখি। স্থানটি রক্তিম হয়, যেন অতিদ্রুত রক্ত এসে জমা হয়। আমার জিভ ওর কান ঘুরে যায় পরিক্রমা করে।

নিবিড় আমন্ত্রণ জানায় পেছনে মাথা ঠেলে, কণ্ঠহাড় ওর শরীরের একমাত্র কঠিন অংশ। বাকীটা নরম। এ এক কামার্তা নারীর মিষ্টি তাজা শরীর। ধীরে ধীরে জিভ নিচে নামে—টের পাই, স্তনদ্বয় উত্তেজনায় লাফাচ্ছে—জোনার হাত আমার গলা জড়িয়ে পিঠে—তার নখ পিঠে বিঁধছে—সহসা চুলের মুঠি ধরে আমার মুখ নিজের বুকে গভীর আবেষে টেনে নেয়।

ওর নিভাঁজ স্তনবৃন্তে রাখি মুখ। মুখ নামে আরো নীচে—বিস্তৃর্ণ বেলাভূমিতে ভালোবাসার ছোট্ট একটি দুটি দংশন এঁকে দিই। তারপর উপল বনভূমি দুই উরুর ফাঁকে উন্মত্ত আমন্ত্রণ। কামনায় ছটফট করে জোনা। কণ্ঠে ঝরে সুখ বিহ্বলতা, ওর ডাকে আমিও হারিয়ে যাই।

শহরে যাবার পথে আমরা কেউ কাউকে বিদায় সম্ভাষণ জানাই না। জোনা তার আলফা রোমিও গাড়ি চালাচ্ছিল পাগলীর মত। চুল উড়ছে, মুখ শান্ত ও ভারী। নিশ্চয়ই সে অন্যমনস্ক হতে চাইছে না। অফিসে কাজের সময় সর্বদা এরকম থাকে। বিদায় বেলায় আমিও মানুষের মতই ব্যবহার করতে চাই। গাড়িতে তেল ভরে তবে চেপেছি।

অফিসে পৌঁছতে প্রবেশ দ্বারে পয়েন্ডেক্সচারের অভ্যর্থনা এবং হ্যান্ডসেক যেন নতুন ঘটনা।

গোল ধাতুর পিং পং বলটা ঢুকিয়ে রেখেছি যেটা আমার ট্রাউজারে চলে গেল। ট্রিগার টিপলে বস্তুটি থেকে নির্গত হত মারাত্মক গ্যাস। এরকম ভয়ঙ্কর বস্তু শরীরের সবচেয়ে গোপন, তাঁদের ঠিক পাশেই নিয়ে বহন করতে ভয় লাগে। তবু আমি সুরক্ষিত। জিনিষটার আকৃতি অবয়ব অবস্থান এমন যা আমার নিত্য দৌড় ঝাঁপেও শরীরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে হয়। এতো শক্ত জায়গা থাকতে সে এখানেই ঘাঁটি গেড়েছে।

রুদ্ধকক্ষে বসে পয়েন্ডেক্সচার শুরু করে—এনক্সি, তোমার অভিযানের জন্য এক বিশেষ নৌকা প্রতিক্ষা করছে। ভয় করোনা অন্য কিছু নয়। বেশীর ভাগ প্রতিযোগী নৌ আরোহীদের এরকম বিকল্প নৌকা আছে। প্রয়াত মিঃ গিলিয়ামের নির্দেশেই আমরা এটা গ্রহণ করেছি।

ওনার কি হয়েছিল হুইলি?

পয়েন্ডেক্সচারকে সম্মানিত করতে আমি তার ডাক নাম ব্যবহার করি।

পুস্তিকাতে সবই পাবে।

এখন আমরা অন্য এক বিষয়ে জরুরী আলোচনা করবো। তুমি কি একটু মনোযোগী হবে এনক্সি?

আমি সবই শুনছি, মাথা নাড়িয়ে বললাম।

বেশ, তাহলে দ্যাখো, এই লোকটি—ওর যদি একটা দাঁত ভেঙে যায় তাহলে অসুবিধা নেই। তাছাড়া এই দেখো, নৌকার ভেতরেই একটা ফিউজ লুকানো আছে। পয়েন্ডেক্সচার হাতল ধরে পিছনে টানলো তারপর সামনের দিকে ঠেললো। নৌকার পিছন দিকটায় বেরিয়ে এল দুইঞ্চি গভীর এক ফুট লম্বা এক ড্রয়ার। যার ভেতরে ডজন দুয়েক প্লাস্টিক শিশি বোতল। সব কিছু যথাস্থানে রয়েছে। পুরো কিট্‌টা কত অল্প জায়গায় তৈরী। এক কোণে রয়েছে ফিউজের বাক্স। পয়েন্ডেক্সচার জিনিষগুলি এনে আমায় প্রশ্ন করে—আমি জানতে চাই যে ঐ শিশি বোতলগুলো কিভাবে কাজে লাগাতে হয়।

আমি বললাম, না।

পয়েন্ডেক্সচারের হাত থেকে আমি একবার নৌকার হাতলে চাবি পরিয়ে টানতেই খুব মসৃণ ভাবে সেটা কাজ করতে থাকল, এমন সময় অ্যালুমিনিয়ামের একটা রড দিয়ে নৌকার সামনে ঘোরাতে বুঝলাম তরঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সেটা কোনোদিক সূচিত করছে না। পয়েন্ডেক্সচার ব্যাখ্যা করতে থাকলো—এই নৌকাটি বিশেষ উন্নত মানের তৈরী। ভয়ানক ক্ষেপণাস্ত্রের মারাত্মক সোজা আঘাত ও যা প্রশংসনীয় ভাবে প্রতিহত করতে পারে।

অতঃপর পয়েন্ডেক্সচার তার জ্যাকেট গেঞ্জিগুলোর কাজে মনো নিবেশ করে। ডাণ্ডিহীন চশমাটি পরে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে যেন মনে হয় পাঠশালার প্রৌঢ় পণ্ডিত। বলতে থাকে, ওরা যে বিষ তৈরী করেছে, তা জানার জন্য এনক্সি, তোমার অর্গ্যানিক কেমেষ্ট্রির বিষয়ে কিছু জ্ঞান দরকার। আজ আমরা প্রাথমিক ব্যবহারের প্রতিযোগিতা নিয়েই আলোচনা করবো, তাতে নিশ্চয়ই রাত ফুরিয়ে যাবে। এরপর একটা অ্যাটাচিকেস খোলা হয়—তার মধ্যে, নানা যন্ত্রাংশ ফ্লাস্ক, টেস্টটিউব, আর মাইক্রো মিলিগ্রাম পর্যন্ত বস্তু মাপার নিপুণ যন্ত্রপাতি মজুত আছে। নৌকা থেকে বোতলগুলি তুলে এনে আমরা বসে যাই নানারকম রাসায়নিক নিরীক্ষাতে। সময় বয়ে চলে যায়।

রাত ভোর হয়ে যায় পয়েন্ডেক্সচারকে আরো সতেজ উৎফুল্ল লাগে। সত্যি সে ঐরকম একটা বিস্ফোরক বল তৈরী করতে পেরেছে।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর পয়েন্ডেক্সচার। অফিস দিশেহারা। অবশেষে সূর্য ওঠে।

অ্যাটাচিকেসে আমরা শিশি বোতল ধুয়ে ভরে রাখি। তারপরে যথাস্থানে রেখে দিই। ট্রে ভর্তি স্তূপাকার ডিম, হ্যাস টোষ্ট ও চা নিয়ে ঢোকে জোনা। মেয়েটি নিরামিশাষী। কিন্তু সে আমাদের ভাল প্রাতঃরাশ দিতে একটুও কার্পণ্য করে না। রাতভোর আমি কফি খেয়েছি। জোনার তৈরী চা বুঝি তৃষ্ণা দেয় বাড়িয়ে। আমি খেতে শুরু করি। পয়েন্ডেক্সচার তিক্ততার কাছাকাছি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের জরিপ করতে করতে লেবু-চিনি বা ক্রিমহীন চা-এ চুমুক দেয়।

জোনা আমাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে সমুদ্র বালকের মত চুলে ব্লিচ্ করেছে, চমৎকার সোনালী রঙে দাড়ি ডাই করিয়েছে।

ডাই করার প্রথমাংশেই আমি টেরি গিলিয়ামের মধ্যে সেধিয়ে গিয়েছি। পরে সমস্ত চুল ব্লিচ্ করার পর পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দর্পণে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখি। জোনা বললো, ঠিক আছে নিক একদম মানিয়ে গেছ। প্লেনে চড়ার আগে একটা ছবি তোলো না কেন?

এই পুস্তিকার কি হবে?

প্লেনে পড়ে নিও। একেবারে পিছন দিকের সিট নিও যাতে তোমার কাঁধের ওপর দিয়ে কেউ ওগুলো পড়তে না পারে। আমি তোমার কাজ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। দেখো কেউ যেন তোমার পাশে না বসে। ওটা তোমার চরিত্রের সঙ্গে মানাবে না, কারণ গিলিয়াম ছিল ভারী একলা স্বভাবের।

আমি বাজি রেখে বলতে পারি কোন বড় প্রতিযোগিতায় যাবার আগে তিনি অন্ততঃপক্ষে একজন নারীর সান্নিধ্যে কাটাতেন।

জোনার কোমর ঘিরে আমার বাহু। আমার পাঁজরে মৃদু খোঁচা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় জোনা এবং আমাকে বেডরুমে ঠেলে দিয়ে বলে—একা, তুমি তোমার সৌন্দর্যকে ঘুম পাড়িয়ে রাখো, যাতে আলোকচিত্রীদের কাছে তোমার ছবি প্রাণবন্ত হয়। আর ভুলে যেওনা তোমার ছদ্মবেশ, এখন তুমি টেরি গিলিয়াম। অবশ্য কেউ তোমায় চিনে উঠতে পারবে না যদি একটা জিনিস করো।

সেটা কি? আমি উৎগ্রীব।

হাসি। মেয়েটির উত্তর।

জোনার কথাই ঠিক। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। আমাদের মধুময় স্মৃতি, আমার পথচলার পাথেয় আমার এগিয়ে চলার প্রেরণা। হয় তো এটাই আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে একদিন। এয়ারপোর্টে ঢুকতেই আশ্চর্য হয়ে যাই। পাগলাগারদ বুঝি মূল টারমিনাল। বড় বড় নৌকার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কোম্পানীর প্রতিনিধি, ম্যাগাজিন ও দৈনিক-এর সাংবাদিক ও

প্রতিবেদকের ভিড়ে ভীড়ক্কার। সবাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। টেরি গিলিয়াম নামের জনপ্রিয়তাই আমাকে চিনিয়ে দেয়। লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ি বিপুল জনতার। সহজেই ভীড় থেকে সরে যাচ্ছে নির্মাতাদের প্রতিনিধিরা। ওরা অধিকাংশই স্বনির্মিত জলযানের নক্শা ও বিভিন্ন আকার নিয়ে উপস্থিত।

সার্ফকলোনি হল স্থানীয় কুটির শিল্প, যা উঠতি তারকাদের অনেক সাহায্য করে। তারা হয়তো ভালো নৌকা তৈরী করতে পারে না। আকার ও ওজন অনুপাতে নৌ-বিহারের কৌশল অনুযায়ী লাইন এবং ব্যালান্স আন্দাজ তৈরী করে।

নৌকা নির্মাণে এহেন বহুবিধ আকার পরিবর্তে যতই ব্যাখ্যা থাক ওদের কাছে, আমার কাছে তার চেয়েও মূল্যবান সেন্ট ও ডলারের মূল্য। মস্ত ভারী এক নৌকা নিয়ে আমি বহু জায়গা পাড়ি দিয়েছি। সে ছিল সেকেলে নৌকা আর আমিও ছিলাম পুরানো দিনের বিলাসী। এতক্ষণে স্বচ্ছন্দে শ্বাস ফেলে মুক্ত হওয়া গেল, যখন আমাকে ছেঁকে ধরা প্রতিবেদকরা বুঝলো এবং নতুন প্রতিভার সন্ধানে তারা অন্যত্র সরে গেল।

সাংবাদিকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া খুব সহজ নয়। আমি খুব অক্লেশে মন্তব্য নয় বলায় ইতিউতি সাংবাদিকরা সেটাই দ্রুত লিপিবদ্ধ করে নেয়। একদঙ্গল লোকের মাঝে ক্যামোর ফ্ল্যাস জ্বলে উঠতেই বিদঘুট গিলিয়ামের ছদ্মবেশী আমি একজনের মাথার পিছনে নিজেকে আড়াল করে রাখি।

হাতের অ্যাটাচিটা যথাসম্ভব সহজ ভাবেই আমি বহন করছিলাম, তবু সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেকে আমাকেও দেখছে। পুরো দৃশ্যটা কেমন অস্বস্তিতে ফেলে। চার্টার বিমানের শেষ তিনটি আসনের একটিতে বসে আমি পুস্তিকাটি খুলে পড়ি।

টেরি গিলিয়াম। জন্ম-কোটুকু। উত্তরাঞ্চলীয় বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হয়ে গিলিয়াম তার পূর্বাঞ্চলীয় উচ্চারণ ভুলে যায়। তবে U C L A গিয়ে সে ওখানকার মূল ভাষাগুলিতে ওস্তাদ হয়ে ওঠে। সেটা ছিল উনিশশো পঞ্চাশের শেষ দিকে।

উনিশশো বাষট্টিতে তার পরিচয় কৃষক নেতা হিসাবে। দৈনিক 'দ্য ম্যাক' ভেলজি, ফ্রেড ভন ডিউক-এর সঙ্গে সঙ্গে সেও হয়ে ওঠে ভাল অভিযাত্রীদের অন্যতম নায়ক। উনিশশো সাতষট্টির কোনো এক সময়ে সে অন্তর্হিত হয়। ষাট দশকের শেষে গিলিয়ামের সব কাহিনী ছাপিয়ে ওঠে ওর সত্যিকারের দুর্দান্ত খেলা।

বোনডাই পাইপ লাইনের তার অলৌকিক কাণ্ডকারখানা অস্ট্রেলিয়ার অগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিপজ্জনকভাবে রণপোত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। অনুরূপ গল্প প্রচলিত আছে সাউথ আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ায় তার ভূমিকা নিয়ে। তবে টেরি গিলিয়াম কখনোই অনুপুঙ্খ চিহ্নিত হননি কারো কাছেই। কারণ তাঁর ঘনিষ্ঠ বলতে কেউ ছিল না।

কেউ নয়। কিন্তু ডেভিড ম্যাক।

বিভিন্ন ভাষার ওপর দখল, অকুস্থলের অদৃশ্য বস্তুকে নাগালে আনার দুর্বল ক্ষমতা গিলিয়ামকে এ. এক্স. ই. তে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিকই হয়েছে। এরপর গিলিয়াম তার স্বভাবসুলভ নীরবতার কাজ করে শেষাবধি উনিশশো তিয়াত্তর সালে মারা যায়।

কাগজের মাথায় ছেতরানো লাল কালিতে ম্যাক লিখেছে প্রায়শঃ তার কারণে তোমায় খুব বেগ পেতে হয়েছে নিক।

নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনুভব করছি ইতিমধ্যে। মাথা ঢাকা একটি মজবুত গাড়ি বরাদ্দ হল নিরাপত্তার জন্য। গাড়িটি হনুলুলু থেকে আমদানি করা। সেখানকার বিমানবন্দর থেকে অধিকাংশ খবরাখবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে, প্রশান্ত মহাসাগর টপকে পৌঁছে যায়। জামাইকার নেটওয়ার্ক আইল্যান্ড-কে কেন্দ্র করে ছড়ানো। তথ্যানুসন্ধান ও তথ্যসরবরাহের কাজ হয় ডাবল বা ট্রিপল এজেন্ট মারফৎ।

কে কি করছে পুস্তিকার বিবরণ আমাকে বুঝি বর্তমান হাওয়াই দ্বীপের কোণে এক দৃশ্যে পৌঁছে ছিল। সেখানে যেন আমি দুজন এ, এক্স. ই-র লোককে খুঁজে ফিরছি—চক্রান্তকারী দলের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কোনরূপ। অবশ্যই আমি ওদের কাছে নিজেকে টেরি গিলিয়াম

হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইছি। তৎপর আমি একবার উঠে যাই বাথরুমে।

ফিরে এসে নিজের আসনে বসে আবার পুস্তিকা খুলি—

পয়েন্ডেক্সচারের পাঠানো তথ্য জানাচ্ছে-হাওয়াই দ্বীপে বিদ্রোহ পাহাড়ী উগ্রপন্থী ও কাহুলাউই দ্বীপের ছোট ছোট গোষ্ঠীদের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠছে। বিষপানে মারা পড়েছে দুজন। এরপর হ্যারল্টচানের রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়া আর কোনো তথ্য দিয়ে তোমায় সাহায্য করতে পারবো না। তার বাবার পদোন্নতি ঘটার সময় থেকেই জিমি পলাতক। আসলে মেধাবী জিমি চান এম. আই. টি পড়তে পড়তে ছেড়ে দেয়। সে কয়েক বছর ধরে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো নথিপত্র বা সাক্ষ্য, নিখুঁত প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি। তবে সবচেয়ে উল্লেখজনক ঘটনা এই যে সে ছিল সামরিক গুপ্তচর এবং অতীতে গিলিয়ামকে জানতো হয়তো। ম্যানিলায় একটি ছবি পাওয়া যায় ছাপবিহীন এক খামে। ঐ ছবিতে জিমির ছোট বোন মাইদা চানকেও এত সুন্দরীকে দেখা যায়।

মাথা হেলান দিয়ে কাগজগুলোর চূড়ান্ত খবরের ওপর দৃষ্টি দিয়ে সামান্য বিশ্রাম নিই। গুপ্তচরদের হিজিবিজি কাহিনী সব ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট। এ নতুন দুর্বোধ্য ভাষা যার কিছু শব্দ আগে কখনো শুনিনি।

ক্যাথি লঙ্গো আছে এরই এক পাশে। সে সমুদ্র বিহার ছেড়ে নৌকোয় বেরিয়ে পড়েছে। আমার মত বয়স। অন্যান্যদের ছেড়ে সেই একাকী আমার দৃষ্টি গোচর হয়। দেখতে পাই সুগঠনা মেয়েটি বিশ্রামরতা। ঠোঁটদুটি ঈষৎ ফাঁক। পরণে খোলামেলা পোশাক শুধুই তার স্পন্দিত স্তনদ্বয়কে ঢেকে রেখেছে। সেই স্বচ্ছ পোশাকের ভেতর বুঝি সবকিছুই দেখা যায় সত্যি! এই সাজ পোশাকেই সে যদি আমায় এত পাগল করে তাহলে ওকে বিকিনি পরা অবস্থায় দেখলে আমার কি হবে?

মনে আছে সাতই ডিসেম্বরের কথা। জাপানীদের পার্ল হার্বার-এ নামলাম। অদ্ভুত ভালো লাগায় আমার অনুভূতি আচ্ছন্ন করে আছে। এখানে আগেও এসেছিল আইল্যান্ড কথিত ম্যালহিনি কিন্তু না আর না। নিক কার্টার নয়, এখন আমি টেরিগিলিয়াম, নৌ-প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ববি কাহানে আমার জন্য নিয়ে এল জলভর্তি বীয়ার। তার চেহারা বিশাল, থাবার মত শক্ত হাত, মস্ত পেট যেন পাথর।

তাঁকে অভিবাদন জানালাম পুরানো বন্ধুর মত। ইতিমধ্যে আমার চোখ ক্যাথিল দোঁ ও আরেক পরিচিতা মুখের দিকে আটকে গেছে।

সেই মুখ মাইদা চান-এর। আমার আগ্রহ দেখে ববি বলে—সেনেটরের মেয়ে। ওরে বাব্বা! ও আশা ছাড়ো বন্ধু। আমি জানি মেয়েটি খুব ছটফটে আর দুর্বলচিত্তের। ওর ওপর নজর রেখো।

বিমানবন্দরে ক্ষণিক দেখা। ভাবলাম ওর সঙ্গে কথা বলি, কিন্তু দু একটি বাক্যে বিনিময়ে কাজ সেরে মাইদা বিমানবন্দরের টারমিনাস ছেড়ে চলে গেল। আমরাও টারমিনাস ছেড়ে ফ্লাইট ধরতে চলেছি ওয়াই কিকি অভিমুখে। সেখানে বিমানবন্দরের কাউন্টারে আবার দেখা।

টেবিলে দুটি ফ্লাইট ছাড়ার বিজ্ঞপ্তি-একটি যাবে আইল্যান্ডের হিলে হয়ে হাওয়াই। অন্যটি কাউই হয়ে লিহুই।

একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে আমি অনাবশ্যক খবরের কাগজ দেখি। ববি অন্যান্যদের সঙ্গে চলে যায়। বলে যায় আমি যেন তাকে নিয়ে ওদের সঙ্গে মিলিত হই।

মাদাই টিকিট নিয়ে কাউন্টার ছাড়ে, আমি অনুসরণ করি।

আরো আধঘণ্টা দেরী ছিল কালুই-র বিমান ছাড়তে। যাত্রী বিমান এক্ষুণি ছাড়বে, অর্থাৎ মেয়েটি ধরবে হিলে অভিমুখী বিমান। 'হিলে'—যেটা মৌনালোয়া শহরের কাছে। মৌনালোয়া এখন অগ্নিগর্ভ। সেখানে সম্প্রতি মারা গেছে দুজন। বাস্তবিক ক্রেটাস পার্ক-এ চেন নামক ল্যাবরেটারীতে দুজন নৃত্যবিদ বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন। যদি ওর দাদা জিমিচানের সাহায্যে মাইদা সেখানে গিয়ে পড়ে—তাহলে! ব্যাপারটা জানার ইচ্ছে করে। তবু এ খেলাটা তোলা থাক ভবিষ্যতের জন্য। এখন আমার অন্য কাজ আছে।

ভাড়া গাড়িতে আমি, মা কিকি পাহাড়ের কাছে স্থানীয় মুখ্য অধিকর্তা বি. ডি. ফিল্ডারের বাড়ি।

—আশাকরি আমার প্রতীক্ষায় ছিলে, আমি ঠাট্টা করি।

—ঠিক বলেছো নিক। বহুদূর থেকে ইনফ্রা-রেড সেনসরে ধরা পড়েছে তোমার গাড়ি। র‍্যাডার তোমার প্রতি মুহূর্তের খবর পাঠাচ্ছে। তাছাড়া ক্লোজ সার্কিট টি. ভি. তে তোমায় দেখছি। এটোর প্লেটে ধরা পড়েছে তোমার সঙ্গে তিন অস্ত্র—গ্যাস বোমা—পেরী ক্ষুরধার ছুরি হুগো, আর আগ্নেয়াস্ত্র ওয়েল হেলমিনা। ইনফ্রারেড মাপছিল তোমার চেহারা ও ওজন, বাকীগুলো বাদ দিলাম।

এ তথ্য থেকে আপনি জানলেন আমি আসছি, তাই না শার্লক হোমস?

আরে এই সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিই তো সত্যকে উন্মোচিত করে। এসো এসো, ভেতরে এসো। তা তুমি কি নিয়মানুযায়ী নিজেকে চেক করিয়ে নেবে?

সত্য বলতে কি আমার একটা প্রশ্ন আছে।

করো?

আমাকে এক বস্তা লাগেজ দিয়েছে পয়েন্ডেক্সচার। যার চারিদিকে সামান্য গ্যাসীয় আবরণ চাই। সহজে কি করে বিষ সনাক্ত করা যায় সে বিষয়ে বলুন।

হুম্, যদ্দুর মনে হচ্ছে তুমি স্বাদ, গন্ধ, রঙের বর্ণনা সব জানো।

এই তো কিছু আগে জেনেছি। তাছাড়া এটা নতুন বিষ।

ম্যাক শিক্ষানবিসীর যে কোর্স তোমার করা দরকার, তা সম্ভবতঃ আজ করা যাচ্ছে না।

বুঝতে পারছি। আমরা কি কোন ছোটখাটো পরীক্ষা করতে পারিনা। যে পার্সেলটা বয়ে বেড়াচ্ছি সেটা যে বিচ্ছিরি রকমের বড়।

বি. ডি. আগামীকাল কি আমি ওখানে পৌঁছাতে পারি? আমার প্রশ্ন।

নিশ্চয়ই তোমার হোটেলের অনতিদূরে ফোর্ট-এর কাছাকাছি হেলিকপ্টার তৈরী থাকবে।

না, আমি সামরিক গোয়েন্দার মতো নিজেকে প্রকাশ করতে চাই না।

বেশতো! আত্মগোপনের জন্য পাবে কালো আর মুখ ঢাকার মুখোশ।

আর গগ্‌লস, জলে নামার পোশাক, নিঃশ্বাস নেবার যন্ত্র, ডুবুরীর যন্ত্র? ওগুলো ফোর্ট রজার বন্দরের কাছাকাছি পেলে ভালো হয়।

অর্থাৎ নাগালের মধ্যে। বেশ তাই হবে। তোমার জন্য রাখা হেলিকপ্টার ইকারাস সেডেনকে আরো উন্নত মানের তৈরী করেছে। ওটা আবার লৌহ মানব মুকাহুলোর স্থান।

সে কি পাইলট হয়ে যাবে?

আশা করি।

এখন সবচেয়ে বেশী দরকার টেরি গিলিয়াম হিসেবে প্রথম কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করা। আগামী দিনগুলো কেটে যাবে প্রাকৃতিক দিনগুলোর শোভা দেখে এবং কেনাকাটা করে। এরই মধ্যে গোপনে কাজকর্ম সেরে ফেলতে হবে। তার পরই দেখা যাবে।

আমরা রুম মেট, নিজে পরিচয় দিয়েছে ছুব্বি নামে, আমাকে তার ঘরে জায়গা দিতে বাধ্য হয়েছে বলে সে দুঃখিত। নৌকা প্রতিযোগিতায় আমার সঙ্গে সে যোগদান করতে চায়। আমি জানি, প্রতিযোগিতায় আমাকে হয়তো রাখা হবে শীর্ষে। একাই প্রতি দ্বন্দ্বিতা করতে হবে। সাবধান করে দিয়েছে ছব্বি আমাকে, অন্য কিছুতে আমি হাত দিতে পারবো না যতক্ষণ না সে পরদিন ভোরে উঠে দৌড়তে যাচ্ছে।

আমি প্রশ্ন করি ভোর বলতে ক'টা?

সে বলে, পাঁচটা।

সকাল ছ'টায় লৌহমানবের সঙ্গে আমার দেখা, সুতরাং সময় ঠিক আছে। এবং বেরুবার সময় উপযুক্ত।

স্নান লুয়ূয়ূ। সময় সন্ধ্যা।

বর্ণাঢ্য নৌকা রাখা আছে। কয়লার উনুনে ঝলসানো হচ্ছে শুয়োর। তার ওপর ঢাকা গাছের দু একটি পাতা। অন্য দিকে রাখা আছে লোন সলমলি ও অন্যান্য জাপানী কাঁচা মাছ। মাছে প্রচুর বরফকুঁচো ছড়ানো। তাজা আম, আপেল, পেঁপে আর স্যালাড।

টাটকা ফল বা সুস্বাদু পেয়ারা দেখলে লোভ সামলানো দায়। জেলেদের ধরা তাজা মাছও আছে। অবশ্য ঝলসানো, তবে হাওয়াইদের শিককাবাব আমি এড়িয়ে গেলাম। এসব দ্বীপবাসীদের প্রিয় খাদ্য। কালোচুলের খাদ্য পরিবেশনকারী মেয়েটি, আমার খাওয়া দেখে মনে হল, অসন্তুষ্ট। তাকে চলে যেতে দেখি। আঁটো পোশাকে তার খাটো শরীরের প্রতিটি ভাঁজ ফুটে উঠেছে। টর্চ নিয়ে সে ছায়ার আড়ালে কিছু আগে ঘুরলো। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

ও আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল, তারা শুধু ভালোবাসার জন্য তৈরী। টর্চের ইতিউতি আলো, বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ।

ঘরে এলো ক্যাথি। শুধুমাত্র সাদা পোশাকে সে এসেছে। মৌমাছিরা বুঝি ছেঁকে ধরতো যদি সে কেবল ফুলছাপা পোশাকেও আসতো। ছুব্বি এগিয়ে ক্যাথিকে নিয়ে পা বাড়ালো। শুরু হল নাচ-হল্লা। নাচের জন্য পা বাড়িয়ে আমি অভিভূত। নৃত্য-ঈশ্বরীর মত মেয়েটির অপরূপ নাচ দেখছি অপলকে। আজ রাতে ক্যাথির সঙ্গ পাবার সম্ভাবনা নেই। আনন্দের সময় অনেক আছে। এখন কাজের সময়। কে বলতে পারে, হয়তো ক্যাথির সঙ্গে কাজের মাধ্যমে খোঁজ পেয়ে যাবো মাইদা চান-এর এবং সেই সূত্রে জিমির কাজটা বড় জটিল। তাড়াহুড়া করে সব গুবলেট করে দিতে চাই না। ক্যাথির চোখে উত্তেজনার রোশনাই। ঘরের বাইরে ওদের সঙ্গে দেখা হয়। নিজে সংযত হই। টেরি গিলিয়ামের সামনে অনেক কাজ। অনেক দায়িত্ব এবং ঘরে ফেরার তাড়া।

ভোর।

ছব্বির যখন ঘুম ভাঙ্গয় তখন দিনের আলো ফোটেনি। আমি ছিলাম গভীর ঘুমে। জগিং-এর প্যান্ট-সার্টের অন্তরালে ছিল অস্ত্রশস্ত্র। শক্ত সমর্থ হাওয়াই ছেলেটির দেহ মজবুত, পেশীবহুল দুটি পা বহন করে নিয়ে যায় তার দেহভার। সে চায় ডায়মন্ড হেড-এর দিকে যেতে। আমি এলামোনা পার্কের দিকে যেতে অনুরোধ করি।

নরম বালির ওপর ভালই ছোটে ছব্বি। আমরা এলামোনা পার্কের ভেতর প্রশস্ত পথে পা বাড়ালাম। আমার গতি বেশ মন্থর। কংক্রীটের রাস্তায় মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছি, পায়ের শিরায় টান ধরছে।

এলি ওয়াই ক্যানেল অতিদূর হনুলুলু থেকে ওয়াইকিকিকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ঐ ক্যানেল এসে মিশেছে ইয়াচ বেসিন-এ। ছোট্ট এক সাঁকো পেরুলেই এখানে পৌঁছানো যায়। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অর্ধেক পথে এসে আমি বসে পড়ি। ছব্বিকে বলি পায়ে ভীষণ ব্যাথা। আমার ফিরে যাওয়াই ভালো।

অগত্যা ছব্বি আমাকে ফেলে চলে যায়। ছব্বি চলে যেতে আমি ইয়াচ বেসিনে ছুটে আসি। সেখানে এ, ওক্স. ই-র কাঠের ভেলাটি আমার জন্য ঠিকঠাক রাখা আছে। আমি ছদ্মবেশ পরে নিই। কাঠের ভেলায় চুপিসারে জলে নামি। এগিয়ে যাই বন্দরের অভিমুখে।

এই ক্যানেল গেছে বন্দরের দিকে। ক্যানেল কাদা মুক্ত নয়। জলে নেই সেই নীল স্বর্পিল সৌন্দর্য যে রকম দেখা যায় ভ্রমণ পোস্টারে। স্রোত ছিল অনুকূলে, সুতরাং ঝরঝর করে এগিয়ে গেলাম।

তীরে দাঁড়িয়ে আছে আয়রনম্যান, সূর্যোদয় দেখছে। হাতদুটি পিছনে, কাঁধের পেশী শক্ত। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে এগিয়ে যাই। নিঃশব্দে। আরো কাছে এসে দেখতে পাই লোকটার চোখদুটো সূর্যোদয়ের মতই রক্ত রাঙা। না আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এমন সুঠামস্বাস্থ্য নিয়েও কেউ কেউ মদ্যপানের জন্য বিখ্যাত হতে পারে।

কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। ভেলা ছেড়ে আমি সামনে আসি। সৈকতে পা রাখতে চোখের কোন দিয়ে আমায় দেখতে পায় লৌহমানব।

—কে? নিকি?

—হ্যাঁ, লৌহমানব আমি বলে ওর পেটে ঠাট্টার চাপ্পড় মারি এবং তাতে ওর পেটের মাংসপেশী একচুলও কাঁপে না। এখনো সে তার আয়রনম্যান নামে মাহাত্ম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

আমরা হেলিকপ্টারে উঠে ছেড়ে দিই।

বেলগ্রেড রেল প্ল্যাটফর্মে লৌহমানবের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, চোখদুখানি রক্তাভ। শত্রুরা ভেতর ও বাইরে উভয় দিক থেকে এগিয়ে আসছে। সেদিন যদি আমি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত না থাকতাম ওকে ওখানেই শেষ করে দিত শত্রুরা। তারপর লৌহমানবকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

একটি জীবন বাঁচানো ছাড়াও সেদিন দেখেছিলাম কিভাবে গোটা দলটা ধ্বংস হয়ে গেল।

লৌহমানবকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা তুমি কি একটু ভদ্রস্থ হতে পারো না?

কিন্তু আমি...

হ্যাঁ, তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি হয় তুমি ঘুম থেকে উঠেই শুরু করেছো নয়তো এটা গতরাতের হ্যাঙ ওভার।

ওঃ চোখ! বি.ডি. ফিল্ডার আমাকে আইড্রপ দিয়েছিল যা চোখের ওপর জমাট রক্ত দেয়।

কিসের জন্য?

এতে দৃষ্টিভ্রম ঘটায় না অথচ মাতাল দেখায়।

কেন এরকম সেজে থাকো?

শেষ দিকে আমায় দ্বিগুণ কাজ করতে হয়েছে। সুজিকিউ ও স্যামন লাউঞ্জ থেকে শত্রুদের বিতাড়িত করেছি। ওরা ভেবেছিল আমি একেবারেই উচ্ছন্নে গেছি।

—ব্যাটাদের খুঁজে পাওয়া গেছে, চিনেগুলো নেশায় বুঁদ হয়েছিল। আমরা আরো ওপরে উঠেছি, নিচে জল চিক্‌চিক্ করে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওপরে সুদূর নীলিমার কত উজ্জ্বল বাহার। কত রকমের তার রঙ, সাদা ও লালের সংমিশ্রণ। হনুলুলুর সৌন্দর্য এখনো পুরোপুরি সরে যায়নি।

নিচে ঢেউ কেটে নৌকা চলছে। কাইলুয়া থেকে ডায়মন্ড হেড হয়ে হনুলুলু। কতোগুলি ডলফিন লাফ দিয়ে আবার জলে ডুব দিলো। লাভার দীর্ঘ কালো আঙুল আজও আইল্যান্ড থেকে বেরিয়ে পড়ে। তখন মনে হয় সমুদ্র জীবন থেকে সভ্যতার দূরত্ব খুব বেশী নয়।

হেলিকপ্টারের ছায়া নীল সমুদ্রে আর কিছু দেখা যায় না। আমরা পেরিয়ে যাই মোলোকাই আর মাউই। কী অপরূপ সৌন্দর্যের রাশি মাউনা কিলাউয়ার এর মাথায় দেখি তুষার টুপি। পিছনে ফেলে আসি মাউনা লোয়া।

আমাদের গন্তব্য কিলাউয়ার কাছাকাছি বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সবচেয়ে ক্রিয়াশীল ঘাঁটি। আইল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব ঘুরে বাতাসের অভিমুখে উড়ে যায় আমাদের বায়ুযান।

ওয়াহু থেকে একশো কুড়ি মাইল এগিয়ে আমরা দ্রুতবেগে উড়ে চলেছি। এক ঝটকায় আরো আশী মাইল পেছনে ফেলে এলাম, এখানে বাতাসে যেন ঝড়। টর্পেডোর মত আছড়ে পড়ে। ঝরা পাতার মত আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়।

বায়ুযান নিচে নামছে। আমাদের কারুর কাছে কোন প্যারাসুট নেই নামার সময় কোনো যান্ত্রিক গণ্ডগোল হলেই বিপদ।

নিচে অন্ধকার পৃথিবী। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাই যাতে হেলিকপ্টার ভালভাবে ল্যান্ডিং করে। অবশেষে সমতল থেকে প্রায় একশো গজ নিচে আমায় নামিয়ে দিলো হেলিকপ্টার।

নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষকরা যদি এখন কর্মরত থাকে তবে ওদের চোখে হেলিকপ্টার নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে। চিন্তার বিষয়। তবে এ নিয়ে আমি তেমন বিব্রত নই। লৌহমানব পাহাড়ের বেশ খানিকটা নিচে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চূড়ান্ত বোকামী করলো।

উঁচুনিচু খাঁজকাটা পাহাড়গুলোর মাঝে এসে পড়েছি। সহসা একঝলক পাহাড়িয়া বাতাস বইল। আর তাতে আচমকাই বায়ুযানটি উড়তে শুরু করলো। ভাগ্যিস ধরে সেটাকে নিচে নামাই।

অতিদূর থেকে পর্যবেক্ষণের তীব্র সাদা রেখা পড়ে এসে পড়ে হেলিকপ্টারের ওপর। ধূসর রেখা এসে ঢেকে দেয় কিছু রেখা ও সমতল ভূমি। মনে হয় এই ধোঁয়া ভরিয়ে দেবে বায়ুদূতটিকে। আমিও দ্রুত ডুবে যাচ্ছি। নিচের পর্বতশ্রেণী শুধুই এবড়ো থেবড়ো নয়, তপ্ত এবং হয়তো বা লাল উষ্ণ। যুদ্ধবাজ দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা এমন আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেনি।

সূর্যমুখী ফুলের গন্ধ ভাসে। বুঝি বাতাসে ওৎ পেতে আছে মৃত্যুর ঘ্রাণ। নীল মুখোশ পরে নিই, যেন ভেসে ভেসেই এগিয়ে যাই। বি. ডি. আই গ্যাস তেমন মারাত্মক নয়। অবশ্য আমি

কখনো দেখিনি কিভাবে বিষাক্ত মিশ্র গ্যাসের প্রতিক্রিয়ার মানুষ মরে যায়। এখানে কোথাও অলক্ষ্যে তৈরী হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত গ্যাস।

দূর পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসে দুটি মূর্তি। পরণে রাত, পোশাকের মতো ছদ্মবেশ, লাভায় আবৃত। একজনের হাতে ক্রোম পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলভার গর্জে ওঠে। অপরজনের হাতে মেশিনগান।

তৎক্ষণাৎ হেলিকপ্টারে উড়ি। ওদের দুজনের গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। হেলিকপ্টার ভাসিয়ে নিয়ে যাই ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে। গরম বাতাসে প্রবল ধোঁয়ার মধ্যে হঠাৎই ভাসমান যন্ত্রটি গতি হারায়। দেখছি পয়েন্ট থার্টি এইট বন্দুকধারীর কপাল ভালো। অগত্যা আমাকে যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

ওদিকে লৌহমানব এতক্ষণে বোধহয় ওদের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি বিস্ফোরণ আর বুলেটের দাগে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। এখানে চূড়ান্ত আঘাত হাসছে সে। লোকদুটো তখনো পালায়নি। আমাকে আক্রমণ করছে, আমি যথাসম্ভব তার প্রত্যুত্তোর করছি। এই ভূখণ্ড আমায় যথেষ্ট সুরক্ষা দিচ্ছে।

পয়েন্ট থার্টি এইট গর্জে উঠল। সরে এসে আমি মাথা বাঁচালাম। এবার মেশিনগানধারীর পালা। দম দেওয়া পুতুলের মত সে লাফিয়ে উঠল, হাতে তার নতুন ম্যাগাজিন। আমি নিপুণ হাতে ছুঁড়ি হুইল হেলমিনা। ওদিকে ছোট একটা বিস্ফোরণ। লোকটা ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল।

মুহূর্মুহু বুলেট ছুটে আসছে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে।

দুর্গম শৈলশিখরে কালো গলিত লাভা। ছুরির ফলার মত তীব্র নিচে থেকে উত্থিত হচ্ছে আগ্নেয় শিলা। আর কিছুক্ষণ এই অগ্নিপাত চললে আমি নিঃশেষ হয়ে যাবো। অতএব ঝামাপাথরের নিম্নফুট গভীর গহ্বরে লুকিয়ে থাকি। ওপরের শিলা ও ধোঁয়ার আস্তারণ আমার ওপর অদ্ভুত আচ্ছাদন তৈরী করেছে। পঁচিশ ফুট দূর থেকে মেশিনগানধারী তখনও ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করে চলেছে। ঘন গ্যাসের কুণ্ডলি ক্রমশঃ হেলিকপ্টারের দিকে ভেসে যাচ্ছে। আমি গ্যাস মাস্ক পড়ে অপেক্ষা করছি। যদি লৌহমানব দূর থেকে আগুন দেখতে পায়। ইচ্ছা হলে বাঁদিকের ঢাল বেয়ে আমি প্রস্তর চূড়ার উপর উঠতে পারি।

এমন সময় পাহাড়ের চূড়ায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল। নজরদারী ঘাঁটি থেকে উড়ে গেল কমলা রঙের ধোঁয়া। হেলিকপ্টার থেকে যেন পাথরফাটার শব্দ ধ্বনিত হল। আমার ডান পায়ের চাপে একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ল। শত্রুরা মোটেই তা খেয়াল করেনি।

লৌহমানব পাহাড়ের অন্যপ্রান্ত থেকে ওদের দারুণ চাপের মধ্যে রেখেছে। সামনের পাহাড়ের কৌণিক দেওয়াল আমাকে আড়াল করছে। আর লৌহমানব ওদের পিছন থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার পেছনের গহ্বর থেকে জেগে উঠল একটা মাথা, সম্ভবতঃ শত্রুদের ইঙ্গিতে সেই জেগে ওঠা মাথার মেয়েটির হাতের যন্ত্র গর্জন করে উঠল।

ঠিক তখনই আমি গুলি চালাই। মেয়েটি ফের গহ্বরে ঢুকে যায়। আমার প্রত্যুত্তর দিতে পয়েন্ট থার্টি এইট বেরিয়ে আসে। ব্যারল বাগিয়ে আমিও ট্রিগার টিপি। গুলি ছুটতে থাকে। বিকট আওয়াজে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে যায়। আরো একবার কালো পাথরের বৃষ্টি। পায়ের তলায় ভূখণ্ড সরে যায় ও আমি আরো খানিক নিচে গড়িয়ে যাই। তার সামান্য ওপরে শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তির মৃতদেহ। রক্তাক্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভুলিণ্ঠিত। কার? বলতে পারি না। ইতিমধ্যে আমরা গিরিশৃঙ্গে উঠে পড়েছি। লৌহমানব ভগ্নস্তূপের মধ্যে থেকে খুঁড়ে বার করছে একটি দেহ। দেহটি মহিলার, ওদের নেত্রী। মাইদা চানকে চিনতে আমার এতোটুকু সময় লাগেনি। খুব ধীরে, হেঁচকি তুলতে তুলতে শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটি। আয়রনম্যান তার জামা খুলে দেখে কোথাও হাড়গোড় ভেঙ্গে গেছে কিনা। গ্যাসমাস্ক খুলে ফেলে আমি মাইদাকে ধরি। তার শরীর আমার শরীরে মিশে মৃত্যুর শিহরণ জাগায়। আমি মানুষের মৃত্যু দেখেছি, তথাপি এ সমাপ্তি, বড় রহস্যময়। অন্যরকম এক বিস্ময় জাগায়।

মাইদার দুচোখে ঘৃণা। তবু সে আমাকে প্রেমিকার মত জড়িয়ে আছে। অসহ্য যন্ত্রণায় আর বিকৃত ক্লিষ্ট মুখ থেকে বেরিয়ে আসে আমি তোমাকে, তোমাদের সবকিছুকে, ঘৃণা করি। আমার

বাবা আর এই জঘন্য দেশের জন্য—

মাইদার কথা বলতে প্রবল কষ্ট হয়। আমি বলি, মাইদা আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই, কি আছে ঐ ভণ্ড লোকগুলোর কাছে?

সেই যা আমার মধ্যেও আছে। এখনো সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়নি। শুয়োরের বাচ্চাদের ওপর প্রয়োগ করার মত এখানে সব কিছু অবশিষ্ট আছে।

আমাদের বলো মাইদা সেটা কি? আমরা তোমাদের বাঁচাবো।

তুমি কি ভাবো, আমি মরতে ভয় পাই? আমি স্বেচ্ছায় এই অনিচ্ছুক শরীর ছেড়ে যাচ্ছি। আর তোমার মত কিছু লোক আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে।

কেন তোমাকে বাধ্য করেছে?

জবাব নেই। শেষবারের মত কেঁপে ওঠে সে। তারপর ভয়ঙ্কর স্তব্ধতায় নিথর হয়ে যায়। মাইদা চান-এর মর্মান্তিক মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে রইলাম। এই স্বেচ্ছাচারী মেয়েটি কোষ্টা ব্রাভা থেকে স্প্যানিস বিমানে উড়ে গিয়েছে একাকী, তার আগে দলকে সাহায্য করার জন্য। মৃত্যুর আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়। তারপর বিষপ্রয়োগে অতি দ্রুত মৃত্যু জানিয়ে আসে। আমি যখন পৌঁছুই তখন বড় দেরী হয়ে গেছে।

কি বিষ প্রয়োগে মারা গেছে সে? এই অল্পসময়ের মধ্যে, প্রচণ্ড শক্তিশালী সায়ানাইড বা বিষাক্ত গ্যাস মিশ্রণে ও তো মিনিট দুয়েক সময় লাগে। মাইদাকে রেকর্ড সময়ের মধ্যে খুন করা হয়েছে। সম্ভবত আসামী তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। ভয়ঙ্কর সেই বিষ এমন মারণাস্ত্র। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল মাইদার বায়োপসি করে দেখতে। আমার অনুমান সত্যি কিনা। কিন্তু সেনেটর-কন্যার মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ খুব সহজ কাজ নয়। ববি আমার হাত ধরে টানতে, আমি ফিরে চললাম।

আমরা চলে যাচ্ছি। কামনা করছি, মাইদার মৃত্যুর গোপন রহস্য যেন ফাঁস না হয়। যেন খবর যায়, আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্‌গীরণই মাইদার মৃত্যুর কারণ। নীরবে হেলিকপ্টারের দিকে হেঁটে যাই ববি ও আমি।

বাতাসে মৃত্যুর ঘ্রাণ সহসা ছুঁয়ে যায় আমাকে।

আগ্নেয়গিরির ঢালুপ্রদেশে রাখা ছিল হেলিকপ্টার ভালোভাবে তৈরী দীর্ঘপ্রপাত যেন হ্যালিপ্যাড। আমি জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি নজর ঘাঁটির সেই রূপোলী পেটিটা দেখেছো?

অ্যাঁ? সেটা তো তোমার কাছে ছিল তাই না?

কই না? আমি অবাক। ববিও। সে বলে, বিস্ফোরণের আগে তুমি যখন পাহাড়ের কিনারে চলে গেলে তখন তোমার হাতে একটা রূপোলী পেটি ছিল না?

কক্ষনো না। তুমি যখন বলছো, তখন আমি পাহাড়ের কিনারে আদৌ পৌঁছুইনি।

যাক্‌গে। বস্তুটা নিয়ে তোমায় দেখলাম মনে হল।

না। চলোতো ফিরে গিয়ে দেখি ভগ্নস্তূপের কাছাকাছি পড়েছে কিনা।

তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। হেলিকপ্টারে উঠে ছেড়ে দিই। ভেতরে সন্দেহের কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করে। আমি ববিকে বলি নজর ঘাঁটির কাছে, তুমি বললে একজন লোক ছিল?

হ্যাঁ লক্ষ্য করেছি, লোকটা চলে গেল। ববি গভীর প্রত্যয়ের সুরে বলে। এই পাহাড় ছেড়ে চলো আমরা আরেক পাহাড়ের চূড়ায় যাই। দেখি লোকটা যদি তার জায়গা বদলে থাকে।

পাক খেয়ে উড়ে যায় হেলিকপ্টার। পাথর-পাহাড়-ভগ্নস্তূপ—না এখানে কোনো জীবন নেই। তাহলে ববি, যাকে দেখেছে সে কোথায়? সেকি যুদ্ধে হত ঐ চক্রান্তকারীদের মত মুছে গেল?

গভীর নীল জলের উপর দিয়ে নেমে যাচ্ছে বায়ুযান। ববি জোর গলায় বলে ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু লোকটাকে অবিকল তোমার মত দেখতে। সেইজন্য আমি আক্রমণ করিনি। ব্যাপারটা আমাকে আশ্চর্য করে দিল।

এবং আমাকেও।

সময় মতই হোটেলে পৌঁছে গেছি। একদল লোকের ভীড় কাটিয়ে ভেতরে ঢুকি।

বাস্তবিক প্রত্যেক নবিকই সন্ধ্যার পর বেরোয়। বার-এর মুখে তখন অসম্ভব ভীড় লেগে যায়।

কিন্তু কি আশ্চর্য।

আমি ঐ দারুণ ভীড়ে অনায়াসে হেঁটে গেলাম, ভীড় দুভাগ হল, মধ্যে আমার যাবার পথ। মনে হলো আমি যেন সেই মোজেস, বিভক্ত লাল নদীর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আটজন কিশোরী চোখে ভালাবাসার প্রদীপ জ্বেলে দেখছে।

বারের ভেতরে পা রাখতেই কে এক তন্বী আমার কাঁধ ছুঁয়ে অদৃশ্য হল।

ভেতরটা গরম। আগ্নেয়গিরির সেই উষ্ণতা ফাঁদ-মেশালি উচ্চকিত কণ্ঠস্বরে বুঝলাম, গুলি ছোঁড়ার শব্দ।

ভীড়ে ভীড়াক্কার। বেশীর ভাগ লালমুখো মাতাল। ঐ তো সেই অস্ট্রেলিয়ান, যাকে নৌকা প্রতিযোগিতায় হারাতে হবে আমায়, আরেকজন সুবেশ জাপানী, সবার নজর করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

আমি সব ফাঁক জায়গাগুলি খুঁজছিলাম। এককোণে বসে আছে ক্যাথি লঙ্গো। একা, ঠিক এই মুহূর্তেরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। ভীড়ের মধ্যে এগুতে থাকি। দেখি আরেকজন ক্যাথিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ক্যাথি তাকে পাশ কাটিয়ে ঘুরে বসে। এহেন ক্যাথিকে বাগে আনা শক্ত। ভীড় ঠেলে তার কাছাকাছি আসি। কিন্তু ওর মুখে পাথুরে দৃঢ়তা, আমার হাতে ছিল ছোট্ট গ্লাস ভরা হুইস্কি ও ফেনায়িত বীয়ার।

গ্লাসদুটো ওর টেবিলে রেখে চেয়ার টেনে নিই।

এখানে কি মনে করে? ক্যাথির প্রশ্ন।

চোরা হাসির সঙ্গে জবাব দিই, এই তোমার টেবিলে যোগ দিতে এলাম।

কিসের জন্য?

সহজে ও আমাকে ছাড়বে না।

যাতে তোমাকে এক পাত্র মদ কিনে দিতে পারি।

অনুমোদিত নৌকা চালকের মদ এখানে বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে এ আমার ভদ্রতা, আমি তোমাকে একপাত্র মদ কিনে দিতে চাইবো আর তুমিও আমাকে আন্তরিকভাবে বসতে বলবে।

মিথ্যে ছলনা করো না। তুমি মোটেই বসতে ও মদ খেতে আসনি। তুমি কেন বলছো না সত্যি কি চাও?

এই দ্যাখো সামান্য একটা 'হ্যালো' ডাকাতের মতো কি অর্থ করে নিচ্ছো? ঘরে বেশী লোক এখন আমাদের কথোপকথন শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব।

ক্যাথি বলে, বলে যাও, এরপর কি বলবে।

আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়, নারী তুমি দারুণ সুন্দরী, আর আমি তোমার একান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রার্থী, ঠিক আছে? পাঁজরে আলতো খোঁচা মেরে ও বলে, আমি জানি না এমন কিছু বলো।

মেয়েটি যদি আমার সঙ্গে অভিনয় করে, দেখা যাক, কতদূর অভিনয় জানে। কত শক্ত হতে পারে সে। তার কানের কাছে মুখ রেখে ফিস্ ফিস্ করে বলি, এমন কিছু বলবো যা তুমি সত্যি জানো না।

একটু থেমে বলি, তোমার বন্ধু মাইদা চান আজ সকালে মারা গেছে।

পানশালার বাইরেও হয়তো আমাকে অভিনয় চালিয়ে যেতে ধৈর্য রাখতে হবে। টেরি গিলিয়াস পারতো। নিক কার্টার পারবে না?

কেউ কেউ এসব অবস্থায় নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ক্যাথিও ভেঙে পড়ল। শোক সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে ভেঙে পড়ল। পানশালার বাইরে তাকে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলো। সিংহী এখন আহত, নারী বড় আকুল অসহায়। তাকে দেখা দরকার।

ক্যাথির হাঁটু দুর্বল। মাথা আমার কাঁধে। দুটি বাহু জড়িয়ে ধরে আমার গলা। কান্না আটকাবার ছলে এ যেন সোহাগলিপ্সা।

আমি ক্যাথিকে নিয়ে বেরিয়ে আসি। ভালই হয়েছে। আমার সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। একজনের মর্মন্তুদ দুর্ভাগ্য আমাকে ঠেলে দিয়েছে আরেক কামনামদির নারীর ঘনিষ্ঠতায়।

আমার নির্ভরতা এবং সাহচর্য ক্যাথির দুটোই প্রয়োজন।

ও প্রশ্ন করে, ব্যাপারটা ঘটলো কিভাবে?

আমি জানাই—শুনেছি আইল্যান্ডের পাহাড়ে ওঠার দুর্ঘটনায়।

কিভাবে পড়ে গেল টেরী? আইল্যান্ডের কোথায়?

শুনেছি কিলায়ূ আর তার কাছাকাছি উত্তর হাওয়াই-এর সানুপ্রদেশের—আচ্ছা, তার সঙ্গে তোমাকে এয়ারপোর্টে কথা বলতে দেখেছি না? হ্যাঁ, ভারী অদ্ভুত মেয়ে। আমার কেমন মনে হয়েছিল—ওর কিছু একটা ঘটতে চলেছে। এর মতো জেদী এতো প্রাণোচ্ছল, যাবার জন্য এমন তাড়া করছিল...

ওই মুখে এমন উদ্ভ্রান্ততা বোধ হয় ভাল হয়। দুর্বলভাবে আমার কথায় সমর্থন জানায় সে। ক্যাথি শোকে মুহ্যমান। তাকে রেখে পাশে বসে বলি ক্যাথি নৌকা বাইতে বড় বড় ঢেউ-এর মাথায় চড়া বিপজ্জনক।

ঠিক বলেছো, প্রতিযোগিতার থেকে আমি সরে আসতে পারি।

ধূওর, প্রতিযোগিতা।

আমি ওর চিবুক ধরে নেড়ে দিই। ও মুখ তোলে। আমার দিকে তাকায়। বোধ হয় এই প্রথম—দুঃখী মুখে নিবিড় চোখে চেয়ে বলে, মাইদার খবরের জন্য ধন্যবাদ। সত্যি বলতে কি ও ওই ভাবে এয়ারপোর্ট ছেড়ে যাওয়াতে আমার খুব খারাপ লেগেছে। গত দুদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগও করেনি। আমার গলায় সহানুভূতি ভেবেছিলাম ঘটনাটা তোমার জন্য দরকার।

ক্যাথি ফের ধন্যবাদ জানায়, এবার চুম্বন সহ। আমিও প্রতি চুম্বন দিই। ওর নরম ঠোঁটে জিভ রাখি, গাল থেকে চেটে নিই অশ্রুর নোনা স্বাদ। আমাকে জড়িয়ে কেঁপে ওঠে। বন্ধ হয় চোখ গভীর প্রত্যাশায়। জিভ ঘুরে বেড়ায় সারা শরীরে—পা থেকে মাথা পর্যন্ত গভীর সুখে ভরে ওঠে ফুপিয়ে। ওর চুলের গভীরে শ্বাস নিতে নিতে এই জিভ কান ঘুরে গ্রীবা ছোঁয়। বিছানায় ও চিৎ হয়। কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। ক্যাথির স্তনভার সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মত আমার মুখ স্পর্শ করে। জিভ নেবে আসে নিচে আরো নিচে.....। মাইদার চিন্তায় ক্যাথির মেজাজ হঠাৎ বদলে যেতে পারে। ভেঙ্গে যেতে পারে ভালোবাসার বাতিঘর। ঠিক করলাম কিছুতেই ওর মেজাজ খারাপ হতে দেবো না।

ঘরে সোহাগ-ধ্বনি বিলম্বিত সুরে মূর্চ্ছনার মত বাজতে থাকলো।

আমার ঘর থেকে জিনিসপত্তর সব আনিয়ে সে রাত ক্যাথির সঙ্গে কাটিয়ে পরদিন ভোরে আমরা বেরুলাম নৌকা বাইতে। ঠিক ছটা তিরিশ, অল্প কিছু খাবার বেঁধে রওনা দিলাম আমরা। আমাদের মতো আরো অনেকেই প্র্যাকটিসে নেবেছে। সূর্য-চন্দ্র পৃথিবী এক সরল রেখায় এলে কি হয় সঠিক ব্যাখ্যা দিচ্ছে এক নাটক। পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে-মেয়েরা বুকে ভাসা রাবারে জল ভাসি নিতে মত্ত।

প্রথম প্রচেষ্টার ফল ভাল হল না। নেতা গোছের এক নাবিক জিতল।

খাবার সময় হয়েছে, আইসক্রিম ট্রাক থেকে ভেসে আসছে সিঙ্কো ও সোল মিউজিক। আমি সাধারণতঃ ভীড় এড়িয়ে চলি, সেইজন্য বেছে নিই কম জনপ্রিয় সৈকতগুলি। সূর্য অস্ত গেছে। বোনজাই পাইপ লাইন জনাকীর্ণ। ভাড়া করা ভক্সওয়াগন চালাচ্ছে ক্যাথি। সঙ্গে আমি।

একটি অচেনা পাখি গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ছে।

অবশেষে আমরা যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম। শক্ত পাথরের দীর্ঘ চাতাল এখানে জেটির চেহারা নিয়েছে। আর দুপা এগোলে গভীর জল, মস্ত ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে। কবেকার কোন সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা তৈরী করেছে এই সৈকতভূমি, কে জানে। আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

শুরু হলো নৌকা চালানোর প্র্যাকটিস। কত বিভিন্ন রকমের জলযান কত বিচিত্র আকার ও রঙ। এক হাওয়াইবাসি নিয়েছে 'গা' নামের বৃহৎ নৌকা। পয়েণ্ডেক্সচার দুম করে আমার নৌকায় চড়ে বসলো। সেটা হয়ে উঠলো ভারী। ডিঙির মত কিছু নৌকা আছে। এতা ছোটো আমি চাপলে, আমার ভারে ডুবেই যাবে। আমি ওগুলো ঠিক পছন্দ করিনি, কিন্তু ঐ নৌকাগুলো সাবমেরিনের কাজ ক'রে। আবার প্যাডেল করে ঢেউ কেটে যাবার ব্যবস্থাও আছে।

ক্যাথিও বেঁটেখাটো এরকমই নৌকা নিয়ে জলে ভেসেছে। আমার ভেলাটি হাওয়াইদেব বন্দুকের মত নয়, বরং মোটা ও ভারী। আরেকটু হাল্কা হলে ভালো হত। তীর ছাড়তেই বুঝলাম জলে বেশ টান আছে। প্রত্যেকটা ঢেউ চ্যালেঞ্জের মত। এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতা আমার জীবনহানি ঘটাতে পারে। অতএব সন্তর্পণে প্রথমে ছোট ঢেউ ও তার পিছনে দৈত্যাকার ঢেউগুলোর মোকাবিলা করতে থাকি। ক্যালিফোর্নিয়ায় এর চেয়ে উঁচু ঢেউ-এর মাথায় চেড়েছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নৌকা ও জলের সঙ্গে নিজেকে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিলাম।

ঢেউ ভেঙে হাওয়াই ছোকরা দেখি, সোজা এগিয়ে আসছে। দুর্ভাগ্য উত্তাল জলরাশির কাছে তার কেরামতি কাজে লাগে না। সে ক্রমে পিছিয়ে পড়েছে ক্যাথিদের কাছাকাছি। জলে অজস্র নৌকা, তীর জনাকীর্ণ। অতিকায় ঢেউ যেন ফুঁসছে গজরাচ্ছে। প্রতি দ্বন্দ্বী তো বৈঠা বাঁধার আংটায় হাঁটু বেঁধে রেখেছে। যাতে জলের ধাক্কায় পড়ে না যায়, পাঁচটা ক্যামেরা আমায় লক্ষ্য করছে, তার মানে বিপরীত তীর এসে গেছে যেটা ছুঁয়ে আমাকে ফিরে আসতে হবে। সান দিয়াগো থেকে আসা আমেরিকান ছেলেটি ক্ষিপ্র গতিতে দশফুট অন্তর স্পিন দিয়ে এগুচ্ছে। তার থেকে লোকে তাকে বাহ্‌বা দিচ্ছে। সে আমাকে সাবধান করে দিল—সামনে মস্ত ঢেউ। আমি প্রস্তুত হলাম। প্যাডেল করতে করতে শুনলাম, ছেলেটা বলছে—ঐ আসছে।

ফেনিল জলোচ্ছ্বাস আমাকে বাচ্চার খেলনার মত অনেক উঁচুতে তুলে ছুঁড়ে দিল। আরেক উত্তুঙ্গ ঢেউসারি রকেটের গতিতে আছড়ে পড়ে গ্রাস করে নিল আমাকে। কোনরকম নৌকা সামাল দিতে দিতে দেখলাম আমেরিকান ছেলেটি নৌকা থেকে জলে পড়ে যাচ্ছে। এদিকে আমার নৌকা ফিরে পেয়েছে তাঁর উদ্দাম গতি। দাঁতে দাঁত চেপে নৌকা আঁকড়ে ভেসে চলছি। নায়গ্রা জলপ্রপাতের মত যতদূর ঢেউ আছড়ে পড়লো—পেছনে সরে এসে বৈঠা দুটি নিপুণ হাতে বাইলাম। পেছনে কাৎ হয়ে নৌকা ঠিক ভেসে উঠল এবং এভাবেই ফিরে আসছি। চোখ জ্বলছে লোনা জলে। দেখতে পাচ্ছি সবাই তীরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে, লফাচ্ছে কেউ কেউ বাতাসে মুঠো মুঠো বালি ছুঁড়ছে।

তীরে নামতেই জমায়েত মানুষেরা ঘিরে ধরলো। আমি চাইনি এই সাফল্য নিয়ে সবার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। এরা আমার নাম হয়তো শুনেছে। আমাকে দেখে সসম্মানে বললো, এই যে এই যে।

এই সামান্য মনোযোগই আমার জয়মাল্য। এখনই অনুষ্ঠান শুরু হবে, না প্রশংসা গুঞ্জন থেকে পালাতে হবে। ফিরে যেতে হবে কাজে।

এরপর কি করণীয় ববি? আমি প্রশ্ন করি।

এখানে থেকে কয়েক মাইল দূরে ডিলিংহাম এয়ারপোর্ট, আমি একটা গ্লিডার প্লেন ঠিক করে রেখেছি।

আরেক গ্লিডার? কিসের জন্যে?

কাহুলাউইতে নেভীর লক্ষ্য রাখছে। আমরা তাদের চোখে পড়তে চাই না। তাছাড়া গ্লিডারে ওড়া আমার শখ। প্লেনটা এয়ারপোর্টে রেখেছি। ওখান থেকে উড়লে কেউ সন্দেহ করবে না।

কিন্তু একটা গ্লিডারে আমরা কি করে কাহুলাউইতে পৌঁছুবো?

—অসুবিধে নেই। অতীতে কোরিয়ার যুদ্ধে এই গ্লিডারে তিনজন ট্রেনার যাত্রা করেছিল। আমি এতে ভোক্সওয়াগন এঞ্জিন লাগিয়েছি। এখন এটা দারুণ শক্তিশালী, প্রতি গ্যালন তেলে দুশো মাইল যায়।

ববির জীপে আমরা এয়ারপোর্ট রওনা হলাম। গাড়িতে আমার হাতে খামে ভরা এক গুচ্ছ ছবি দিয়ে ববি বললো, ছবিগুলো দেখো, তোমার কাজে লাগবে।

ছবি দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলাম, আগ্নেয়গিরির গহ্বর কিভাবে চেনা যায়?

ববি জানালো, গর্তের মুখে মুখে ছাগলের মৃতদেহ দেখলেই বোঝা যায়।

সত্যি সত্যি একটা ছবিতে ছাগলের মৃতদেহ দেখা গেল, পাহাড়ি গর্তের মুখে—

লাল জায়গাটার গভীরতা দেখেছো? ববি প্রশ্ন করে। আমি মাথা নাড়ি। বাস্তবিক অগ্নিগর্ভ, রুক্ষ পাথর, বড্ড জলশোষক এবং রক্তিম।

দ্যাখো ম্যাক, ববি বলতে থাকে, তুমি যেমন কাজ করছো করে যাও। তবে মনে রেখো কাহুলাউইর অবস্থা বেশ জটিল ও ভয়াবহ। বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষায় ভাঙা নারকেলের মত ভূখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হতে পারে।

দ্যাখো সব বিদেশীরাই আইল্যান্ডের ক্ষতি করতে আসে না। ববি কাহানে আমার বন্ধু, কারণ সে ভাল নৌকা বাইতে জানে। তোমাদের মতই সে দ্বীপবাসীকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। নৌকা চলানো একটা স্পোর্টস। একে বন্ধু কোরো না, আমরা পরস্পরের পাশে থাকবো।

আমি ওদের প্রতিবাদপত্রে সই করে দিতে পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। যতই হোক ওদের কাছে টেরিগিলিয়াম নামের মর্যাদা আছে। পথ অবরোধ সরে গেছে। গাড়ি ছুটছে অবাধে। ববি আমার দিকে রাগত-ভাবে তাকিয়ে বললো, আশা করেছিলাম, তুমি ঐ কাগজে সই করবে না।

দূর। আমাদের পালাবার দরকার ছিল।

এটা কিন্তু ওদের আগুনে তেল ঢালা হোল। তোমার সহযোগিতা ভাঙিয়ে ওরা প্রতিযোগিতা বয়কট করতে চাইবে। আমি পড়বো ঝামেলায়।

শোনো, বয়কট এক বা দুদিনের বেশী হবে না। হাওয়াইবাসীরা সমুদ্রে ভাসতে খুব ভালোবাসে। আমরা ঐ সময়ে তদন্তের কাজ সেরে ফেলতে পারি। আর ওরা যদি ভাবে আমরা ওদের আছি তাহলে ওরা আমাদের কাজে বাধা দেবে না। বাস্তবিক বিদ্রোহীদের আন্দোলনের সঙ্গে আমিও ঘনিষ্ঠ হতে চাই।

দেখা যাবে। আমার দিকে রূঢ় কুপিত দৃষ্টি ফেলে গাড়ি চালাতে থাকলো ববি।

এয়ারপোর্টে পৌঁছতে, ম্যানেজার ববির হাতে বাতাসের গতিপথে একটা নক্সা তুলে দিল। তাতে দেখা যাচ্ছে—সূর্যাস্তের পর কহুলাউই-এর পোড়ো মাটির উত্তাপ কমবে। সুতরাং গন্তব্যে যাওয়ার পক্ষে রাত্রির সময়টা সবচেয়ে ভাল। গ্লিডারের যন্ত্রপাতি ভালো করে পরীক্ষা করে নেয় ববি। আমি জিপে এসে নিয়ে যাই আমার সেই ভেলা নৌকা। যতক্ষণ না এ নৌকা চুরি যায়, আমি একে বদলাবো না। ভেলাটি আমাদের তিন আসনের বায়ুযানে ঠিক আমার আসনের পাশে রাখি।

যে যার আসনে বসতে গ্লিডার ছাড়া হল। রানওয়ে পেরিয়ে কয়েক মিনিটে বাতাস, রোদ ও মেঘে আমরা উড়লাম।

পশ্চিমের সূর্য আড়াল করে দাঁড়িয়ে গিরিশৃঙ্গ মালা। আকাশ পীতাভ রঙের আল্পনা মুছে এখন গাঢ় নীল। আগ্নেয়গিরির লাভা-বাতাসে মিশে যে ধূম্রজালের সৃষ্টি করে তাতে আমাদের যাবার সুবিধা।

লোনা বাতাস ছুঁয়ে যায় ককপিট। সূর্যাস্তের বর্ণাভা লাভার কালচে বাদামী ধোঁয়া পিছনে ফেলে উড়ে যাই নিচে বিস্তীর্ণ সমুদ্র। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাথরের চর চিহ্নিত করে সৈকত।

ভোক্সওয়াগনের স্যুইচ টিপে দেয় ববি। নির্মল বাতাসের প্রশান্ত গতি সে আওয়াজ মুছে দেয়। চোখে পড়ে কাহুলাউই। স্তব্ধ করা হয় এঞ্জিন। বন্ধ হয় কথোপথন। খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাই। কোথাও কোনো র‍্যাডার আছে কি? রাতের নজরদারী খুব প্রখর নয় বলেই আস্থা করা যায়।

গন্তব্যের কাছাকাছি এসে গ্লিডারের দরজা বন্ধ করে দিই। অবজারভেশন টাওয়ার যেন সিল্যুট ছবি। অন্ধকার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। আকাশে কয়েকটি তারা। চাঁদ নেই।

ইনফ্রারেড আলোয় সব স্পষ্ট। আমরা চাই অগ্নিগর্ভ স্থানগুলো ক্রিসমাস ট্রির মত ঝলমল করে উঠুক।

বাইনোকুলার তুলে আমি দ্বীপের দিকে তাকাই। টাওয়ার পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঝলকে ওঠে রঙ। মনে মনে ভাবি, এবার অবতরণ করে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতির গভীরে আত্মগোপনে সারতে হবে যাবতীয় কাজ। এখন সাবধানে পদার্পণই একমাত্র বিবেচ্য।

আচমকা দুম্ দুম্ শব্দ। মিনিটে ৪৫০টি শেল ফাটতে শুরু করেছে। জ্বলন্ত রকেটগুলো গ্লিডারের আশপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ববি ঘাপটি মেরে চালাচ্ছে। অতি সন্তর্পণে, আলোর ঝলকানিতে তার গলায় উৎকণ্ঠ দেখা যায়। সে ঘুরে পেছনে তাকায়। মুখে ঘাম চিক্‌চিক্ করছে।

মিসাইল থেকে উৎক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর গোলাগুলি ছুটে যাচ্ছে ডাইনে ও বামে। অবিরাম। হঠাৎ

একটা শেল ফাটে কেবিনে। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল ছাদের আস্তরণে। ববি কোথায়? ওকি আগুন নেভাতে ব্যস্ত। তখুনি উদয় হয় ববি, পিঠে তার আমূল বিঁধে আছে ছাদ ভাঙা শিক। হয়তো খুবই যন্ত্রণাদায়ক, তবু সে বুড়ো আঙ্গুল তুলে জানায় আমি ঠিক আছি।

গ্লিডারের খোলা কক্‌পিটে বাতাস বইছে অবাধে। অতএব আস্তে চালাতে হচ্ছে। ববি ফের ভোক্সওয়াগনের এঞ্জিন চালু করে দিল। শুরু হল বিধ্বংসী আক্রমণ। শেল যা আমাদের মাথার চাল সাফ করে দিয়ে গেছে, এবার তার চেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। কামান ধোঁয়া কুণ্ডলির মত গতিতে তীব্র বেগে ছুটে এসে মারাত্মক আঘাত হানে। প্রথমে গ্লিডারের মুখের দিকে কিছুটা গড়িয়ে দিল। তারপরের আঘাতে অসংখ্য ছিদ্র করে দিল। গ্লিডার যেন স্যুইস চীজ-এর মতই জালি জালি হয়ে গেল।

আমি আমার নৌকাটি ডান দিকে রেখে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করছি। ববি একটা প্যারাস্যুট ছুঁড়ে দিয়ে বললো—ঝাঁপ দাও। কি বোকা, কামানের গোলায় নাইলনের ছাতা শুদ্ধ আমি উড়ে যেতে পারি। বাঁধা প্যারাসুটটি এখন এই বিচূর্ণ উড়োজাহাজের মতই অকেজো।

ববিকে দেখে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠি। তার একটা পা বিচ্ছিন্ন। প্লেনের বাইরে ঝুলছে। একঝাঁক গুলি তার জামা ভেদ করে বুক, পেট, কাঁধ ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। বুলেটবিদ্ধ পাখির মত নেতিয়ে পড়ছে সে। কেবিনে ফুটবল আকারের গর্ত। ববি জানে এই উড়ন্ত গ্লিডার তার কফিন। এখানেই তার শেষ শয্যা পাতা। তথাপি সে বলে এক মিনিট অপেক্ষা করো নিক এখানে কিছু নতুন ফিল্ম আছে, ডেভালপ কোরো। আমি গ্লিডারটা আস্তে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। যখন এটা এক জায়গায় স্থির হবে, লাফ দিও।

ববি যেমন বলেছিল, সেভাবেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। বায়ুযান প্রায় স্থির অবস্থায় এলে আমি, মুখে ফিল্ম শরীরে ভেলা বেঁধে একশোফুট ওপর থেকে প্যারাস্যুটে বাতাসের অনুকূলে নিজেকে ভাসিয়ে দিই। ডুবুরির মত হাত সোজা রাখি। শরীর তীরের মত সমতল।

জলে এমন গোঁত্তা খাই মনে হয় মাথা বুঝি ফুটে গেল। বাঁচা ও শ্বাস নেবার আদিম ইচ্ছায় ডুব সাঁতার দিই। একবার মাথা তুলে দেখি ডানাভাঙা বিধ্বস্ত গ্লিডার আইল্যান্ডের দিকে ভেসে যাচ্ছে। দেখতে পাই অবজারভেশন টাওয়ার জেগে আছে। আপাততঃ দূরে ছিটকে পড়া আমার সঙ্গী ভেলাটির প্রয়োজন। যাতে ভেসে সামলানো যায়, তাতে দূরে মাউই কিংবা কাছাকাছি কোনো তীরে উঠতে পারি। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল নেভিদের হেলিকপ্টার। খুব সম্ভব ওরা নতুন আগন্তুককে খুঁজছে। তবু হায় ওদের কী দুর্ভাগ্য। চক্রান্তকারীরা তলে তলে নিজেদের কাজ গুছোচ্ছে, সুযোগ পেলে আমি হতভাগাদের বুদ্ধির গোড়ায় আগুন জ্বেলে দেবো।

জলে ভাসতে ভাসতে টাওয়ার ছেড়ে টানেলে ঢুকলাম। আর একশো গজ দূরে আমার ভেলা দেখা যাচ্ছে। উজান আমাকে পৌঁছে দিল নৌকায়।

নৌকায় উঠে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে এলিয়ে দিলাম।

আঙ্গুলের ডগায় বালি, কাগজের খস্‌খস্‌ শব্দ, ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। চোখ মেলে দেখি জলমগ্ন চড়ায় পড়ে আছে। সূর্যরশ্মি চোখে এসে পড়েছে।

অবজারভেশন টাওয়ার থেকে খুব দূরে এসে পড়িনি। দূরে দেখা যাচ্ছে আইল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের সীমান্ত।

নৌকায় এলিয়ে সূর্যের উষ্ণতা বুক ভরে নিই। জল আছড়ে পড়ে পায়ে। বড় শান্ত ঢেউ।

আমার গন্ধ পেয়ে হাজির হয় অতিকায় হাঙর।

হাঙরের অদ্ভুত ঘ্রাণশক্তি আছে। জলের ওপর জেগে ওঠা ডানা নিয়ে আমার অবস্থান লক্ষ্য করে। তাকে দেখে মনে হলো না জল খাবারের জন্য খুব ব্যস্ত। নৌকাটি ঘুরপাক দিয়ে অতি ধীরে এগিয়ে এল। আমি হাত-পা সহ নিজেকে যথাসম্ভব নৌকার মাঝামাঝি রাখলাম। টের পেলাম হাঙর তার পিঠের পাখনা দিয়ে নৌকার পিছনে ধাক্কা মারছে। উল্টে দেবে না কি? মাঝে মাঝে ঢেউ এসে ঢেকে দিচ্ছে তার পিঠের ধূসর কালো পাখনা।

মস্ত হাঁ করে কামড়ে ধরলো নৌকার পাটাতন। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে চুরমার করতে চাইল ফাইবার গ্লাসের নৌকা। হাঙরের চোখে চোখ রাখতে বুঝলাম কী ভীষণ শক্তিতে সে চাপ দিচ্ছে।

সে চাপে দুলে ওঠে নৌকা। সহসা নিচে পড়ে যাই এবং কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ নৌকায় লাফিয়ে উঠে পড়ি। নৌকা ছেড়ে এবার পেছনে সরে এল সে। তারপর এক ঝাপটা।

আমি সরে বসলাম এবং দেখতে থাকলাম সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবশেষে প্রকাণ্ড এক অঙ্গ তুলে হাঙররা চলে যায়।

অবজারভেশন টাওয়ার থেকে লঞ্চ পাঠানো হয়েছে। গত রাতের সংঘর্ষের পর সামরিক পর্যবেক্ষণ। যদি আমি র‍্যাডারে ধরা না পড়ে থাকি। এখন তো পড়বোই।

এখন আমি ক্লান্ত শ্রান্ত এক নাবিক। সমুদ্র কিনার থেকে বহুদূরে প্রক্ষিপ্ত। এই তোমাদের দেখে খুশী হলাম, ঐ লঞ্চের উদ্দেশ্যে বলি।

লঞ্চ থেকে ভেসে আসে প্রশ্ন, এখানে তুমি কি করছো?

উপযুক্ত প্রশ্ন, উত্তরটা ভাবছি ওরা নিজেদের মধ্যে আমাকে পেয়েই আলোচনা করছে। একজন আমাকে সাহায্যের কথা বলেছে, অন্যজন (জাপানি ও হাওয়াই মিশ্র) তাকে ধমক দিয়ে থামালো। তারপর আমাকে চীৎকার করে জানালো, আমাদের প্রশ্নের উত্তর চাইছেন বস্। বলেই আর কালক্ষেপ না করে চেনে বাঁধা হুক ছুঁড়ে দিল। ফলে আমার নৌকা লঞ্চের সঙ্গে স্কি করতে করতে চললো টাওয়ার অভিমুখে।

লেকের জলে স্কি করা যায়, কিন্তু সমুদ্র? যেমন কষ্টকর তেমনি ভয়াবহ। প্রতিটি ঢেউ এসে জলে ভরিয়ে দিয়ে যায়।

চারটি স্টিলের স্তম্ভের ওপর টিনের চালাঘর—এই হল টাওয়ার। মাথার দিকে উঁচিয়ে আছে এক র‍্যাডার। প্রবেশ দ্বারে কামান রাখা আছে তার পাশে দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

বড় বড় পাত্রে সংকীর্ণ ভেতরের পথ। ঘরের মেঝেতে স্তূপীকৃত বীয়ারের বোতলের আড়ালে একজন সৈনিক টেবিল চেয়ারে বসে। মাথায় টুপি পরেছে খাকি বস্ত্র। বীভৎস সিফিলিস তার অর্ধক নাক খেয়ে ফেলেছে। আস্তে আস্তে মস্তিষ্ক, শেষে গোটা শরীরটাই অকেজো করে দেবে। টেবিল থেকে পা নামিয়ে সৈনিক বলে, আসুন আলাপ হোক। তা অনেকটা পথ আসা হল। হ্যাঁ মাউইতে এক প্রতিনিধি আমাকে ছেড়ে দেয়। তারপর সেখান থেকে ধাক্কা খেতে খেতে গতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতই—জ্ঞান ছিল না। তার ওপর এক বাচ্চা হাঙর তো আমাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল।

চুপ করো মিথ্যেবাদী। আচ্ছা তুমি কি কিছু ঘটতে দেখেছো?

হ্যাঁ দ্বীপই তো লক্ষ্য। এরা এই দ্বীপ থেকে ওদের উচ্ছেদ চায়।

তুমি ঠিক বলছো।

খানিকটা, আগন্তুক, জানো যুদ্ধের সময় আমি কামান দাগতাম, জাপানীদের আমরা তাড়িয়েছি। এখন আমাদের সুসময়। গতরাতে আমি বিমানে ধ্বংস করে দিয়েছি।

এমন সময় লঞ্চের ক্যাপ্টেন এসে সৈনিককে বললো, আচ্ছা একে নিয়ে কি করা যায় বলতো?

ভালো প্রশ্ন দানো, বলে সৈনিক একটু কি চিন্তা করে বললো, আমি ওকে কামানের সামনে রেখে উড়িয়ে দিতে চাই।

না ক্যাপ্টেন, অত কষ্টের কি আছে। ব্যাপারটা এমনভাবে সাজাও যেন দুর্ঘটনা বলে মনে হয়, দানো বললো।

এই, তোমরা কি ঠিক করেছো?

কথাটা বলতেই বেঁটে লোকটা সাব মেশিনগানের নল দিয়ে আমায় মেরে বসলো। অস্ত্রটি ছোট, আঘাতটি বেশ মোক্ষম। আমি এমনভাবে কুঁকড়ে গেলাম যেন সত্যি কামান দাগা হয়েছে। ওরা ততক্ষণে আমাকে ভীতু ও বোকা ঠাউরেছে। লম্বা হাওয়াই লোকটা ঝুঁকে আমার মুখে এক চড় কষালো। সৈনিক আমার মাথায় পাত্রের তলানি মদটুকু ঢেলে দিল এবং গায়ে থুতু ছিটিয়ে আমার কিডনি লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়লো। এমনিতে তার শারীরিক শক্তি নিঃশেষ। লাথিটা জোরালো হলো না। হাল্কা পালকের মত লাগলো।

দুহাত চেপে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, যেন আমার গোপন অঙ্গে লেগেছে। আরেক লাথি এসে পড়লো পাঁজরে। আমি পাশ কাটালাম।

আমার দেহ জানলার সামনে ঝুলিয়ে দেওয়ার পক্ষে বেশ ভারী বোধ হওয়ায় ওরা আমাকে ভেতরের ঘরে ফেলে পালিয়ে গেল। এই ঘরটা টাওয়ারের একমাত্র ভেতরের অংশ। একটু পরেই ওরা ফিরে এলো। এবার ওরা আমায় নিশ্চয়ই ছাড়বে না। কিন্তু তার আগেই আমি প্রস্তুত। দানোর গলায় মোক্ষম কনুই চালাতে সে পড়ে গেল। তার কণ্ঠনালী বুঝি ভেঙ্গে গেল। বেঁটেটা মেশিনগান তুলতে যাচ্ছিল। তার আগেই তাঁর কাঁধের ওপর দিকে সজোরে ঘুষি চালালাম। ব্যাস্ ধপ্ করে সে সিড়ির ওধারে পড়লো। আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

লঞ্চে উঠে খুঁজি কোথায় গেল আমার নৌকা। এর সঙ্গে তো বাঁধা ছিল। লঞ্চেও চাবি দেওয়া। তাহলে উপায়? এক্ষুণি এখান থেকে পালানো দরকার।

লোকটাকে খতম না করে এসো না।

শত্রুপক্ষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শুনতে পাই ধাতব স্তম্ভটির কাছ থেকে এক জোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। নোঙরের সীমান্তে দাঁড়িয়ে দেখি ওরা ফের সংঘবদ্ধ হয়েছে। লঞ্চের দিকে তীব্র আক্রমণ হানতে উদ্যত। ক্যাপ্টেন চিৎকার করে চ্যালাদের উৎসাহ দিচ্ছে।

হঠাৎ মাথার মধ্যে এক বুদ্ধি খেলে গেল। লঞ্চের বায়ু নির্গত করার দড়ি বাঁধা ছিল ডেকের কামানের সঙ্গে। দড়ির বাঁধন খুলে দিতেই ভলকে ভলকে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরুতে থাকলো। সেই সুযোগে জলে লাফ দিলাম। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষিত হতে লাগলো। ডুব সাঁতারে লঞ্চ থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছি। ওরা লঞ্চের আশেপাশে আগ্নিবর্ষণ করে চলেছে।

লঞ্চ দুলে ওঠে, এঞ্জিন চালু হয়। আমি আরো তফাতে সরে যাই। মুহুর্মুহু গুলি ছোটে। প্রপেলারের ঘুরন্ত চাকার তিন ফুট দূরে আমি কেঁপে উঠি।

লঞ্চ ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে। অর্থাৎ ওরা আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

বেঁটে লোকটা বলে, চল এখান থেকে যাওয়া যাক। ওকে বেরিয়ে আসতে দিই।

সঙ্গীটি বলে, দাঁড়াও বাছাধন কাছাকাছি কোথাও আছে।

চটপট সাঁতার কেটে লঞ্চের তলায় লুকিয়ে আমি অপেক্ষা করতে থাকি।

এখন থেকে একটি পথ গিয়ে মিশেছে লঞ্চের ডেকে। একবার জলের ওপর সামান্য মাথা তুলতেই ফের বৃষ্টির মত ধেয়ে এল এক ঝাঁক গুলি। আমি আবার লঞ্চের তলায়। ক্যাপ্টেনের হাতে নয় এম. এম. মেশিনগান। কাকে বকাঝকা করছে। অনেকক্ষণ পর লঞ্চ ঘুরলো। ফলতঃ তলায় সেঁটে থাকা আমাকেও ঘুরতে হল। জলের চাপ আমাকে ভাসিয়ে তুলতে চায়। কোনরকমে আঁকড়ে থাকি। অন্ততঃ যতক্ষণ ঐ মেশিনগানধারীর কাছ থেকে তফাৎ না যাই। ডুব সাঁতার দিয়ে খানিকটা এগোই।

বেশী দূরে নয়। কারণ জলের তলায় পাতা মাইন আমাকে যখন তখন উড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। কিছুদূর যেতে বুঝলাম আমার সন্দেহ অমূলক নয়। লঞ্চের সঙ্গে প্রায় চল্লিশ গজ ভেসে এসেছি।

হঠাৎ লঞ্চের ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গ্যাস বেরুতে শুরু করেছে। সর্বনাশ! বিধ্বস্ত লঞ্চের তলায় এখন আমি বিধ্বংসী আগুনের মুখোমুখি, কাঁধের কাছে কিসের স্পর্শ? দেখে হালকা এক ডিঙ্গি। না, এটা আমার সেই প্রিয় ভেলা নৌকা নয়। কেননা ভয়ানক বিস্ফোরণে সেটা শুধু আক্রান্তই হয়নি, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক এই হাল্কা ডিঙ্গিতে উঠেই দ্রুত প্যাডেল করে লঞ্চের পথ ধরে এগিয়ে চললাম। কারণ যে পথে মাইন পাতা সে পথে লঞ্চ যাবে না। আর লঞ্চটিকে অনুসরণ করলে আমিও নিরাপদ।

ঢেউ ও গতির বিপরীতে যেতে পারে। এ যাত্রা শ্লথ ও বড় কষ্টকর।

এখন পরিষ্কার দেখা যায় মাইনগুলো জলে ভাসছে। আকারে বেশ বড়। যেমনটি বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীদের পোতাশ্রয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল। যত দূর যাই—নীল টলটলে জলের ওপর নিরেট গোলাকার কালো মাইনগুলো জেগে থাকে। এইমাত্র এরকম দুটি গোলা পাশ কাটিয়ে গেলাম। চর্তুদিকে প্রাকৃতিক শোভা। প্রবাদে আছে আইল্যান্ড মৃত্যুর দ্বীপ। মাউই থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরের কাহুলাউই-র এই অংশটি পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে তুলনীয়। যেখানে বাতাসে মৃত্যুর প্রাণ বোমা ফেটে চলেছে আজও। বস্তুতঃ গত ১৯৪১ সাল থেকেই আইল্যান্ডের প্রতিটি অঞ্চল

বড় বড় বিস্ফোরণে ক্ষতবিক্ষত। আমি টাওয়ারের দিকে তাকাই।

ক্যাপ্টেন এতক্ষণে আমায় দেখে থাকবে। কিন্তু তাকে আমি আর কোনো সুযোগ দিতে রাজী নই। তাই যথাসম্ভব লুকিয়ে হিয়াউর দিকে যাত্রা করি।

দূরের পাহাড়গুলা দেখা যায় আগ্নেয়গিরির অগ্নিপাতে পাহাড়ের ওপর বালির ধসে লাভা আর বালির আস্তারণে আবৃত এবং ঐ অগ্নিপাতের ফলে যে বিষাক্ত গ্যাসের উদ্ভব হয় তা পাঁচ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত চারপাশের বায়ুমণ্ডল ঘিরে থাকে।

টাওয়ারের দিক থেকে এদিকে উড়ে আসছে হেলিকপ্টার। হিয়াউর দ্বীপে তীর বরাবর কয়েকটা বুনো ছাগল চরছে। হেলিকপ্টার এগিয়ে আসে কাছে—আরো কাছে। ডিঙি তীরে ভিড়িয়ে আমি ঐ জন্তুদের মাঝে ঝাঁপ দিই, যা আত্মহত্যারই সামিল। অতিকায় হিংস্র দাঁতাল এইসব ছাগল আজ মাংসাশী।

সেই অনিকেত অপ্রস্তুত মুহূর্তে হেলিকপ্টার তীরে ছায়া ফেলে উড়ে যায়। ত্রিশ গজ দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসে মেশিনগানের গুলির ছররা।

পয়েন্ট পঞ্চাশ ক্যালিবারের গুলিবৃষ্টি হিয়াউর প্রান্তটি বুঝি ছারখার করে দেয়। ছুরির ফলার মত পাথরের টুকরো ছিটকে লাগলো হাঁটুতে। সৌভাগ্যবশতঃ দাঁতাল ছাগলগুলো পালিয়েছে। আমি কোমরে ভর দিয়ে নামতে থাকি। সহসা দুলে ওঠে সমস্ত পাহাড় পর্বত। অসহায় দেখে আমাকে লক্ষ্য করে ঘুরে আসে হেলিকপ্টার। নিক্ষিপ্ত হাফ টন বোমার পতনে এক পাথরের টুকরো তিনফুট উঁচুতে লাফিয়ে ওঠে। কায়মনে প্রার্থনা করি বোমাটি যেন ফাটে। যেন নিষ্ক্রিয় হয়।

পাহাড় ভাঙছে পিছনে। কোনোক্রমে নিষ্ফল বোমাটি তুলে একলাফে ডিঙিতে উঠতেই ৫০ ক্যালিবারের গুলি আমার হাত ঘেঁসে ডিঙি ফুটো করে বেরিয়ে গেল, এবার আমি প্রস্তুত।

গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আবার এগিয়ে আসে হেলিকপ্টার। এদিক ওদিক করে মাথা বাঁচাই। সামান্য অসাবধানতা এখন মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

হঠাৎ মনে হল, আরে ববি নামের ছবিতে হেলিকপ্টারের ঐ লোকটাকে যেন দেখেছি। হ্যাঁ ওর ছাগল দাড়িই তো চিনিয়ে দেয়। মাথা নিচু করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি লোকটার সারা দেহ অদাহ্য প্লাস্টিকে মোড়া। কয়েক ইঞ্চি তরল আর সবুজ পদার্থে আবৃত ঐ প্লাস্টিক। বুঝতে পারি পাতলা তরল ঐ প্লাস্টিকের আবরণে এক গ্যাসীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড।

আমার ছোঁড়া বোমাটি হেলিকপ্টারসহ লোকটাকে ছেঁড়া তুলোর মত খণ্ড খণ্ড করে উড়িয়ে দেয়।

পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল যন্ত্রণায়। উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখতে গেলাম চালকের কি অবস্থা হয়েছে। মাইদার অবস্থা কি হয়েছে দেখেছি।

ঐ খুনেটা তার প্লাস্টিকের আবরণ থেকে গুলি ছোঁড়েনি। সেজন্য তাকে ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার। বস্তুত সে ভেবেছিল আমি ফাঁদে পড়ে গেছি।

অতি আত্মবিশ্বাস হেলিকপ্টারের গতি কমিয়ে দিয়েছিল। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎগারণের ভয়ে আমি তখন সরে এসেছি। পাশের কর্দমাক্ত লাভায় গুলি লেগে আচমকাই আমার মুখ কাদায় ভরে গিয়েছিল, সবকিছু অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

জেগে উঠে দেখি, প্লাস্টিক ফেটে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। পচা ডিমের গন্ধ। সালফার ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করার সরঞ্জাম অল্প দূরেই পড়েছিল। তখনও গ্যাস প্রস্তুত করে যাচ্ছে।

কাহুলাউই থেকে ৪৫ মাইল দূরে, এখানে নেভীদের নজরদারী হয়তো শিথিল হয়েছিল। সেই চার সামরিক সৈন্য এখানেই কাছাকাছি কোথাও মারা গেছে।

মনস্থির করলাম নেভী অধ্যুষিত স্থানগুলি এড়িয়ে যেতে হবে। মালপত্র ডিঙিতে চাপিয়ে আমি তাড়াতাড়ি সে স্থান পরিত্যাগ করলাম। আমি যখন তীর থেকে ডিঙি ছাড়ি, তখন এক গোয়েন্দা বিমানকে এই বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আসতে বললাম। ওরা এখন ছবিটবি তুলুক এবং তদন্তে ব্যস্ত থাকুক। আমি এগিয়ে যাই। শুধু মনোযোগ রাখি, যাতে মাইনগুলো সযত্নে পাশ কাটিয়ে

যেতে পারি। এখন ভাঁটার সময়, সুতরাং নজর রাখা সহজ। অবশ্য একটা ব্যাপার ভয়ের, বিধ্বস্ত লঞ্চের মারাত্মক তেল যেন ভেসে না আসে। তাছাড়া ঐ লঞ্চের নিচে একটা মাইন অনায়াসে খাপ খেয়ে যায়। ঢেউ-এর টানে ও দুটো একই সঙ্গে ভেসে আসতে পারে। সামনেই একটা মাইন ভেসে যাচ্ছিল। আমি একটা চৌম্বক দণ্ডের সাহায্যে সেটা ধরার চেষ্টা করলাম। কাছে আসতেই তুলে নিলাম। এটা পুরানো, হয়তো অস্থায়ী মাইন।

ধীরে সন্তর্পণে প্যাডেল করে ডিঙ্গি নৌকাটি ভাসিয়ে নিয়ে চললাম মৃত্যু দ্বীপ আইল্যান্ড ছেড়ে—দেখি মাউইর কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলা যায় কিনা।

বহুদূরে ঢেউ-এর মাথায় জেগে উঠছে জাহাজের মাথা, এদিকে আসছে।

নব্বই ফুটের মতো বিরাট জাহাজ। মানুষ চালিত গীয়ার। কাছাকাছি এসে পড়লো। দেখা যাক একে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি।

ডাইন ও বাঁয়ে দুই অপরূপ যুবতী। কারা এই উদ্ধারকারিনী? স্বর্গ থেকে নেমে আসা অপ্সরী। ঝাঁকড়া চুলের চেহারাটি দারুণ আঁটো বিকিনি উপছে পড়ছে সুদৃঢ় স্তনভার। অন্যজন আমার বাহুতে নখ বিঁধিয়ে জানিয়ে দিলো তার উপস্থিতি। জাহাজের কেবিন থেকে ভেসে এল হাল্কা হাসির অভ্যর্থনা—এই যে কেউ আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে না। আমি হলাম হাওয়াই দ্বীপবাসিনী—

আমি বলি, কেমন আছো? আমি—

টেরি গিলিয়াম আমরা জানি তোমাকে। কথার মাঝে বলে ওঠে ঝাঁকড়া চুলের মেয়েটি। অপর যুবতী বলে, কিন্তু ক্যাথি যেমন বলেছে, এ লোকটি তার চেয়ে সুন্দর।

ক্যাথির কণ্ঠে অভিমান, আমি তোমাদের কোনকিছু বিশ্বাস করতে বলিনি।

আমার চোখ কান বিস্মিত। সুঠাম পায়ে ক্যাথি হেঁটে যাচ্ছে কাঠের ডেক-এ নগ্ন পায়ে। ফুলবিহীন চুলে তার সৌন্দর্য বুঝি আরো পল্লবিত।

ক্যাথির অভাবিত আগমনের সত্যি খুব প্রয়োজন ছিল। যদিও মনে হয় ক্যাথি শত্রুপক্ষের স্পাই।

জাহাজে ভিড়লো এক পেট্রলবাহী নৌকা এবং নৌকা থেকে নেভী অফিসার ক্রুসাইন রিচার্ড অনুমতি নিয়ে আমাদের জাহাজে উঠলো।

কাহুলাউই-এর যে অংশে আমরা আছি জায়গাটা সাধারণের নিষিদ্ধ। মেয়েদের অবস্থাটা ভালোভাবেই সামাল দিল। ক্যাথির স্বচ্ছ পোশাকের আড়ালে তার দেহবল্লরী পরিস্ফুট। ক্যাথির দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দৃষ্টি সরিয়ে নেভি অফিসার বলল, জাহাজের তল্লাসি নেওয়া হবে। সমুদ্রবক্ষে কতগুলো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। গণ্ডগোল খুঁজে বের করতেই আমরা এসেছি। হাওয়াইবাসি বলে তার মধ্যে আমরা পড়ি?

হতেও পারে। তোমরা সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে এসে পড়েছো। পুরো জায়গাটা ভরে গেছে বিস্ফোরক গোলাগুলিতে।

কিসের গোলাগুলি? বিস্মিত বড় বড় চোখে ক্যাথির প্রশ্ন।

বোমা মাই ডিয়ার। আমরা শুধু একবার নীচে যাবো। নিয়মানুযায়ী তল্লাসী সেরেই ফিরে আসবো। তারপর তোমরা যেতে পারো। আচ্ছা তোমরা কোথা থেকে আসছো?

হাওয়াইবাসি জানায়, মাউই। ক্যাথি বলে মোলোকিনি। অন্যান্য মেয়েরা, কেউ বলে হনলুলু, কেউ বলে ওয়াহু।

কুঁচকে তাকায় অফিসার। ক্যাথি দ্রুত সামলে নেয়। ওহে আমরা ওয়াহু থেকে আসছি। ভেবেছিলাম মোলোকিনিতে কদিন কাটিয়ে তারপর যাবো মাউই।

ও তাই নাকি। তাহলে মোলোকিনিতে ক'দিন কাটিয়ে তারপর যাবে মাউই। এখন তোমাদের কেবিনগুলো দেখতে দাও। যাতে সময় নষ্ট না হয়। তোমাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে পারি।

সম্মতির হাসি হেসে ক্যাথি আমন্ত্রণ জানায়। ক্যাথির পিছু পিছু পোষা কুকুরের মতো সে কেবিনে গিয়ে ঢোকে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমি ওপরে উঠে আসি।

সামান্থা বলে, আশাকরি, এখন আমরা মোলোকিনি যেতে পারবো।

আমি বলি, কেন? মোলোকিনি নিয়ে কি হল?

অন্য চিনা মেয়েটি যার নাম লিলি, সে বলে, না। সেখানকার সমুদ্র সৈকত খুব ছোটো।

বলেই মেয়েটি হাসল, সেই হাসিতে ফুটলো তার মিষ্টি সৌন্দর্য। কিন্তু তুমি যদি সেখানে যেতে চাও টেরি আমরাও যাবো।

আমি বলি, বুঝতে পারছি না। তোমরা ঠিক কোথায় যাচ্ছো?

অনুযোগের সুরে লিলি বলে, ক্যাথিই তো আমাদের পথ নির্দেশ দিয়েছে।

সে কি বলেছিল, আমি এখানে আছি।

ঘটনাটা এরকম আমরা শুনেছি, ক্যাথি প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে। তাই উত্তর সীমান্তের সৈকতগুলি দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বিমান বন্দরের কাছাকাছি তীরে—

আমরা দেখলাম নেভীদের নৌকা ছেড়ে দিল। অফিসার চলে যাচ্ছে। মেয়েরা হৈ চৈ করে উঠল। সামান্থা বললো, অফিসারকে আর কিছুক্ষণ থাকতে বললি না।

ক্যাথি রাগতস্বরে বললো, তোমাদের কাছে তো কোকাকোলা ছিল তোমরা ওকে একটা দিতে পারলে না? নাকি ভুলে গিয়েছিল?

লিলি বলে, তুমি কি ভালো! তুমি আমাদের বাঁচিয়েছিল।

অ্যাঁ বাঁচাইনি? ক্যাথি চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর চলে যায় কেবিনে। সামান্থা এক বোতল শ্যাম্পেন ছুঁড়ে দেয় ওর গন্তব্যপথে। মোলোকিনিতে জাহাজ ভেড়ে। মাউই ও কাহুলাউইর মাঝে বিচ্ছিন্ন এখন বালির দ্বীপ। বাতাস বইছে, অপরূপ জলরাশি। তীরে এসে ভাবলাম ক্যাথিকে বলি চলো একটু ঘুরে আসি। কিন্তু সে যে কেবিনে গোঁসাকরে খিল দিয়েছে। অগত্যা আমায় একাই যেতে হবে।

এই ভীড়ে অসহ্য লাগছে। তাছাড়া ফিল্মটা ডেভালপ করা দরকার।

দেওয়াল জুড়ে বিপুল অ্যাকুয়ারিয়াম। ক্যাথি শুয়েছিল চৌকিতে।

আমায় দেখে বললো, দুঃখিত টেরি। তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

আমাকে অনুসরণ করো কেন?

তোমার জন্য ভয় হয়। তুমি যখন সৈকত ছেড়ে গেলে, তখন তাড়াতাড়ি আমি বুঝেছিলাম, কিছু গোলমাল হয়েছে।

কি করে জানলে আমি কাহুলাউই যাচ্ছি?

আমি জীপে তোমায় ফলো করে বিমানবন্দর পর্যন্ত গেছি। সেখানে তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তোমার বন্ধু আইল্যান্ডের বাতাসের গতিবিধি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছে।

অমনি তুমিও বেরিয়ে পড়লে?

শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছিল, তুমি কোনো ঝামেলায় পড়েছো। তাই এদের সঙ্গে নিয়ে তোমায় ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলাম। ক্যাথি কৌচের নিচে হাত ঢুকিয়ে আমার ব্যাগ বের করে আনলো। ব্যাগের মাথার বোতাম টিপলেই ভেতরের অস্ত্রশস্ত্র উন্মোচিত হল। ক্যাথি আবার বললো—

ঠিক এইজন্যই আমি ওদের এ জায়গায় পুরোপুরি তল্লাসি চালাতে দিইনি। আমি অবাক। এ অস্ত্রগুলো তুমি কোত্থেকে পেলে?

রিচি কুইনটারের নাম কখনো শুনেছো?

না।

ব্রিটিশ গায়ক। গত দু'বছর তার সঙ্গে কাটিয়েছি।

সে কি করে পেল আমার ব্যাগ?

সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় সে, ড্রাগ থেকে সোনা সবকিছুই চোরাচালান করে। কাষ্টমস-এর কাউন্টার থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। আমি তাকে ছেড়ে এসেছি। ভেবেছিলাম, নৌকাবিহার অনেক কম ঝামেলার কাজ। এখনো এই নিয়েই আছি। তোমার মত ভয়ঙ্কর বদমাইসেরা আমাকে সবসময়

কি—তা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।

মাথা নেড়ে আমি কাছে আসি হাত বাড়াই।

না না। ক্যাথি পেছনে সরে আসে। এখন নয়, এখন আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

ঠিক আছে।

ক্যাথির কথায় গভীরতা আছে। চাইনিজরা সত্যি ভালো। সে মিথ্যে বলেনি—রুখে যাওয়া টেরিগিলিয়ামের প্রেমে পড়েছে সে। সে মিথ্যা বলেনি—আশ্চর্য! আমি ভাবলাম থাক। তার এই মিথ্যে ধারণা ভেঙে দেবো না। যতই হোক হারানো অস্ত্রগুলো ফেরৎ পেয়েছি। তাছাড়া কাহুলাউই থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যও আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। করিডোর দিয়ে হাঁটছি। নিজের কেবিনে লিলি তালা দিচ্ছিল। যাবার পথে আমার শরীর তার নিতম্ব ছুঁয়ে যেতে সে আমার পশ্চাতে ঠেলে দেয়। অস্বীকার করবো না আমিও সামনে চাপ দিয়েছি। লিলি বোঝে যৌন সংকেত। চোখে চোখে কথা হয়। তার নোখ আমার কাঁধে খামচে ধরে। সারা দেহে মৃদু শিহরণ বয়ে যায়। লিলি এখন মন নয়, আমার শরীর পেতে পারে অক্লেশে। পরে সে কি ভাববে না ভাববে তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।

লিলির কেবিনে ঢুকে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিই।

সেই চিরন্তর ইভ-আদম হয়ে যাই আমরা। কামনার আপেলে মুখ রেখে মেতে উঠি যৌন খেলায়।

খুব শীঘ্র আমরা দক্ষিণের সমুদ্রতট লানাই পৌঁছে যাই। জিনিসপত্র নামিয়ে সমুদ্রতটে এসে এয়ারপোর্টে যাবার গাড়ি খুঁজি। ক্যাথি ও লিলি এখনো কেবিনে। সামান্থা আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। সামনে একটা জিপে আসছে। আমি হাত দেখাই। তরুণ দম্পতি আসছে ক্যানসার থেকে। ওরা আমাকে দয়া করে পৌঁছে দেয় এয়ার পোর্টে। কিন্তু কপাল মন্দ। এখন কোনো প্লেন নেই।

পরবর্তী হাওয়াই জেট ছাড়বে আগামীকাল দুপুরে। যে করেই হোক এখান থেকে এক্ষুণি পালাতে হবে। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলাম। গন্তব্য কাউলামাপুই-র বন্দর। বন্দর পৌঁছতে সময় লাগে না। তীর থেকে দেখা যায় বড় বড় জাহাজ, ছোট রণতরী। এছাড়া অসংখ্য প্রমোদ তরীও আছে।

জলের সীমান্তে দেখা গেল সামান্থা ও লিলি অঙ্গভঙ্গি করে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। ছোট ছোট ডিঙির ভীড়ে ওদের প্রমোদ তরীটি আটকে পড়েছে।

সারাদিনের ক্লান্তি মুছিয়ে দেয় সূর্যাস্ত। সহসা ইচ্ছে হয় জলে নেবে যাই। ধরে আনি জিমি চান-কে। তারপর ফিরে এসে কোনো একদিন অবাধে সূর্যাস্ত দেখবো। ট্যাক্সি থেকে নামতেই দেখলাম দুই বিহ্বলা রমণী এদিকে আসছে। সামান্থা ও লিলি।

ভারী মনোরম বিকেল।

বন্দর সীমান্তে মেয়েরা চীৎকার চেঁচামেচিতে হাট বসিয়ে দিয়েছে। আমি মনস্থির করেছি গিলিয়ামের গাম্ভীর্যে ঢুকে যাবো। এই সব বালখিল্য চপলা মেয়েদের খুশীমত নৌকা নিয়ন্ত্রণ করতে দেবো না।

লিলি আমাকে জানিয়েছে যে হোউই উপকূলে নেটিভনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ক্যাথি চলে গেছে। সামন্থা এখনো আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে যতদূর সম্ভব আমরা ডেকে উঠে একটু অন্তরাল খুঁজে দুই সুন্দরীর গলা আদরে জড়িয়ে ধরি। এবং যুযুৎসুর সামান্য প্যাচে ওদের দুজনকেই ঘুমের জগতে পাঠিয়ে দিলাম। ডেক-এর পাটাতনে ওদের ফেলে রাখলাম। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু ওদের শরীরে লাগুক। ইতিমধ্যে নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকি। পূর্ব এ পশ্চিম মাউই-এর মধ্যবর্তী মালাইয়া অভিমুখে নৌকা ভাসাই।

নৌকা প্রতিযোগিতায় খেলাকে ক্যাথি বেশ জটিল করে তুলেছে। যদি সে মাউই-এ কোনো ফাঁদ পেতে থাকে, আমি ঠিক ধরে ফেলবো। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। টের পাচ্ছি একজন মানুষ অথবা কারো কটবুদ্ধি আমার বিরুদ্ধে দুর্বৃত্তদের লেলিয়ে দিচ্ছে।

মালাইয়াতে নৌকা ভেড়ালাম। লিলি ও সামান্থকে কেবিনে পুরে বন্ধ করে দিলাম। ডেকে ফিরে

এলাম। চারদিক ভাল করে দেখে নিলাম। সব ঠিক-ঠাক আছে। এখান থেকে তীরে পা রাখতে দু মিনিট। তারপর একটা ছবির দোকান খুঁজে নেওয়া সহজ। জাপানী মালিক আমাকে তার দোকান খুলে দিতে রাজি হল না। কাঁচের জানালা দিয়ে কারেন্ট নোট দোলাতেই তার মত পরিবর্তন হল। আমি বোঝালাম, আধঘণ্টার জন্য তাকে ডেভলাপের কাজে ছেড়ে দিতে হবে। ততক্ষণে আমি আমার ফিল্ম রোল প্রসেস করে নেবো। নিজেই। আশা করি ববির ছবিতে নতুন কিছু পাবো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে এনলার্জারে দারুণ ছবি পেলাম।

প্রথম ছবিতে কাউকেই-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধরা আছে। উইমিয়ার কাছাকাছি এক উচ্চভূমিতে রাখা আছে বজরা। সেখান থেকে নিচে, মোটর বোটে মাল খালাস করা হচ্ছে।

আরেকটা ক্লোজ আপ দেখা যাচ্ছে। মোটর বোট ঐ স্থান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথমা শের ছবিগুলো এখানেই শেষ। পরের ছবিগুলোর একটাতে বজরার অবস্থিতি ধরে রাখা আছে। অপর ছবিতে দেখা যাচ্ছে মোটর বোট বিপরীত দিকে ফিরে যাচ্ছে। লিহাউর উপর বিস্তির্ণ ফাঁকা পিনাউ-এর ল্যান্ডস্কেপ—বহুদূর থেকে তোলা। জায়গাটা দেখছি—ডাকু রবিনসন পরিবারের অবাধ ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নিষিদ্ধ জনতার কিয়দংশ এখানে ঘাঁটি গেড়েছে, যাদের আরপিত নাম নিষিদ্ধ দ্বীপ।

মোটরবোট তথা লঞ্চ আরোহী হাওয়াই বাসীদের ফাঁড়ির আড়ালে লঞ্চটি লুকিয়ে রাখতে। জায়গাটা যে রাস্তায় মিশেছে তা এক সময় চিনি তৈরীর কারখানা ছিল। প্রচুর গাছ, পাশে ঢালু প্রদেশ। বিস্তর বাঁশের স্তূপ জড়ো করে রাখা। এস্থানে এক গোপন আচ্ছাদন। দেখা যাচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে এক্ষুণি ঐ আচ্ছাদন ছিঁড়ে ওদের গুপ্ত কর্মকাণ্ডের মুখোশ খুলে দিই। জাপানী দোকানদার এমন সময় দরজা ধাক্কিয়ে জানান দিল—আধঘণ্টা হয়ে গেছে। তখন নৌকায় ফিরে আসি এবং দেখে নিই আমার অস্ত্রশস্ত্র সব ঠিকঠাক আছে কিনা। দেখতে পাই ড্রয়ারে রাখা আমার জিনিস পত্তর সব তছনছ। এমন কি নৌকাটিও। সম্ভবত এই জন্যই পয়েন্ডেক্সচার ওয়াই কি কির সেফ হাউসে আমার জন্য আরেকটি নৌকা মজুত রেখেছে। তাড়াতাড়ি আমি প্রতিযোগিতার আসরে ফিরে আসি। ছবির দোকান থেকে পাওয়া খবরের কাগজটা খুলি। প্রথম পাতায় খবর—ববিকে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যান্য উদ্যোক্তারা একত্রে প্রতিযোগিতা পিছিয়ে। নেওয়ার উদ্যোগ করেছে আপাতত এই বয়কট প্রতিযোগিদের উৎসাহিত করেছে। দ্বিতীয় খবরের প্রকাশ—পাহাড়ে ওঠার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মাইদা চানের। আমি অবাক হতাম যদি সত্যি খবরটা বেরুতো। আমি কাগজে মগ্ন হয়ে যাই, যতক্ষণ আমার প্রবেশ ঠিক সেরকম যেমনটি ববির ছবিতে আছে। ছবির মতই সাদা মোটরবোট কূলে ভিড়ছে। ওরা যদি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় চ্যানেলের উপরে আমাকে দেখতে পাবে আমি তীরের দিকে এগিয়ে যাই, ফাঁড়ির কাছে ওদের নজরে পড়ার আগেই পৌঁছে যেতে চাই। মোটরবোট তখনই আমার দিকে আসতে থাকে। একলাফে তীরে উঠি। এক হাঁটু কাদায় পা ডুবে যায়, সৃষ্টি হয় আরেক প্রতিবন্ধকতা। অনতিদূর হাট থেকে হাওয়াইবাসীদের গান ভেসে আসে, সন্তর্পণে এগিয়ে যাই হাটের দিকে। একদঙ্গল বুড়ো গান ধরেছে। ধর্মীয় সঙ্গীত। স্নিগ্ধ বাতাসে আমি কোনো সাদা চামড়ার মানুষ দেখা যায় কি না।

এরা সাধুসন্ত গোছের লোক। এখনো প্রাচীন কুসংস্কারে আবদ্ধ। চলতি ধারার সঙ্গে মিশে যায়নি। হাটের দেওয়ালে ঝুলছে নানান অস্ত্র—এগুলো কিন্তু ধর্মীয় অঙ্গ। কাউকে হত্যার জন্য নয়। দলপতি, অল্পক্ষণ পরেই গা থেকে খসিয়ে দিল কাপড়ের আবরণ ওহিয়া গাছে কাঠের মোলায়েম তক্তাপোষে গাছ-পালার মাদুর তার আসন। সেখানে রাখলো তার আসন। লাল ও সোনালী পালকের লম্বা গোলাকার শিরস্ত্রান। জণকণ্ঠ উচ্চগ্রামে উঠে শেষতারে বাঁধা পড়ছিল। এবার ক্লাইমেক্স।

হঠাৎ বিস্ফোরণ। ভেঙে গেল জনসমাবেশে। কী দুর্ভাগ্য মোটরবোটের আরোহীরা আমার নৌকা দেখতে পেয়ে গেছে। এবার ওরা আমাকে মারার জন্য হয়তো গোটা জায়গাটাই উড়িয়ে দেবে। আমি পালাবার আগেই দলপতির নজরে পড়ে গেলাম।

কঠোর পরিশ্রমী মানুষগুলো এখন মাতাল। হাতের মুঠোয় পেলে আমায় শেষ করে দেবে সন্দেহ নেই। ওরা ভেবেছে আমার উপস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে ওদের দেবতা কোনে ইঙ্গিত পাঠাচ্ছে।

এক ঝটকায় গোপন স্থান থেকে ডান হাতে এসে গেল আগ্নেয়াস্ত্র। বাঁ হাতে ঝটতি বের করে নিলাম ছুরি। ছোটখাটো পাথর ডিঙিয়ে পথ খুঁজে পেলাম। কিন্তু সামনে যে লম্বা ধূসর চুলের মানুষটি। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। হাতে হাতুড়ি। আঘাত হানলো, সহজেই এড়ানো গেল সেটা। আচমকা বুড়োকে দিলাম মোক্ষম দাওয়াই, ইশ। অতটা খারাপ ভাবে মারতে চাইনি। শুধু তাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

পেছনে বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ। মোটরবোটের আরোহীরা এদিকে ছুটে এল চোখ বড় করে। হাঙর-দাঁত যেই পেছন দিকে চেয়েছে, অমনি আমি তার কানের পিছনে গুলি ফুঁড়ে দিলাম সে তৎক্ষণাৎ পড়ে গেল। যদি বাকি সঙ্গীদের নিয়ে বুড়ো লড়াইয়ের জন্য ঘুরে দাঁড়ায় তাহলে আমার পথ পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় নৌকাটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আমার গন্তব্য এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। নোংরা কর্দমায় রণ-পা ফেলে আমি দৌড়বাজের মত ছুটতে থাকি। এরপর আমি জানি ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো চুঁইয়ে পড়বে। বাদামী সবুজ ডাল পালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বইবে বাতাস। সমুদ্রতীর থেকে ধেয়ে আসবে ঘণ্টায় কুড়ি কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। জমায়েত পনেরো বিশ ফুট দীর্ঘ বাঁশগুলো পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়বে তরোয়ালের মত।

ডালপালার সারির নিচে মেদুর জ্যোৎস্নায় এখন আমার চোখ সয়ে গেছে। আমার মাথা লক্ষ্য করে সশব্দে ছুটে আসছে রূপোলি ধাতব কোনো বস্তু। গুলির কোনো শব্দ পাইনি। নিজেই গড়িয়ে পড়ি এবং ইঞ্চি ইঞ্চি করে গড়াতে থাকি। লোকটা দুম করে কাছে এসে পড়তে আগ্নেয়াস্ত্র তোলার সময় পাই না। সে দ্বিতীয় বার আঘাত হানার চেষ্টা করে এবং মুহূর্তের অমূল্য সময় নষ্ট করে।

দ্রুত এক পাশে সরে এসে তার দুই পাঁজরের মাঝে ছুঁড়ে মারি ছুরি। রক্তাক্ত মানুষটা ধপাস করে পড়ে যায়। ছুরিটা টেনে নিয়ে এক লাথি মেরে তাকে দূরে ফেলে দিই, দেখি বিস্ফোরক বস্তুটি জলে পড়ে আছে। মাথার ওপর দিয়ে এসে পড়ে এক ঝাঁক গুলি। মোটর বোটের পেছনে আচ্ছাদিত স্থান থেকে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগানের গর্জন ভেসে আসে।

ঐ দিক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ি। এবং সেই সঙ্গে বিস্ফোরক পদার্থটি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দিই। ব্যস্, এবার প্রথম প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার। পেছনের জঙ্গলের লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফের বন্দুকের গুলি। পেছনে একটা গুলি ছুঁড়ে সামনে ছুটে যাই।

এক এক, এক হাজার, দুই এক হাজার এভাবে ৩৫ সেকেন্ড পর্যন্ত গুণে যাই, তারপর নেবে আসি। এখন আমি নিরাপদ। মুখ অন্ধকারে রেখে আরো দু-মুহূর্ত সময় কাটাই। কিন্তু একি? বোমাটা যখন ছুঁড়ি তখন ফিউজ স্থানচ্যুত হয়ে গিয়েছিল? ফাটছে না কেন?

দ্বিতীয় প্রতিরোধ উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে এন্তার গুলি বর্ষিত হয়। তারপরই বোমাটি ফাটে এবং আমার মাথায় পরিষ্কার হয়ে যায়। চোখ দুটো নাতোরদামের ঘণ্টার মত নাচতে থাকে।

বাঁশের জ্বলন্ত টুকরো চাঁদের দিকে উড়ে গেল রকেটের মত। উড়ে গিয়ে ফের নিচে এসে পড়ল ঐ ঘাটির ধাতব ও প্লাস্টিকের চালে। মাথা তুললাম যখন, দেখি বাঁশ ঝাড় লণ্ডভণ্ড। যেন প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে যে যেদিকে পেরেছে বিভিন্ন কোনে বিভিন্ন আকারের পড়ে আছে। পেছনে চিনির পাত্র গুলোতে আগুন জ্বলছে, যেন কত বছর ধরে জ্বলছে এই নিঃসীম আগুন। ওপরে ওঠার চেয়ে নিচে নামার পথটাই বুঝি সহজতর। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিই। হাটের নিকটবর্তী সীমান্ত রেখার কাছে মোটরবোট নোঙর করা। ছোট্ট বন্ধনের এক কোণে রয়েছে এক জোড়া কামান। হাট থেকে মাঝে মাঝে নানারকম বন্দুকের বিভিন্ন গুলির আওয়াজ কানে আসছে। চক্রান্তকারীরা চোরা পথে পাহাড়ে উঠে আসছে। দেখতে পাচ্ছি ওরা ফাঁড়ি পেরিয়ে গেল।

যুব বিদ্রোহীর দল পুরোনো পথ ধরে হাট থেকে ফিরে আসছে। অদৃশ্য পথে গুলি ছুঁড়ে বুড়োকে দেখাতে দেখাতে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা ভেবেছে আমি বোধহয় মৃত।

এই রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ ধরি। পাথুরে কাঁটা বাহুতে বেঁধে, তথাপি ছুটে চলি। তারপর বাঁশঝাড়ের পেছনে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকি। ওরা তিন হাওয়াই বাসী আমার পাশ দিয়ে অকুস্থলের দিকে চলে গেলে আমি ফের ছুটতে থাকি।

এইতো গুপ্ত ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আর বারো গজ দূরে নিচে জলে বাঁধা মোটর বোট। একজন সান্ত্রী বোট পাহারা দিচ্ছে।

তার বন্দুকের নলটা দৃশ্যমান। তাল গাছের পাতা জায়গাটা ঢেকে রেখেছে। তার একটিতে বাঁদরের মত উঠতে থাকি। সামান্য ঝাঁকুনিতে একটা তাল পড়ে যেতে পারে। আর তাহলেই আমার অবস্থিতি ওরা টের পেয়ে যাবে। হাল্কা বাতাস বইছে, তাল গাছের মাথায় যখন পৌঁছালুম মনে হল ঘরের মতই নিরাপদ।

সান্ত্রী বোটের ওপর ভারী স্থির ভঙ্গিতে শুয়ে। ধৈর্যই একজন স্পিনারের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। তার পরে পর্যবেক্ষণ। আমি বন্দুকে ফের নিশানা লাগাই। মাত্র একটি বুলেট তার বাম চোখ ভেদ করে মাথার খুলি ফুটো করে উড়ে গেল। ডেক-এ মাথার ঘিলু সমেত রক্তাক্ত তরল ছড়িয়ে পড়ল।

সমুদ্রতীরের পাহাড়ে পা দিতে তূর্যনাদ বেজে উঠল। এই ধ্বনি ট্যুরিস্টদের আকর্ষণের। পাহাড়ের খারাই রেখে উঠতে পাঁচ রাইফেলধারী ঘিরে ফেললো। মাথার ওপর হাত ভাঁজ করে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করি। লক্ষ্য করলাম আমি যেমন ওদের কাছে ওরা তেমন আমাকে ভীষণ সচেতন ভাবে ট্রিট করছে।

ওদের মুখে মুখোশ। কেউ কোনো কথা বলছে না। শুধু মাত্র বন্দুকের নলের ইঙ্গিতে—ওরা আমাকে বেঁধে ফেললো এবং আপাদমস্তক ঢেকে দিল।

আমি পালাবার পথ খুঁজছিলাম।

আমার চোখ বেঁধে গাড়িতে অনেকটা রাস্তা নিয়ে যাওয়া হল। অতঃপর এক স্থানে থেমে রুক্ষ হাতগুলি আমাকে স্ট্রেচার থেকে নিচে নামাতে থাকলে। এরপর কিছুদূর নৌকাযাত্রা। যখন আমাকে নামানো হচ্ছে জলের কলস্বরে মনে হল এটা হয়তো সেই খাঁড়ি, যেখানের ছবি তুলে ববি আমাকে দেখাতে চেয়েছিল। হাড়ে কন্‌কনে শীতল স্পর্শ? স্ট্রেচারে বাঁধা। শুয়ে আছি। সময় ধীরে বয়ে যাচ্ছে। কোনো চেষ্টাতেই এখন মুক্ত হতে পারবো না। অতএব চুপচাপ শুয়ে আছি।

অন্ধকার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, মিস্টার গিলিয়াম। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে কি আপনি প্রস্তুত।

উত্তর দিই, প্রস্তুত। তার আগে আমাকে মুক্ত করুন। এখানে আমি যে পিষে যাচ্ছি।

ঠিক আছে, ওর বাঁধন খুলে দাও। কণ্ঠস্বর আদেশ দেয়, কিন্তু ঢাকা খুলো না।

এইই চোখের পট্টি খুলে দাও।

বেশ ওর চোখের বাঁধনও খুলে দাও।

এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। খাঁড়ির ভেতরের একদিকে কিছু বাক্স—যেমন ছিল নিহাউতে। কণ্ঠস্বর বলে, প্রথমে বলুন গিলিয়াম সত্যি আপনি কে?

তার মানে? বোকার মত প্রশ্ন করি। হাওয়াইর লোকটা ছোট কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আমার রগে সজোরে মারলো, লেগেছিল সপাটে, তবে আমাকে ফেলে দিতে পারেনি। অন্ধকারের কণ্ঠ বলে।

আরেকবার বলি, আমি জানি আপনি শুধুই নৌকা চালক গিলিয়াম নন। আপনি কে?

অন্ধকারে ছিল মানুষটার মুখ। নইলে সে মুখে দেখা যেত কঠোরতা। হয়তো আমি তাকে দেখেছি সার্ফ হোটেলে, হয়তো বা সমুদ্রতীরে। হাতে একটা ক্লু পেলাম তাহলে এই নৌ প্রতিযোগিতা সত্যি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওরা আমাকে যতই ঘাঁটাক আমি ভান করবো যেন হাতের সব তাসই আমার কাছে আছে। কাঠের হাতুড়ি ফের আঘাত করলো।

বললাম, বেশ। হাওয়াই পঞ্চাশ এর সদস্য আমি। আমি সি. আই. এ।

খুব ভালো। আচ্ছা আপনি কি জানেন আপনি কোথায় এসেছেন?

চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলি আলবাৎ। উইয়ামিয়ার ফাঁড়িতে আপনাদের বেড়াজালের মধ্যে। বাস্তবিক আমাকে একজন লক্ষ্য রাখছে এবং সেই একজন এই ফাঁড়ি আপনাদের শুদ্ধু উড়িয়ে দিতে পারে।

চীৎকার করে ওঠে কণ্ঠস্বর, ওর অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা কর। আমি সুযোগের অপেক্ষায় আছি। লোকটা আর অনুচরেরা হঠাৎ একটা ভুল করে বসলো। আতঙ্কিত চোখে ওদের একজন আমার গ্যাস বোমাটি নিয়ে গেল। লোকটা বললো, আমি ভাবতে পারিনি এত বড় ট্রান্সমিটার হতে পারে! ভেবেছিলাম ওটা একটা বোমা। আর তাই এ নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। যাক আর

প্রশ্ন করতে হলো না।

লোকটা মুখ ঢাকতে চেষ্টা করছে, অনুচরেরা এতো দ্রুত কাজ করছে যেন ছুটছে। পেটিগুলি তুলে ওরা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ফের বলে, আপনাকে খুন করার আগে আপনার কিছু বলার আছে মিষ্টার সি. আই. এ?

উত্তর দিই, আপনার ভুঁইফোঁড় গ্যাস তৈরীর এই শেষ চালান। এই খাঁড়িতে আপনার সংগঠনের এই সব সভ্যরাই শেষতম মানুষ। আপনারা প্রস্তুত হন। বিষাক্ত গ্যাস তৈরী করা বন্ধ করুন। আসুন এক সমঝোতা করি।

খ্যাপা কুকুরের মতই দাঁতে দাঁত ঘষলো হাওয়াই লোকটা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই লোকটাকে আমি দলীয় শীর্ষস্থান থেকে গারদে পুরে দিতে পারি। নোংরা কাজের মানুষ, কিন্তু এখানে সে দলছুট। আমি তাকে যথাসম্ভব উত্তেজিত করে কথা বার করে নিতে চাই।

আপনারা কেবল ধরা ও মারা ছাড়া আর কি করতে পারবেন? তাছাড়া আমাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

না। আপনাকে দেবো যন্ত্রণাহীন মৃত্যু। সেই আপনার শাস্তি।

এ সময় একজন তাকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, না না প্লিজ এখনই খতম করে ফেলা যাক।

হাওয়াই মানুষটি পেছনে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে, বোট-এ আরেক পার্সেলের মত কাকে যেন তোলা হল।

আমরা খাঁড়ি দিয়ে অনেকটা হেঁটে উইমিয়ায় এসে নৌকায় চড়ি। একসঙ্গে বিস্তর মানুষ ও কাঠের বাক্স বোঝাই ছোট নৌকা। সবাই যাবার জন্য ব্যস্ত। নির্দেশ পেতেই নৌকা চললো সমুদ্রাভিমুখে। নৌকার বা মোটর বোটের ভার হাল্কা করার জন্য দুজনকে সাঁতরে ফেরৎ পাঠানো হল। কটি নির্দিষ্ট বাক্স জলে ফেলে দেওয়া হল। আমার বোমাটি পথে নিক্ষিপ্ত হল এবং আমাকে নৌকায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। লোকটা দেখতে যেন হুবহু আগেকার সময়ের আয়রণম্যান। আমাকে মস্ত ধাঁধায় ফেলে দিল। খুব তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট খাঁড়িতে পৌঁছে গেলাম আমরা। লাভার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। জলে আমাকে ঘিরে রেখেছে। হাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল। ঝুলন্ত আমি অর্ধেক জলের নিচে অর্ধেক ওপরে বড় অসহায় লাগে। ঢেউ মাঝে মধ্যে আমাকে এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে আছড়ে ফ্যালে। উঁচু থেকে শয়তানরা বলে এবার কেমন লাগছে। ওরা মাঝে মাঝে দড়ি ধরে ঝাঁকাচ্ছে। আমি সারা দিচ্ছি না। একবার মনে হয় দড়িটা পাহাড়ের ঘষা লেগে বোধহয় ছিঁড়ে গেল। কিন্তু না দীর্ঘকালের জল বয়ে যাওয়ার গহ্বরের ওপরের টিউব পাহাড়টি ধার গুলো বেশ পিছিল হয়ে আছে। না, কোনো আশা নেই। তৃতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা সামলে উঠতে পারলাম না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলুম। এবার দড়ি ধরে ঠেলে আমাকে জলের সামান্য ওপরের দিকে বন্দুক তাক করে ট্রিগার টিপলো। ৯ এম এম গুলি দড়িতে লাগলে দড়ি ছিঁড়ে জলে পড়ে গেলাম।

এতক্ষণে বুকভরা শ্বাস নিলাম।

সাঁতার কাটতে শুরু করলাম গতির বিপরীতে। যদি জলের ধাক্কায় একবার পেছনে সরে আসি ঐ হাওয়াই লোকটা এবার চূড়ান্ত গুলিটি সাফল্যের সঙ্গে ছুঁড়বে।

পাথরের গায়ে কালো গহ্বর জলে ভরা। তার ভেতরে সাঁতরে ঢুকি। জলের ভেতরে অন্ধকার সুরঙ্গ দিয়ে হঠযোগে অভ্যস্ত আমি প্রায় পাঁচ মিনিট শ্বাস বন্ধ করে সাঁতরে চললাম।

এবার শ্বাস না নিলেই চলছে না। সামনে বন্ধ পাথুরে দেওয়াল। আপ্রাণ শক্তি দিয়ে ঠেললাম। পাথর সরলো। কিন্তু সেই জলের ভেতরে সুরঙ্গের শেষ দেখতে পাচ্ছি না। বেরোবার পথ কোথায়? পাগলের মত হাতড়াচ্ছি। ঢেউ এসে তীব্র গতিতে আমাকে রকেটের মত সামনে ঠেলে দিল। অবশেষে জলের ওপর মাথা তুলতে পেরে বুক ভরে অক্সিজেন গ্রহণ করলাম। বিস্তীর্ণ পাথরের ওপর পথের রেখা। কানে আসছে মানুষের গুঞ্জন, কী আশ্চর্য! সেই হাওয়াই-এর লোকগুলো। ওরা আমাকে পালাতে দেখেছে, ওরা আমাকে এভাবে ছেড়ে দেবে কেন? জলের নিচ পাথুরে ফাটলের সুরঙ্গের কথা ওরা নিশ্চয়ই জানতো আর এদিক দিয়ে আমি বেরুতে পারি ওরা আন্দাজ

করে নিয়েছিল।

ছুটে পালানোর বদলে আমি ওদের কণ্ঠ অনুসরণ করে এগুলাম। আত্মগোপনের বহুবিধ উপায় আছে। শত্রুর সামনে লুকানোর চেয়ে পেছনে লুকিয়ে থাকা ঢের ভালো।

বহুদূর নিচে ফ্ল্যাসলাইট কাকে যেন খুঁজছে। আমি বেড়ালের মত এদিক ওদিক সরে যাচ্ছি। আমার কাছাকাছি চলে এসেছে। চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্রগতিতে লম্বা ঝাঁপ দিয়ে দলপতির ঘাড়ে পড়লাম। কিছু না হোক বন্দুক ও ছোরা ছিনিয়ে নেব। দলপতির মুখ মুখোশহীন চশমার আড়ালে চোখদুটো নির্ভিক। এক লাথিতে দেহরক্ষীকে দূরে ছিটকে ফেলে তাকে ধরলাম। তৃতীয় ব্যাক্তিটি ইতিমধ্যে কেটে পড়েছে। প্রথম লাথির চোটে বন্দুক ছিটকে গেল ও হাত ভাঙল। দলপতি নিচু হয়ে পড়তে আরেক লাথি তলপেটের কিডনী লক্ষ্য করে। এবার পর হাতটি ধরে কাঁধের কাছে এক মোচড়ে হাত ভেঙে তন্তুসহ কনুই থেকে হাতটি বিচ্ছিন্ন করে দিই। হা হা করে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে সে। মাটিতে পড়ে যায়। চোখ দুটো আতঙ্কে বড় বড়। এরপর সে আর কারো ক্ষতি করতে যাবে না।

কাটা হাতের অকেজো মুঠো থেকে টেনে নিই ছুরিটা। ওর বন্দুকটা আমার হাতে ঠিকঠাক খাপ খেয়ে যায়। এমন সময় দুজন হাওয়াই লোক এসে পড়ে। ভূপতিত দলনেতাকে আদেশ দিই, ওদের বলো—

যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে বলে, ওকে গুলি করো না।

কাস্টমের স্যুটে পরিহিত ওরা দুজন থামে। ওরা হল ভাড়াটে খুনে। ওরা আমাকে আক্রমণ করছে না তার কারণ ওরা দলপতিকে হারাতে চায় না এবং সেই সঙ্গে তার পয়সাও।

দলপতিকে সামনে ধরে ওদের দিকে ঘুরে টানেলের পেছনদিকে ফিরে যাই।

বাইরে বেরিয়ে দেখি দুটো সাদা ভ্যান অপেক্ষমান। কটির বুক পকেট হাতড়ে চাবি পেলাম না।

পাহাড়ের ওপর থেকে গুণ্ডারা বন্দুক তাক করে আছে। সুতরাং হাওয়াই দলপতিকে সামনে রেখেই দ্বিতীয় গাড়ির দিকে গেলাম। না এ গাড়িরও চাবি নেই। ক্লেদাক্ত রাস্তার ধারে তৃতীয় একটি নীল গাড়ি পার্ক করা। স্থানটি মনোরম। প্রেমিক। প্রেমিকাদের গাড়ি পার্ক করার পক্ষে দারুণ জায়গা। হলফ করে বলতে পারি গাড়িটা খানিক আগে এখানে পার্ক হয়েছে এবং সম্ভবতঃ আমাকে নিয়ে ফেরার জন্যই। তবে এই গাড়ির আরোহীরা সি. আই. এ নয় বা শত্রুও নয়।

গাড়িটাই একমাত্র ভরসা। দলপতিকে ছেড়ে গাড়ির দিকে ছুটে যাই। পিছনে ছুঁড়তে থাকি অজস্র গুলি, যতদূর সম্ভব ততদূর। গুলির শব্দে গাড়ির পেছনের সিট থেকে দুই অর্ধনগ্ন প্রেমিক-প্রেমিকা আচমকা লাফিয়ে উঠে নিচে নামে, তারপর দে দৌড় পাহাড়ের দিকে।

গুলি ছুটে আসছে গাড়ির দিকে। গাড়িতে বসে চাবি ঘোরাতেই এক ছটাক কাদা উড়িয়ে উড়িয়ে টায়ার ঘুরতে শুরু করে। চতুর্দিকে এবড়ো খেবড়ো বন্ধুর পথ। গাড়ি ছুটছে পুরানো পথ ধরে।

থরথর করে কাঁপে গাড়ি। পঁচানব্বই কি.মি. বেগে সশব্দে ছুটে চলে। চেষ্টা করেও এর চেয়ে বেশি স্পীড তোলা যাচ্ছে না। অসম্ভব শান্ত প্রকৃতির দৃশ্য। কোকি পার্ক-এ প্রবেশ করতেই গ্যাসের কাঁটা জানাল শূন্য। প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য আমার মাথাব্যথা নেই। কালালাউ ভ্যালির দিকে যাওয়া যেতে পারে, বাঁ দিকে ধোয়াশার বুনো পাহাড়ের চূড়া, তারপর গহীন জঙ্গল। ডানদিকে পাহাড়ি উপত্যকায় আলাকাই হ্রদ। সেখানে কোনো ডিঙ্গি বা ভেলা পেলে ভেসে যাওয়া যাবে।

কিন্তু পাহাড়ে উঠবো কি। গ্যাস যে নিঃশেষিত! ঘন জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি ছুটছে জলাশয়ের দিকে। তেল শেষ। ৯০ কি. মি. বেশি গাড়ি আনা যাচ্ছে না। সামনে গভীর খাদ, পত্রশোভিত। দীর্ঘশ্বাস নিলাম। কে জানে হয়তো এটাই শেষ নিশ্বাস। লাফ দিল গাড়ি। পেছনের সিট আঁকড়ে শুয়ে আছি। ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়ল। গায়ে গরম এঞ্জিনের ভাঙা যন্ত্রাংশ এসে পড়েছে। শুনতে পাচ্ছি গাড়ির তলায় অ্যাস্টিল ট্রান্সমিসন চেসিসের তলায় যন্ত্রপাতি ভাঙার শব্দ।

পেছনে ফেলে এসেছি অর্ধেক জঙ্গল। গাড়ি এসে পড়ল শীতল পুকুরের জলে। আমি ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে জলে লাফ দিয়েছি। লিলি ফুলের পাতা একটু নড়ে উঠল। এখানে গাড়ি ঢুকছে। জলে ভাসমান গাছগাছালি আমাকে খুব জোরে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বিগত দু ঘণ্টায় কোনো মানুষের মুখ

দেখিনি। সহসা ঘেউ ঘেউ ডাক। কুকুর তো নয় যেন নেকড়ের চিৎকার। কুকুরটা আমায় খুঁজছে। সম্ভবত গন্ধ পেয়েছে। আর লুকিয়ে থাকা নিরাপদ নয়। কুকুরটা ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং ভয়ঙ্কর হতে পারে। তীরের কাছাকাছি আসতে থাকি। শীর্ণ কুকুরটি আরো জোরে ডাকতে থাকে কাহুলাউইর ছাগলের মতো এই কুকুরগুলো ভারী বুনো ও বেপরোয়া।

তীরে পা দিতেই তেড়ে এল কুকুরটা। ততক্ষণাৎ ছুরি বার করে ছুঁড়ে দিলাম। পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল রক্তাক্ত অবস্থায় সে ছটফট করছে। আমার পায়ে উষ্ণ রক্ত। এসব জন্তুদের ডাক বিভিন্ন রকমের। তার অর্থও ভিন্নভিন্ন। ওরা বিপদের গন্ধ পায়। এখন ভয়েতে অদ্ভুত করুণ ডাক ছেড়েছে।

সামনে প্রশস্ত রাস্তা। সেখান দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে গাড়ি চলছে। প্রত্যেক গাড়িতে একজোড়া মানুষ। অর্ধেক নববিবাহিতা জাপানী দম্পতি। বাকি অর্ধেকে সতীর্থরা গান গাইতে গাইতে চলেছে। মূল গাড়িটা চমৎকার ভাবে সাজানো। রামধনু পোশাকের এক ব্যক্তি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুনেছি আইল্যান্ডের কোথায় আজ ওদের উৎসব কিসের জানি। শেষ গাড়িতে একজন মাত্র চালক। চেহারা আমার মতই। বুঝতে পারি ওরা সবাই নেপচুন ক্লাবের সদস্য। পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সিটের চালককে ফেলে আমি জায়গা নিলাম। ওর জামাকাপড়ে আমায় বেশ মানিয়ে গেল। তারপর এক লাথি মেরে লোকটাকে জঙ্গলে ফেলে দিলাম।

পেছনের ঝোপ থেকে তিনজন পুরুষ ও একটি কুকুর বেরিয়ে এল। তারা জঙ্গলে ফেলে দেওয়া উলঙ্গ লোকটাকে তারপর শেষ গাড়িতে আমাকে দেখে তাদের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কুকুর ডাকতে থাকলো। একজন অস্ত্র তুলেছিলো অন্যজন বন্দুকের নল নিচে নামিয়ে দিল। এভাবে গুলি ছুঁড়লে মিছিলের অন্য লোকের গায়ে লাগার সম্ভাবনা আছে। কয়লার আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছিলো খুনীদের চোখ। তালপাতা ছাওয়া প্রাচীর বেষ্টিত জায়গায় আমরা প্রবেশ করলাম। মাঝখানে পামগাছগুলিতে বসানো বিশাল মূর্তি। একদল সদস্য আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে অথিতিরা সবাই সুসজ্জিত। প্রাথমিক দেখা সাক্ষাতে উদ্যোক্তরা যাতে আমাকে সনাক্ত করতে না পারে সেজন্য সজাগ থাকি। তারপর তো খুনীরা আসবেই। শীঘ্রই সমাবেশটি জমে গেল। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে ল্যারি কোথায়?

কি, আমি বুঝতে চেষ্টা করি।

এখানে কি করতে এসেছো? প্রেম করতে?

মিথ্যে নয়।

অন্তত একটি আলিঙ্গনের বড়ই প্রয়োজন। কারণ সভার মধ্যে খুনীরা ঢুকে পড়েছে, আমাকে খুঁজছে, আমি মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরি। দড়ি সমেত আমার দেহটাকে ওর শরীরের আড়ালে রাখতে চেষ্টা করি। এবং এভাবেই মূল মণ্ডপের দিকে এগিয়ে যাই। তখন বেজে ওঠে তীক্ষ্ণ হাওয়াই মিউজিক। মেয়েটি তারস্বরে আপত্তি জানাচ্ছে। সে যখন চেঁচাতে যায় তাকে সজোরে চুম্বন করি। তথাপি সে মৃদু প্রতিবাদ জানায়। সারা পথ মেয়েটার ডান কানের পাশে মোটা আঙ্গুল ছুঁইয়ে হাঁটছি। মুখে তোষামোদ। মেয়েটিকে যথা সম্ভব উত্তেজিত করার চেষ্টা করি। এক সময় তার আর দরকার হয় না। তার জিভ আমার জিভে-ঠোঁটে চেপে ধরে। স্তনদ্বয় উষ্ণ হয়ে ওঠে। সুতীর সারং পোষাকের নিচে কামনায় থরোথরো কাঁপতে থাকে। কণ্ঠস্বর হয় রোমান্টিক ও মোলায়েম। দুর্দান্ত ছন্দে মিশে যায় দুটি শরীর। ভীড়ের মধ্যে মিশে আমরা নাচতে থাকি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে চোখ তুলে তাকাতে ফিস ফিসিয়ে বলি, তোমার সাহায্য চাই। এই ঘর ঘরে, ভীড়ে মিশে খুনীরা আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখান থেকে কি করে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারি?

জলে স্কি করার জন্য আমাদের একটা পাওয়ার বোট অর্থাৎ লঞ্চ আছে, আর প্রাকৃতিক শোভা দেখার জন্য আছে হাইড্রো প্লেন।

লক্ষ্মী মেয়ে। কোথায় আছে সেই প্লেন?

সমুদ্র পারে।

ঠিক আছে। আমাকে স্পিডবোটের চাবি দাও যাতে প্লেনটাকে পেতে পারি। এই দ্যাখো ঐ তিনজন লোক থেকে সাবধান।

বেশ। ওদের থেকে দূরেই থাকবো। আমার এক পরিকল্পনা আছে শোনো। পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে জানিয়ে ও চলে গেল চাবি আনতে। মনে পড়ল মেয়েটার নাম কি? এখনো জানি না। সবুজ চোখের ঈশ্বরী ফিরে এল চাবি নিয়ে। জনসমাগণ থেকে খুব কৌশলে বেরিয়ে এলাম আমরা। মেয়েটা চলে গেছে চাবি দিয়ে। উন্মুক্ত বালির ওপর পা ফেলে হেঁটে যাই ডকে। স্পীড বোটের কাছে আরো দুটো জলযান। লঞ্চটি বাঁধন মুক্ত করতেই খুনীদের চোখে পড়ে গেল।

দারুণ দুর্লভএক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মেয়েটির। যার কথা সব লোকেই শোনে, মানে। নেপচুন ক্লাবের এই অঞ্চলের হয়তো ওই দলনেত্রী।

একজোড়া জাপানী দলপতি জুতো ফেলে মজার দৃশ্যে যোগ দিল।

ততক্ষণে আমি লঞ্চ চালু করেছি। এর মধ্যে তৃতীয় খুনেটা তার কুকুর সহ ছুটে এল। গুলি চালাচ্ছে ব্যাটা। সমুদ্রতট ছাড়লো লঞ্চ। কুকুরটা লাফ দিল। ঘুরন্ত প্রপেলারে এসে পড়ল তার লেজ ও থাবা একবার জেগে উঠল। আর দেখা গেল না। তখনও এক নাগাড়ে গুলি ছুঁড়ছে খুনীটা।

পেছনে তাকাই। সেই সবুজ নয়না বালিকা। হাত নাড়ছে। বিদায়। তার উষ্ণ কোমল স্তনদ্বয় দুলেছে। সঠিক জায়গায় প্লেন খুঁজে পাই। নেপচুন ক্লাবের ওপর এক চক্কর ঘুরে ফিরে যাই। ইচ্ছা আছে আবার একদিন এখানে ঠিক ফিরে আসবো সবুজ নয়নার গাঢ় নয়ন গভীরে ডুব দেবো।

প্লেন উড়ছে ধীরে। রাস্তা সোজা। সহ পাইলটের আসনে দোমড়ানো দ্বিপ্রাহরিক কাগজ তুলে নিই। একজন পাইলট খুন হয়েছে। প্রতিযোগিতার খবর—গতরাতের ঝড়ঝঞ্ঝার ফলে নৌ-প্রতিযোগিতা বাতিল হয়েছে। প্লেন উড়ছে ধীরে।

যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও দ্রুততায় ওয়াহুতে ফিরে এলাম। মাকাহাতে নৌকা প্রতিযোগিতা বানচাল করা হয়েছে। ব্যাঙ্কোয়েট হলে সেজন্য মিটিং ডাকা হয়েছে।

মস্ত হলঘর। ফাঁকা। ক'ডজন ভাঁজ করা চেয়ার পড়ে আছে। ভাবলাম জায়গাটা লুকিয়ে থাকার পক্ষে দারুণ, কিন্তু স্তূপীকৃত চেয়ারের ওধার থেকে একজন মাথা তুলে আমায় দেখে কাছে এসে আলাপ জমালো।

হেই গিলিয়াম। আমি হলাম জনি অ্যাঞ্জেল। কলোম্বোর মত চেঁচিয়ে উঠল সে। যেন ব্রুকলিন বক্তৃতা ঝাড়ছে।

শুনলাম তুমি প্রায় খালি হাতে লড়ে গেছো। কোন হাওয়াই ছুঁতে পারেনি। ববি কাহানে পালিয়ে গেছে। তার কোন পাত্তাও নেই। কি নোংরা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি।

হুম, তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি।

কি করে। তোমার ভুলের শুরু নৌকায় নৌকায় ছুড়িগুলো ছেড়ে দেওয়া থেকে।

কোন ছুঁড়িগুলো? কোন নৌকা?

ওঃ গিলিয়াম...গিলিয়াম...তুমি তো ঘাঘু লোক। তুমি ঐ নৌকা ছাড়তে পারলে কি করে।

এখনো নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখলে না। বিশ্বাস করো ওরা তোমায় ফলো করছে।

তারপর ফিসফিস করে গোপনীয় কথা বলার মত করে বললো, শোনো তোমার গলার ফাঁস আমরা মুক্ত করতে চাইছি।

আমি বললাম, আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই।

গিলিয়াম খোকা। সত্যি তুমি এক চরিত্র বটে। সাংবাদিকদের স্বপ্ন। সাধারণ নাগরিকের বিস্ময়। আমরা একদিকে একসঙ্গে কাজ করছি। যাক সে কথা, শোনো অস্ট্রেলিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া আর সাউথ আফ্রিকা থেকে আমরা দল আনিয়েছি। হোটেল ভাড়া দিচ্ছি। লুয়ায়ু-র পুরো নক্সা তৈরী। এখন জেতার জন্য শুধু তোমার মত কিছু নামের দরকার।

কি করে বুঝলে তেজী তরুণদের চেয়ে এক বুড়োর নাম জয়যুক্ত হবে।

বারোজনকে আমরা বেছে খুব গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছি। আমরা লড়াইয়ের জন্য তৈরী।

সে তোমার খেলা।

খেলা নয় কাজ। এখন এখান থেকে পালাও। কাল হনুলুলু এয়ারপোর্টে ৪১ নম্বর গেট-এ সকলে দশটায় এসো।

এসে কি দেখবো? আমার প্রশ্ন।

দশটা বিরাট পুরস্কারের অর্থমূল্য। আরো বেশি পেতে পারি, সঙ্গে তুমি থাকলে। ব্যাপারটা তখনই ঠিক করবো যদি তুমি আইল্যাখে ছেড়ে আসো। নইলে ঐ পিশাচরা তোমাকে ফের ঠেলে দেবে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি এসবের মধ্যে।

ঠিক আছে পুলিশ ছাড়াই তোমাকে ওখানে দেখতে চাই।

ছাড়ো তো। আমি কারো চর নই, তাহলে আসছো তো?

যদি তুমি খাঁটি লোক হও তাহলে তোমার গাড়িটা একবার দাও। আমি অনুরোধ করি।

অ্যাঞ্জেল জবাব দেয়, সামনেই পাবে বাইক। এই নাও চাবি।

সি ইউ, ভদ্রতাবশতঃ বলি। বেরিয়ে আসি। আমার আগামী কর্মসূচী বাতিল করে দিই, তাড়াতাড়ি স্থান পরিত্যাগ না করলে আজীবন ওদের দাসত্ব করতে হবে। যা প্রচলিত সপ্রযাংশ ধারণার সঙ্গে আমার হিসেব মিলবে না। সর্বদা খ্যাতি বজায় রাখা বড় কঠিন। তাছাড়া আমার দুই ভূমিকা। কার্টার ও গিলিয়াম এবং আমার জন্য একজনই চিন্তা করে—সে বি. বি. ফিল্ডার। অ্যাঞ্জেলের চেয়ে ঢের বেশি মূল্য দিয়ে সে আমায় কিনে রেখেছে। যে পচা ডিমের গন্ধ তার ঘরে বসে বিশ্লেষণ করেছি, তারই মোকাবিলা করতে হয়েছে মাসরুম পরিদর্শন কালে। ঘটনাটা হয়তো কাকতালীয়! তবু আমার সন্দেহ হয়। ফিল্ডার গ্যাস জঙ্গলে। ফিল্ডার আমার বন্ধু। তবু সে...না। মাথার মধ্যে সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। নজরদারী যন্ত্রের সামনে দিয়ে দরজায় পা রাখি।

সামনে এসে পড়ে এক ফাঁকা বাক্স। বি.ডি.র গলা পাই—তোমার অস্ত্রগুলো এতে রাখো। আমার মনে হয় তোমার কিছু প্রশ্ন আছে।

ঠিক বলেছো বি. ডি.। বলে আমার বন্দুক ছুরি বাক্সে ফেলি। বাক্স বন্ধ হয়, সেই সঙ্গে সম্মুখের ধাতব দরজা সামান্য ফাঁক হয়। পেছনে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মত যন্ত্র দৃশ্যমান। বি. ডি. ফের বলে, ঢোকার আগে হাতল চেপে ধরবে, নইলে জীবন হানির আশংকা আছে।

নির্দেশ পালন করে করিডোরে পা রাখি। নিচের করিডোর বরাবর বিদঘুটে সব রাসায়নিক পরীক্ষাগার। যেমন সিনেমার ভয়ঙ্কর দৃশ্য থাকে আর কি।

পাগলা বৈজ্ঞানিকের কাছে পৌঁছতে দেখি চাকাওলা আর্ম চেয়ারে বসে আছে বি. ডি.। হাতে পাইপ, সুবেশ পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোকের ছবি।

তোমাকে বসতে বলেছি নিক। অবশ্য ঐভাবে তোমার দাঁড়ানো ভঙ্গি সুন্দর। তবে আমি তোমার পুরো চেহারাটা দেখতে চাই—গ্যাস বোমা সহ।

ওঃ বিস্ময়ের কারণ এটাই।

খেলছো কেন বি. ডি.।

একটু আগে তুমি সঙ্গে কি খেলা খেললে নিক? আমাকে বিশ্বাস হলো না, তোমরা তাই না?

না খোলাখুলি বলছি—তোমরা নিরেট কঠোর, তাই আমাকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দিয়েছ।

হ্যাঁ, প্রিয়বন্ধু আমরা সর্বদাই কঠোর। কিন্তু আমি নিজের কাজের কৈফিয়ৎ তোমাকে কিংবা ম্যাক কিংবা অন্য কাউকে দেবো না। আমি তো উদ্যোক্তাদের কেউ নই।

বিশেষতঃ সবই যখন বহুরঙা লাগছে।

না না। এই দ্যাখো তুমি কত আবেগ প্রবণ। কোনো বিচ্ছিন্নতার জন্য কি?

মানুষ যতক্ষণ বিপন্ন অবস্থায় বেঁচে থাকে ততক্ষণ আমি বিচ্ছিন্ন নই।

কিন্তু আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারি। এখানে এই চেয়ারে বসে কে ঠিক আর কে বেঠিক পরোয়া না করেই তোমার উদ্দাম গোলাগুলির খবর শুনে যাই।

কোনো বিবেকের দংশন নেই।

না আমি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নই। এ এক আকর্ষণীয় খেলা। অনেক খেলোয়াড় খেলছে। প্রথমে ভালো খেলছিল শেষে মস্ত ভুল করে বসলো।

ভুল?

হ্যাঁ, ওরা টের পেয়ে গেছে, তুমি সবসময় গিলিয়াম ছিলে না।

—তুমি একমাত্র তা জানো।

নিক আমি তার কারণ ব্যাখ্যা করতে চাই না। গিলিয়ামের অনেক পুরোনো খ্যাতি ছিল। যা তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রচার করে দিচ্ছিল। জানি বি ডি এবার ক্যাথির প্রসঙ্গে আসবে। সম্ভবতঃ সেটাই আমার ভয়ের কারণ। আমি জানাই।

প্রথমে মেয়েটি ছিল বরফ-ঠাণ্ডা এবং ভীষণ নিরুৎসাহী।

—না। ওটা মূল কারণ নয়। তুমি যা ভাল বুঝেছো করেছো।

—তাহলে কার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছো?

—বাস্তবিক এক জনের উপর নয়। যা ঘটেছে আমি তার বিশদ ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

—ব্যাখ্যায় যা অবশ্যই নেই তাহলে তোমার তৈরী বিষাক্ত গ্যাস যা অন্যান্য মানুষদের ওপর ব্যবহার করা হয়েছে, ধোঁকা দিয়ে।

মন্দ বলনি কার্টার। প্রথমেই আমি জিমি চান-এর মার্সরুম এক্সপেরিমেন্টে সহযোগিতা করেছিলাম। ছেলেটি প্রচণ্ড মেধাবী। রাজনৈতিক ব্যাপারে বিদ্ধস্ত। অবশ্য আমার লক্ষ্য ছিল অন্যত্র। আমি ওই ভুই ফোঁড় গাছের বীজ থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাসের চূড়ান্ত পরীক্ষা করেছিলাম। চেয়েছিলাম এর বিকল্প জীবাণু যেন না থাকে। কিন্তু ওরা ভীষণ চালাক। শত চেষ্টা করেও এর সমকক্ষ মারণ গ্যাস তৈরী করতে পারবে না।

ওটা কত শক্তিশালী?

ওহ্ দারুণ নৃশংস। ঐ সামান্য জীবাণু দিয়েই ঐ ছেলেই সান ফ্রানসিস-কো এবং সান দিয়োগো থেকে এল. এ.-দের মুছে দিতে পারে।

জিমির কাছে কি জীবাণু আছে?

ওর সঙ্গে ওর বন্ধুর বিচ্ছেদ হবার আগে তো ছিল। এখানেই ধাঁধার প্রশ্ন। জিমি আত্মগোপন করে আছে। তার কাছে যাওয়াও বিপজ্জনক। তুমি দুঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে এসে ভালোই করেছো।

সে ছিল নৌকা বিহারের আগে গা-গরম করা।

এর বেশি আর বলতে চাই না। তোমাকে বহু কিছু জানিয়েছি। হিন্টস দিয়েছি। কারণ নিক আমি তোমায় পছন্দ করি। তুমি এতো ক্ষিপ্র এবং দুর্ধর্ষ যে তোমায় যদি আর কিছু জানাই তুমি ব্যাপারটা গুবলেট করে দেবে, আমার খেলা ভেঙে যাবে।

কিভাবে ঐ জীবাণু থেকে প্রথম গ্যাস নির্গত হয়?

বাজি রেখে বলছি ওগুলো তুমিই প্রথম দেখেছো। আমার মনে হয় না জিমি ঐ আবর্জনা নিয়ে কিছু করতে পারবে। এ খেলার কর্মসূচী আমার জানা। ফলাফলও এখন তোমার দায়িত্বে। তুমি দেখো আমি নির্দোষ এবং তোমাকে প্রতারণা করছি না।

সমস্ত কমপ্লেক্সটা আমরা ঘুরে ফিরে দেখলাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বি. ডি. রিপোর্ট কন্ট্রোল নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। যদিও আমাকে একা ছাড়েনি। অতটা বিশ্বাস করে না। এছাড়াও সে আমাকে কিছু কাজের সূত্র দিয়ে দিল। যা আমার ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

দরজার বাইরে পা দিয়ে ফিরে পেলাম আমার অস্ত্র দুটি। এখন আমার চলে যাওয়ার ছবি—ক্লোজ সার্কিট টি. ভি. তে বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে বি. ডি.।

ওর যুক্তি অনুযায়ী ক্যাথি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে। এখনই আমার ক্যাথিকে দরকার। তাকে খুঁজে পাওয়ার অসুবিধা নেই। লোকমুখে অ্যাঞ্জেল শুনেছে, সে আছে হনুলুলুর এক হোটেলে। পালাবার আগে ক্যাথিকে ধরা চাই। বাইকে চড়ে সঠিক হোটেলে খুঁজে নিতে সময় লাগল না। সদ্য নির্মিত অপ্রশস্ত হোটেল। ভেতর যকৃত অর্থাৎ কিডনি আকারের সুইমিং পুলের ধারে বরাবর রঙীন ছাতার সারি। তার ছায়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়াই, তাতে আত্মগোপন এবং ক্ষণিক বিশ্রাম দুই-ই হয়। বাতাসে জলের ক্লোরিণের গন্ধ। দুই মাঝ বয়সী কোঁকড়া চুলের মহিলা জলে ড্রাইভ দিলেন। আচ্ছা যদি চোখের সামনে ঐ মহিলাদের চুলের রঙ সবুজ হয়ে যেতো হঠাৎ। যদি বদলে যেত। আমি এরকম ভাবি।

ক্যাথিকে দেখতে পেয়ে সজাগ হয়ে উঠি। সুইমিং পুল ছেড়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলা উঠছে।

তার পেছনে পেছনে এবং খুবই সন্তর্পণে বিড়ালের পায়ের মতো নিঃশব্দ চরণে আমি অল্প দূরত্ব রেখে অনুসরণ করে যাই। ওপরের চাতালে পা রাখতেই ক্যাথি অদৃশ্য। তাইতো! মেয়েটা

যে কর্পূরের মত উবে গেল। কিন্তু যাবে কোথায় নিশ্চয়ই সিঁড়ির শেষ ধাপের পাশেই তার ঘর, নচেৎ দীর্ঘ বারান্দায় তাকে দেখতে পেতাম।

আশেপাশের ব্যালকনির পিছনে সুইমিং পুলের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিই। সহসা দেখি পার্শ্ববর্তী সামনের ঘর থেকে। টুক করে বেরিয়েই ব্যালকনি ধরে হাঁটতে থাকলাম।

পর্দা যতোটুকু ফাঁক হয়েছে তার মধ্যে ক্যাথিকে চিনতে অসুবিধা হয়নি। ওপর তলার ২১ নম্বর রুমে ঢুকে গেল সে। বন্ধ দরজার কাছে আসি। খুব আস্তে কান পাতি। ভেতরে কি ক্যাথি একা আছে?

দুম। আচমকা পয়েন্ট ২২-এর গুলির আওয়াজ। সেই আওয়াজে দ্রুত ভেতরে ঢুকেই বুঝি ক্যাথি আমাকে বোকা বানিয়েছে। রাগের চোটে এর এক ধাক্কায় বন্দুকটা ওর হাত থেকে ফেলে দিই সেটা কার্পেটে ছিটকে পড়ে। এবং বন্দুকটা তুলতে তুলতে আমি ক্যাথির দিকে দৃষ্টি রাখি।

এটাই বিষম ভুল।

আর তখনই পেছন থেকে আয়রণ ম্যানের কণ্ঠস্বর। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে হিম প্রবাহ বয়ে যায়।

আয়রন ম্যানের হাতে ম্যাগনাম ৪৪—বন্দুকে ফেলে দুহাত উপরে তোলো নিক।

আমি ধীরে হাত তুলি। ক্যাথি কেড়ে নেয় আমার ছুরি আর বন্দুক। সেগুলি ব্যালকনি দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে হলো।

—তোমাকে আমরা বিগ আইল্যান্ডে ঐ বীজ সংগ্রহ করতে দেখেছি। ওখানে অতিরিক্ত চালান বন্ধ করতে চেয়েছিলে তুমি। সম্প্রতি শুনেছি তোমার হাতে আদৌ কোনো বিষাক্ত গ্যাস নেই।

আমি বলি—তোমরা যদি হাওয়াই মুক্তিকামি মানুষের সহযোদ্ধা হও। তাহলে কেন জানতে পারলে না, সঠিক কোথায় আছে সেই জীবাণু বাহিত গ্যাস?

—তামার মুখে বাস্তু সমস্যার ধুয়ো তুলে আমাকে উদ্দীপ্ত করতে দেখে অবাক হচ্ছি। ম্যাক যতই নিতিকথা শোনাক, আমি অন্য শক্তিধরদের সঙ্গেই আছি।

তারা কারা? রাশিয়া না চায়না? আমার প্রশ্ন।

—সেটা তোমার জানার নয়। নিক খুব শীঘ্র মারা যাবে তুমি।

খতম করার আগে কেড়ে নাও ওর বোমাটি। কি যেন নামটা—হ্যাঁ পেরী।

ওটা আছে ট্রাউজারে। পেছনের থেকে গিয়ে বের করে নাও। আমি সামনে লক্ষ্য রাখছি। তুমি হাত তোলো।

ক্যাথির হাত আবার প্যান্টের ভেতরে। তার লম্বা স্পর্শকতার আঙ্গুলগুলো ইতস্তত করে। সময়টা উত্তেজনার। আয়রণ ওর পেছনে বন্দুক উঁচিয়ে যাতে তার রেঞ্জ থেকে কেউ বাইরে না যায়। বোমাটি শক্ত হয়ে বসে আছে। প্যান্ট খুলে সন্তর্পণে বার করে আনতে হবে।

আয়রণ ম্যান চেঁচায়, নিচে ওর অণ্ডকোষের কাছে দ্যাখো—তাড়াতাড়ি—উত্তেজনা বাড়ে। আয়রণের মুখ থেকে জোরে ক্যাথির স্তন আমার নিতম্বে ঘষা যায়। একটি মধুর রাত মনে এসেই মিলিয়ে যায়। সহসা ক্যাথি অস্ফুট শব্দে ডান হাতটি মুক্ত করে আনে। তার হ্যাঁচকায় বোমাটি আমার দু পায়ের নিচে ঝুলতে থাকে।

গোড়ালির কাছে পড়ে। ভয়ে ক্যাথি সরে আসে। কেঁদে উঠে আয়রণের পায়ে পড়ে বলে, প্লিজ এখন ওকে যেতে দাও। আমাকে বেরুতে দাও।

সাপের মত হিংস্র চোখে আয়রণ ম্যান তাঁর দাঁত খিঁচোয়। ক্যাথিকে মাটিতে ফেলে গলার হারটা ধরে রাখে। দুপা দিয়ে বোমাটি ধরে আমি কয়েক পা পিছিয়ে ব্যালকনির দিকে আসি। আয়রণ জানে আমি কি করছি। বলে, নিক্ আবার আমি হেরে গেলাম। কেউ কখনো তো জানবে না। এঘরে আমরা সবাই মরতে চলেছি। যাওয়ার সময় এনথিকে খতম করে যাওয়াটা মন্দ নয়।

না, ক্যাথি দৌড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে। সে প্রথমে পর্দা তারপর কাঁচের দরজার লাফিয়ে পড়ে। কাচ ভেঙে যায়। আয়রণ গুলি ছোঁড়ে। প্রচণ্ড রাগে তার গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। আমি এগিয়ে ধূমায়িত বোমাটি এক লাথিতে ঘরের মধ্যে ফেলে পালাই। আর কিছুক্ষণের মধ্যে বোমা ফেটে মারা যাবে আয়রণ ম্যান। আমি অলিম্পিক দৌড়ে পুল পেরোই। সাপের মত হিংস্র চোখে আয়রণ ম্যান।

পিছু ফিরে দেখি, ব্যালকনির ধারে পর্দা জড়িয়ে ঝুলছে ক্যাথি। পর্দা ভারী হয়ে উঠেছে তার সরু নিতম্ব ও ভাঙ্গা কাচের টুকরোয়। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। ৪৪-এর বুলেট ভেদ করে গেছে তার কাঁধ। ব্যান্ডেজের মত পর্দা তার কাঁধ জড়িয়েছে। যেখানে খেলা করতো আমার আঙ্গুল, একটা সুন্দর শরীর এখন কী রক্তাক্ত। ইচ্ছে হল ফিরি, ওকে বাঁচাই। হরেক কথা মনে পড়ল, একজন নারীই তোমার জীবনে অন্তিমলগ্ন ডেকে আনতে পারে।

ফিরে যাচ্ছি। পথে কুড়িয়ে নিলাম ব্যালকনি থেকে ফেলে দেওয়া আমার বন্দুক ও ছুরি। বাইকে চড়ে সোজা সেফ হাউস-এ আসি। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। ক্যাথি কি করে জড়িয়ে পড়েছিল? না আর আশ্চর্য হই না। ফিল্ডারের যুক্তি শেষ পর্যন্ত আমাকে সহযোগিতাই করলো বলতে হবে।

ক্যাথি হয়তো বাঁচবে। কিন্তু আগের মত কি? সেফ হাউসে ফিরে এলাম।

ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবসন্ন। তালায় চাবি ঢুকিয়ে খুলতে গিয়ে থামলাম। পাতলা কাঠের আড়ালে দু'ধারে চীনা ভাষার সংলাপ কানে এল। ওরা কি বলাবলি করছে? ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। নায়কের মত ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় নয় এটা বরং জানা দরকার ওরা কজন আছে। ওরা বোধহয় ঘাপটি মেরে আমার প্রতীক্ষা করছে। কিংবা ওরা হয়তো খুঁজছে সেই রূপালী পাত্রটা। যার থেকে সামান্য অংশ বের করতে পারলেই পরবর্তী নির্দেশের জন্য ফিরে যাবে ওরা। কে ঐ নির্দেশ পাঠাচ্ছে—তাকে আমরা চাই। বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হলাম। এখান থেকে গোটা লানাই দেখা যায়। পর্দার ওপাশে এক তীব্র ফ্লাসলাইট পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা পুরোনো চেভি গাড়ি পেয়ে যেতে তাতে উঠে বসলাম। এমন আত্মগোপনের জায়গা বুঝি আর হয় না, কি আরাম। ঘুম পাচ্ছে। ওদিকে ফ্ল্যাসলাইটের ঘোরাফেরা, ওরা বোধহয় ফিরে আসছে। ঘরের বড় আলোটা জ্বলে উঠল। নিভে গেল। ওরা বেরিয়ে আসছে। আগেই ভেবেছিলাম ওরা বোধহয় জন-তিনেক হবে। ওরা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ত হলাম। দরজা খুলে বেরুতে এক ঝলক আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল লানাই-এর অন্ধকারে। সেই আলোর পিছনে গাঢ় অন্ধকার ঢেকে দিল তিন মূর্তি। এবং হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ওরা। স্টার্টারের তারে তার ছোঁয়াতেই জীবন্ত হলো পুরানো চেভি গাড়িটা। আর সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করলো। খুব অসতর্ক চালকের মনযোগ কেড়ে নেয় এ এমন গাড়ি।

এ তিনজন লবি ছেড়ে আসার আগেই আমি এলাহুউ বাগিচার মধ্যের প্রশস্ত পথে গাড়ি ছোটালাম।

এখান থেকে লবির দরজা দেখতে পাচ্ছি। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওদের ভোক্সওয়াগনও দেখতে পাচ্ছি। যা আশঙ্কা করছিলাম, ঠিক তাই। ভোক্স-ওয়াগন আমায় ধাওয়া করছে। ব্লক পেরিয়ে প্রথম মোড়ে ওরা কোন দিকে যাচ্ছে খেয়াল করিনি। যদি হনুলুলুর দিকে যায় তাহলে আমি যে পথে যাচ্ছি তার সমান্তরালে এসে পড়বে। অপর পক্ষে ওরা যদি পূর্ব দিকে যায় তাহলে আমার ব্লক ঘুরে যেতে কিছু সময় লাগবে। নাহ, তারিফ করার মতই গাড়ি বটে চেভি। শহরের বাইরে খোলা পথ। হু হু বাতাস। ওদের আগে যথেষ্ট ব্যবধানে আমার গাড়ি। গাড়িতে গোয়েন্দা গিরির পক্ষে এই নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখাই হল আসল কাজ। ওরা তিনজন। রোগা যুবকটি চালকের আসনে মাঝবয়সী প্রায় টেকো মাথা পিছনের সিটে এবং ধূসর স্যুটের বৃদ্ধ ভদ্রলোক সামনের যাত্রী আসনে বসে। ব্লক পেছনের দিকে ফেলে ডান দিকের রাস্তা ধরলো ভোক্সওয়াগন। এল উট-এর পথে গাড়ি ছোটাতে ছোটাতে দেখতে পাই কিরকম দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে ওদের গাড়ি। তিন তিনেট ব্লক পেছনে ফেলে দেখলাম ওরা ৪৫ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে সামনের রাস্তা ক্রশ করে হুস করে বেরিয়ে গেল। আমি খুব শীঘ্রই ক্যানেলের সামনে এসে পড়বো। যার আকার অনেকটা বোতলের গলার মত ক্রমশঃ সরু হয়ে যাওয়া। এবং তখন আমি যে কোনো গাড়ির পেছনে গাড়ি থামাবো। আমি বাঁদিকে মোড় নিতে ওরাও গাড়ির গতি দ্রুততর করলো।

কোনাকুনি গাড়ি চালাতে চালাতে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমায় বলে দিল, ওরা আমাকে লক্ষ্য রাখছে।

পায়রার মত আমার ব্রিজে উঠছে। উত্তেজনায় স্নায়ু টানটান।

না। যে ছ জোড়া দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ তারা ওরা নয়। এরা দুজন লোক এবং একটি স্থানীয়

গাড়ির হেডলাইট। ব্রীজের ঢালু বেয়ে নামছে গাড়ি। ব্রীজের জোরালো ট্রাফিক সিগন্যাল। লাল আলোর সামনে ভক্সওয়াগন ও আমার গাড়ির সাথে চারটে গাড়ি থামলো।

ঢালু পথে গাড়ি গর্জাচ্ছে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায়। জ্যামে সমস্ত প্রায় নিশ্চল। এমনকি পেছনের। ভোক্সওয়াগনের হর্ণ আমার সতীর্থদের গুঞ্জন কানে ভেসে আসছে।

তখনই এক অসম্ভব কাণ্ড ঘটল। দুটো লোক আমার হর্ণের তাড়নায় আমাকে একটু সাইড দিচ্ছিল। সেই সুযোগে এক গাড়ি টপকে তাই ওরা আমাকে ধরেছে।

ঘাড় নিচু করে আমি খুবই নম্র হওয়ার চেষ্টা করছিলুম। বস্তুত কোনো ঝামেলার এখন আর নিজেকে জড়াতে চাই না। একজন তো গাড়ি থেকে নেবে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তার অভিযোগ আমি তার গাড়ি চুরি করেছি।

আমি জানালা বন্ধ করে দিলাম। কাঁচের ওধারে সে তখনও হম্বিতম্বি করে যাচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে। পেছনে পেট্রল গাড়ির বরফ নীল ঘুরন্ত আলো জ্বলে উঠল। ওরেব্বাবা! এল পুলিশের গাড়ি। ঐ গাড়ি থেকে ড্রাইভার নেবে এসেছে। এই লোক থুরি পুলিশটি, ড্রাইভারকে পুলিশের গাড়িটা এগিয়ে আনতে নির্দেশ দিল। অর্থাৎ আমার গাড়ির কাছে। সময় বড় কম এর মধ্যে যা করার করতে হবে। সামনের সরু গলি। রাস্তার ওপাশে বাচ্চাদের খেলা-ধূলার সামান্য একটু জায়গা ফাঁকা। প্রথমে সামনে তারপর পিছনে গাড়িটাকে নিপুণ হাতে পরিচালনা করলাম ফলে ভোক্সওয়াগনের সামনের গাড়িগুলি একটা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। মাত্র দু চাকায় ভর দিয়ে বাঁদিকে ঘেঁষে এক অসম্ভব তীব্রও ঊর্দ্ধগতিতে গাড়ি ছুটলো আমার—যেন পক্ষীরাজ। ব্রীজে উঠল গাড়ি। পিছনে পুলিশের চার চাকার গর্জন এবং সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ। তারা আমাকে ক্রশ করে সামনে আসতে চায় এবং আন্দাজ করি তারা সোজা কালাকাউয়ার দিকে যাবে। একটু পরেই দৃষ্টি গোচর হয়, আমার ধাক্কা খাওয়া পুলিশের গাড়ি কাপিওলানির দিকে যাচ্ছে। এ ঘটনায় এখনো আমার চামড়া তির তির করে কাঁপছে উত্তেজনায়, যে কাঁপুনি উদ্দাম চেভির ভাই ব্রেশনের চেয়ে কিছু কম নয়। গাড়িটা সত্যি খুব মজবুত এঞ্জিন যেন উত্তপ্ত বার্নার। অনুভব করি ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে। তৎসত্ত্বেও পুলিশ দুটির কথা চিন্তা হয়। ওরা এখন অদৃশ্য হলেও নিজেদের কাজে গাফিলতি করার লোক ওরা নয়। বাস্তবিক আমি ওদের মোটেই আন্ডার এস্টিমেট করি না। যথা সম্ভব শীঘ্র ওদের কাছ থেকে আমাকে বহু দূর চলে যেতে হবে।

ক্যালেন পেরিয়ে আমাকে কোথাও আত্মগোপন করতে হবে। চায়নাটাউনের কাছের রাস্তাগুলিই এখন আমার পক্ষে নির্ভর যোগ্য স্থান।

কিছুদূরে শুরু হয় নেভী কলোনী। আর হাওয়াই পুলিশের চেয়ে নেভীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ঢের ভালো। ম্যাক মিলিটারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছু ব্যবস্থা নিতে পারবে হাওয়াইবাসীদের সে যথা সম্ভব বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারে কিন্তু তাতে আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবে।

পুলিশের গাড়ি ছুটে আসছে সামনের দিকে। তীব্র তার গতি। পাশ কাটাবার জায়গা বড় কম। হতে পারে ভেবেই ১৯৫৯-এর চেভি গাড়িকে ঘণ্টায় ১১০ মাইল বেগে ঠিক ৯০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরালাম। অর্থাৎ ঠিক ইংরাজী "S" এর মতো টান নিয়ে ঘোরালাম। আমার সামনের গাড়িটির সামনের জানালায় ঘা খেয়ে অন্য ধার থেকে আসা আরেকটা গাড়ি মোড় নেবার মুহূর্তে সজোরে ব্রেক কষে আচমকা থেমে পড়লো। এবং থামতে থামতে স্লিপ কেটে আমার গাড়ির সামনে থেকে সরে গিয়ে কাছের অগ্নি নিবারণী জলটাওয়ারের দেওয়ালে সশব্দে ধাক্কা খেল। হুড়মুড় করে কয়েকটি ইঁট খসে পড়লো। এবং ভাঙ্গা টাওয়ার থেকে জল স্রোতের মত বইতে থাকলো এই সুযোগে আমি শেষ মোড়টা ঘুরে গাড়ি ছোটালাম। আমার গাড়ির সামনের ডান চাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ফুটপাতের কানায় ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল গাড়িটা। ডানদিকে ঘোরার উপায় নেই। সামনের রাস্তার ওপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। যাত্রীদের জানালা দিয়ে চোখ দেখা যায় রাত এখনও যথেষ্ট নীল এবং মায়াবী। আরো দুটি পার্ক করা গাড়ি ঢুঁ মেরে মাথার একদিকের চাল খুইয়ে ছুটে চলেছে আমার পক্ষীরাজ। অবশেষে যখন গাড়ি পড়ল রাস্তার মাঝখানে, অবশ্যই এটা চড়াই, তখন গাড়ির ইঞ্জিনে যে আগুন লেগেছে। ডেসবোর্ডের নিচে মেঝেতে আমি বুঝি পিষে যাচ্ছি।

আবার সাইরেন! সর্বনাশ! কান খাড়া করে শুনি গোঁ গোঁ শব্দ। পুলিশের গাড়ি প্রথমে মোড় ঘুরলো। উঠে সিটে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। দূর থেকে বিধ্বস্ত গাড়িটা দেখা যায়। সেটা ঘণ্টায় প্রায় ৮০ মাইল বেগে জল টাওয়ারে ধাক্কা মেরেছে আমি মোড় ঘোরার কোনো উপায় পাইনি। এক মুহূর্তের জন্যেও জলের ধারা আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেল এবং আমার জীবন হানির আশঙ্কা তাতে ছিল।

পেছন ফিরে দেখি কোনের বাড়িগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পুলিশের গাড়িটা নিচের কপিওলানি থেকে ভেসে আসছে আরেক সাইরেন।

পায়ের কাছে দুটি বিচ্ছিন্ন তারকে আমি পুনঃ সংযোজিত করি। হুড-এর তলা থেকে গাড়ির পিছনে একরাশ ধোঁয়া মুহূর্তের জন্য সবকিছু ঢেকে দেয়। এঞ্জিনের শব্দ বাড়তে থাকে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আমি, নড়াচড়ার জায়গা নেই। স্টিয়ারিং হুইলের বাঁ দিকে এক ইঞ্চি দূরত্বে দরজা, আমি ক্লাচ ধরে টান দিলাম। ক্ষণিকের জন্য পুলিশগুলোর চিন্তা আমার মাথা থেকে মুছে গিয়েছিল। হঠাৎ গুলির শব্দ। খুব নিচু যান থেকে আসা গুলি কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এক পলক তাকাতে দেখি কোণের দিকে একজন পুলিশ। সম্ভবতঃ সেই প্রথম গুলিটা ছুঁড়েছে। ইতিমধ্যে আমি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছি লিভারে চাপ দিতে।

এদিকে হয়েছে কি, আমার গাড়ির বাঁদিকের চাকা আচমকা ডানদিকে ঘুরতে গিয়ে একটু আগেই ফেটে গিয়েছে। তাছাড়া আমার দুর্দান্ত স্পীডে গাড়ি ছোটাবার ফলে টায়ার পুড়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পুলিশটা গুলি চালিয়েছে। এবং গুলিটা আমার ডান কাঁধের একটু নিচের সিটে এসে বিঁধেছে।

ট্রান্সমিশন নিশ্চয়ই জগাখিচুড়ি হয়ে গিয়েছে। কেননা তৃতীয় গীয়ার কিছুতে আসছে না। পিছনে দেখতে পাচ্ছি অন্য পুলিশের গাড়িটা আমাকে থামাবার জন্য গাঁক গাঁক করে ছুটে আসছে। যাই হোক কোনরকম বাধা বিপত্তি ছাড়া এরপর আমি পরবর্তী কোণায় চলে এলাম। ড্যাস বোর্ডের দিকে তাকালাম, বড্ড এলোমেলো। রেডিওর পাশেই হাতে তৈরী একটা স্যুইচ বসানো। টিপলাম। এটা হাইড্রলিক লিফটারের কাজ করে বোধ হয়। হয়তো কোনো দুধের ট্রাক থেকে খুলে এনে বসানো হয়েছে।

স্যুইচ টেপায় কিছু কাজ হল। একটা চর্ম বা আবরণের সৃষ্টি করলো। আর কিছু করার নেই বাতাসে রবার পোড়া গন্ধ। হাতের কাছে ভাঙা রেডিয়েটর।

গাড়ির গতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মোড়ে পৌঁছতে বুঝলাম গাড়ি ছুটছে ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে।

মোড় নেবার সময় তৃতীয় গীয়ারে চাপ দিতে চমৎকার ছুটল আমার পক্ষীরাজ। ঠিক যখন মোড় নিচ্ছি তখন পুলিশ দুটো ফের গুলি ছুঁড়লো। এবং তারা দ্বিতীয় পুলিশ গাড়ির এক পুলিশের সঙ্গে একত্রিত হয়েছে ড্রাইভারটিকে দেখে মনে হচ্ছে না সে গাড়িটা স্টার্ট নিতে সক্ষম হবে। সৌভাগ্যে খুশি হয়ে উঠে স্টিয়ারিং হুইলেই এক চাপর মেরে বসি।

তথাপি ওরা আমাকে ধরতে চায়, ওদের কাছে আমি খুবই আকাঙ্খিত।

মাত্র পাঁচ-ব্লক দূরে থেকে ভেসে আসা সাইরেন শুনতে পাচ্ছি। চারদিকে ধোঁয়া। ঠিক কোন জায়গায় এসেছি বুঝতে পাচ্ছি না। তবু মনে হচ্ছে চায়না টাউনের কাছে এসে পড়েছি। শয়তানের ছদ্মবেশে আমার দিকে ধেয়ে আসছে তীব্র গতিতে—আরো কাছে। দূরত্ব কমছে—হুডের ওপর নীল ঘুরন্ত আলো, সাইরেন বাজছে।

এক লহমা অপেক্ষা করে হঠাৎ আমি বাঁদিকে পার্শ্ব রাস্তায় ঘুরে গেলাম। ওদের যা গতি আমার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এভাবে গাড়ি ঘোরানো সম্ভব হবে কি?

গুলি ছুটে আছড়ে পড়ে। বিদ্ধ হয় গাড়িতে। ঘুরে যাওয়া চাকার পিছে পিছে। গুলি ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। ওরা আরো কাছাকাছি। হাইড্রোলিক লিফটারের স্যুইচ অফ করে দিই। দু হাজার পাউন্ড শক্তিশালী গাড়ির শরীর ভেঙে পড়ে মাটিতে। ওদের গাড়ি আমার গাড়িকে ধাক্কা মেরে ঘুরে ফের টেলিফোন বুথে ধাক্কা মেরে মুখ থুবড়ে পড়ে।

এই সংঘর্ষের ফল আমাকে রাস্তার দিকে ঠেলে দেয়।

সামনের জানালা খুলে আমি এক লাফে বাইরে বেরিয়ে আসি। ধোঁয়া আর বাষ্প। হাঁটতে থাকি ফুটপাত ঘেঁষে।

এমন সময় দ্বিতীয় সাইরেন বাজে। আমার পড়ে থাকা গাড়ির ওপর গুলি বিদ্ধ হয়। ধোঁয়া আর বাষ্পের মিহি পর্দার আড়ালে হেঁটে যাই।

মোড়ের কাছাকাছি এসে বুঝতে পারি, হ্যাঁ এটাই চায়না টাউন।

একজন হাওয়াই বাসীর পক্ষে জায়গাটা মোটেই শুভ নয়। ঘুরে আমি পাশের রাস্তায় ছুটতে লাগলাম।

দুটো ব্লকের মোড়ে এক পুলিশ দাঁড়িয়ে। আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হল ফের ঘুর পথে অত্যন্ত নোংরা রাস্তা ধরা। এক শতক আগে একটি গুলির শব্দে পুরোনো চিনা টাউন সচকিত হয়ে উঠতো। আর এখন? গুলিগোলারই জায়গা যেন এটা।

এই নতুন প্রজন্মের খুব বিষাক্ত প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে এখানে। অনেক বাড়ির ছাদে এখনো রয়েছে পুরোনো করোগেটের টিনের চালা। পুরোনো চিনা টাউনের সঙ্গে নতুনের এই একমাত্র মিল যা সত্যিই খুব আশ্চর্যের। অনতিদূরে ভক্সওয়াগন পার্ক করা দেখলাম। সামনে বাড়ি। যার মাথায় প্রজ্বলিত আলোয় লেখা—'সামনে লাউঞ্জ।'

আমার পেছনে আরেক ফ্ল্যাস লাইট জ্বলছে। ঘুরন্ত বরফনীল। সাইরেন বিহীন। দুজন মানুষ। লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল। একজন যুবক দ্বিতীয়টি বক্সার, যাকে আগে দেখেছি। তার ট্রাকের সামনে এসে লোকটা থমকে দাঁড়ালো। মুখে ফুটলো অদ্ভুত রহস্যময়তা। আমার দিকে ছুটে এল সে এবং আমার কাঁধ চাপড়ে বাহবা জানালো। এরাই আমাকে বহুদিন হারিয়ে যাওয়া ভাই ঠাউরেছে।

বক্সার তার কর্কশ কণ্ঠে বলে, ইয়াঙ্কি অফ ব্রিজে তোমাকে ড্রাইভ করতে দেখেছি। দারুণ চালাও তুমি। পুলিশের গাড়িটা দ্যাখো কেমন ভাজা ভাজা হয়ে পড়ে আছে। বেচারা! ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের বেশি গতি পায়নি।

ওদের কথায় সম্বিত ফিরে আসে। ওদের সঙ্গে আমিও লাউঞ্জের দিকে পা বাড়াই। হয়তো পুলিশ আমায় চিনে রেখেছে। স্থানীয় কোনো মিটিং-এ যাওয়ার পথে ওরা কি আমায় ধরবে না? কে জানে।

বার-এ পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুছে গেলে। চীনা টাউনের স্যামন লাউঞ্জে যখন ঢুকলাম এক নতুন বিপত্তি দেখা দিল। টেবিলের ওপাশে উপবিষ্ট শত্রু পক্ষের নেতা লিন-চি কোয়ান। শুনেছি তিনি আসছেন অত্যাচার বিভাগ তথা শেসনে। সেই কারণে জোনা-কে এই কর্মক্ষেত্রের বাইরে রাখা হয়েছে লিন অন্য প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট ও তাদের সেরা বন্ধু—ভাবতেই মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠে আমার। গুঞ্জন আর ধূমায়িত ঘরে লিনকে দেখে হৈ চৈ লাগিয়ে দিল যুবকেরা। খোলা দরজা দিয়ে তার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে নিয়েই আলোচনা করছিলেন। ভয় হচ্ছিল যদি ওরা আমার কিয়ৎকাল আগের গাড়ির ঝামেলার কথা বলে? যদি আমাকে নিক কার্টার বলে জেনে যায়। তাহলেই বিপদ।

লিন আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোনো পানীয় চাই কিনা? এর আগে লিনের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। এবার তাই ছদ্মবেশে আর কণ্ঠস্বর বদল করে কথা বলতে হচ্ছে। লিন একজন পানীয় পরিবেশনকারিণীর দিকে এগিয়ে গেলেন। পরিবেশনকারিণীর কাছে আসতে দেখতে পেলাম বার-এ দুজন পুলিশ ঢুকছে, ওদের দেখে লিন আমার কাছে এসে বললেন—পেছনের ঘরে বসে মদ্য পান করতে আপনার আপত্তি আছে কি? আমি বললাম না।

ওরা যদি ভালো করে আমার তল্লাশি নেয়, তাহলেই গেছি। আমার সমস্ত অ্যালার্ম র‍্যাডার বিপদ সংকেত জানাচ্ছে—বিপ্ বিপ্ বিপ্। মূল ঘরের পেছনে শেষ বুথ পেরিয়ে যেতে যেতে আমি আমার বন্দুকটা ঝটতি ডান হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলাম। আমার আগে মুষ্ঠি যোদ্ধাটি পর্দা ঠেলে ঢুকলো। আর যে লোকটা পেছন পেছন আসছিল লিন তাকে বললেন পুলিশ দুটোর ওপর নজর রাখতে। দলের নেতা এই ছোট্ট ঘরে আয়েস করে বসলেন। আমি ঢুকতে তার চোখে ফুটলো

ভয়। তাড়াতাড়ি তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন, যোদ্ধা তখনই পেছনে হটলো। সে কি আমায় ধরে ফেলেছে? আমার বাঁ হাতে অতর্কিতে নেবে এল ছুরি। একবার মুষ্ঠি যোদ্ধার ফুসফুস ও কণ্ঠনালী লক্ষ্য করলাম ব্যাস মুহূর্তের মধ্যে আর্তস্বরে কঁকিয়ে উঠল সে। আমার ক্ষুরধার ছুরির আঘাতে তার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল—কণ্ঠনালী দুফাঁক। গলগল করে রক্ত পড়ছে। উষ্ণ তাজা। কিন্তু তাকে মাটিতে পড়তে দিলাম না। বর্মের মতো ধরে রাখলাম আমার সামনে। লিন বুড়ো লোকটাকে খিঁচিয়ে উঠলো—ওই যত নষ্টের গোড়া।

বুড়ো জানালো পুলিশ চলে গেছে। আবার আমার ছুরি আমূলে বিঁধে গেল তার বুকে। ফিনিক দিল রক্তধারা। মৃত্যু পথ যাত্রীর শেষ আক্রোশ তাঁর উত্তেলিত হাতে গর্জে উঠল পিস্তল।

বুড়োটা ফের ছুরি বাগিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই আমার ৯ এম. এম. বন্দুকের ট্রিগার টিপে দিলাম আর ঠিক তখনই ঝুপ করে নামলো অন্ধকার। বিদ্যুৎ শিখার মত অন্ধকারে আলোর ঝলকানি। অন্ধকারের তামসে একটি গুলি বৃদ্ধের শরীর তাকে করে ঢেকে দিল মৃত্যু মুখোশে।

পর্দার ওদিকে দেখতে পাচ্ছি লোকজন টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে।

অন্যান্যরা জমায়েত হয়েছে মূল হল ঘরে। ক্রমে পিছু হটতে থাকি। অন্ধকার দরজার দিকে যথাসম্ভব দ্রুত এগুতে গিয়েই থমকে দাঁড়াই। দরজার সামনে লিন এসে দাঁড়িয়েছেন। আর কাল। আমি জানি পেছনে পুলিশ আছে।

অন্ধকারে গুলির শব্দে আমি কোণের দিকে ঝাঁপ দিয়ে তখনই যেন কিসের স্পর্শ। ধাতব। হ্যাঁ আমার বন্দুকটাই কুড়িয়ে পেলাম। পেছনের ঘরে হৈ-হট্টগোল।

চীৎকার চেঁচামেচি। একটা চোঙাতে মুখ রেখে ঘোষণা করা হচ্ছিল, আমি যেন দুহাত ওপরে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। মৃত মুষ্টিযোদ্ধাকে তুলে তার পেছনে দুহাত তুলে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম যতক্ষণ না ওরা ছুরিটা দেখতে পায়। তারপর দেহটা ফেলে দিলাম। ঘরের মধ্যে টিয়ার-গ্যাসের সেল ফাটে। গ্যাসে চোখ জ্বলে আলোচনার সূত্রপাতের জন্যই সেই মৃত্যুঘরের দরজা দিয়ে টিয়ার গ্যাস-এর ধোঁয়ায় ভেসে ভেসে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

লাল চীনাদের হাতে এখন আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যদিও তাদের প্রাক্তন কর্মী লিন চি কোরপন মৃত্যু গ্যাস-এর ব্যাপারে আগ্রহী।

পুলিশ মহলের ভরা রাত আজ। সন্দেহ হয় এখানেও পেছনে একদল পুলিশ মজুত আছে। সামনের ঐ লোকটা বোধহয় আসলে দমন রক্ষণ বিভাগীয় কর্তা বা পাহারাদার গোছের কিছু হবে। তার অন্যান্য মৈত্রেরা আমাকে খোঁজ করছে। কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে। আগে কিছু খেতে হবে। তারপর চিনা টাউন থেকে যে করে হোক পালিয়ে কোথাও একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। কেননা পরের দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নৌকা প্রতিযোগিতার দিন।

আমি 'লো মিন' খাবারের অর্ডার দিলাম। বস্তুটি সাধারণতঃ শরীরের পক্ষে ভালো। গ্রোগ্রাসে গিলতে থাকলাম।

ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ি বারের সামনে এনে রাখা হয়েছে।

পুলিশ যখন ঢুকলো তখন নুডুলসগুলোর সুতোর মত মাথা ওপর তুলে আমি মুখে পুরছি।

একজন সামনে আসতেই তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে এক চড়, মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। খুবই আস্তে মেরেছিলাম। ওর চোখে মুখে অদ্ভুত খুশির চেহারা দেখেছি—সে কি ভুল?

আর কি আশ্চর্য! এক চড়ে পলকের মধ্যে লোকটা পড়ে গেল এবং কেমন ঘুমিয়ে পড়ল অথচ শরীরটা দু টনের মত ভারী ইঁট।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এরপর কোথায় যাবো কি করবো কিছুই মাথায় আসছে না। এত ঘটনা ঘটে গেল অথচ ঐ খদ্দেরটা কিন্তু দিব্যি খোস মেজাজে তার খাবারের শেষ টুকরো পর্যন্ত খেয়ে উঠলো। এখন আইসক্রীমের শেষটুকু চাটতে চাটতে মাথা তুলে আমাকে বললো, খুব কাছেই আমার গাড়ি আছে যদি প্রয়োজন লাগে...

আমাকে সাহায্যে করতে চাইছেন কেন আপনি?

আরে খদ্দের হল লক্ষ্মী। তারপর চোখ কুঁচকে বললো, হয়তো আপনি একটু বেশি পয়সা দেবেন হয়তো আপনি ভাল যাত্রী।

ঠিক আছে। চলো।

বলে বেরিয়ে এলাম। লোকটা ভারী অদ্ভুত! যতই খতরনাক এক আদমি হোক কুছ পরোয়া নেই। ও যতক্ষণ না আমাকে আক্রমণ করছে ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত। ও হাওয়াই চোর ছোটো খাটো ডাকাত যাই হোক না কেন কোন মতলব এঁটে থাকলে রাস্তায় পুলিশ ওকে ধরে জেলের ঘানিতে ফ্রায়েড রাইস বানিয়ে ছেড়ে দেবে।

ভাড়া গাড়ি ছুটল সেফ হাউসের দিকে। ড্রাইভারটিকে বললাম সেফ হাউস থেকে আমার নৌকাটি সংগ্রহ করে আনতে। সে নৌকা নিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে এলে আমরা এয়ারপোর্টের দিকে চললাম। মিলিটারীদের অঞ্চল ও এয়ার পোর্টের মাঝামাঝি টাকা মিটিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলাম, যাতে ব্যাটা বুঝতে না পারে আমি ঠিক কোথায় যাচ্ছি।

তারপর আরেকটা ট্যাক্সি চড়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম।

এয়ারপোর্টে বিশেষ কড়াকড়ি নেই। জনী অ্যাঞ্জেল দলবল সহ আমাকে অভিনন্দন জানালো।

কুলি আমার নৌকাটি বয়ে নিয় যেতে চাইলে আমি দিলাম না। নৌকা প্রতিযোগিতায় বিপুল প্রচার চায় সে। আরো ছজন প্রতিযোগি এসে পৌঁছাল। কফি রঙের এক দারুণ রমণী চোখের তারা নাচিয়ে আমার অর্ডার নিল ডিম টোস্ট আর কফি।

সাউথ আফ্রিকার লোকটি বিরক্তির সঙ্গে বললো, আমার পানীয়ের সামনে থেকে আপনারা রুক্ষ কালো কনুইটা সরাবেন? আমেরিকা, মানুষটি উত্তর করলো, হুকুম চালাবেন না, এখানে কেউ আপনার চাকর নেই।

খুব আস্তে ধীরে ধীরে বলছিল সে। সময় মত ফিরে এল অ্যাঞ্জেল। এবং ঘোষণা করলো প্রত্যেকের জন্য সোনা অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছে সাত, হ্যাঁ বিশ্বাস করুন সাতই হল সেই ম্যাজিক নাম্বার। এর মধ্যে ৫টি পুরস্কারের অর্থমূল্য আমাদের হাতে আছে। বাকি দুজন যোগ দিচ্ছে না। প্রত্যেকেরই আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। সুযোগ সবারই আছে। এখন চলুন আমার ১১ নম্বর গেট-এ যাই। সবাই এগিয়ে যায়।

জলযোগ সেরে বিমানের ওঠার পথটুকু প্রচুর সংবর্ধনা কুড়োতে কুড়োতে পেরিয়ে গেলাম।

বিমানে মোলাকাই পর্যন্ত সবাই বিরক্ত ও নিশ্চুপ। উত্তেজনা চরমে, যদি প্রতিযোগিতায় তেমন কিছু না ঘটে তাহলে ম্যাকের কাছে কি রিপোর্ট পাঠাবো? পিছনে বিশাল বালিয়াড়ি। অ্যাঞ্জেল বলেছিল, ১৯২৭ সাল থেকে আমি নৌকা চালিয়ে আসছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আমি কখনো মলোকাই ছাড়িনি। এই বিস্তৃর্ণ বেলাভূমি থেকেই ১৯৬৩ সালে আমি প্রথম নৌকা ভাসাই।

বর্তমানে ফিরে আসা যাক।

পাহাড়ের শেষদিকের জলপথটি বিপদসংকুল, ঐখানে একজায়গায় ফোয়ারার মত তীব্রবেগে জল নির্গত হচ্ছে। যখন তার নৌকাটি ওখানে পৌঁছায় জলবেগে ঘুরন্ত চাকার মত নৌকাটি পাক খায়। ইতিমধ্যে এসে দেখি ছুব্বির আমরা নৌকা ফুটো করতে ব্যস্ত।

স্বচ্ছ জলের নীচে বর্ণাভ প্রবালের তীক্ষ্ণ বাহু জেগে উঠছে। ভাঙা ক্ষুরের মত ধারালো প্রবাল ঘুরছে চারিদিকে। জলের ধাক্কায় দুই প্রবাল নখরের মাঝে আটকা পড়ে গেলাম। আমার দড়ি চুলের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হাজার বুদ্‌বুদ। ফুসফুসের শেষ নিঃশ্বাসটুকু নিঃশেষিত করে দিই, সমুদ্রের লবনাক্ত জলের নাকি অক্সিজেন আছে। চোখ বুজলাম আবার যখন তাকালাম—সব অন্ধকার।

অন্ধকার কেটে গেছে, সূর্যের আলোয় জেগে উঠলাম। পাকস্থলীর নোনা জল ও অ্যাসিড বমি হয়ে বেরিয়ে গেল। দৃষ্টি স্বচ্ছ। মাথা চিপচিপ করছে। প্রবাল-বাহুর উপর উঠে দাঁড়াই, পা দুটো বেশি জখম হয়নি। হাত ভাঙেনি। ছুব্বির অবস্থা সাংঘাতিক। সে তার নৌকা সমেত তীরে পরে আছে। ডান কাঁধে ভীষণ চোট। বোধহয় কম্পাউন্ড চোট হয়েছে। মুখ থেতলানো। চোয়ালের একটা কোন লেগে আছে, আরেকটা কোন ঝুলছে। কাছেই ভাসছিল আমার নৌকা। দ্বীপ থেকে দু পা এগিয়ে সেটা নিয়ে ফিরে এলাম। ক্যাম্পো কি করে টিকে আছে সেটাই আশ্চর্য। আমার জলযানটি বগলদাবা করে ফিরে আসার সময় তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

যেতে দাও, আমি বললাম এবং সৈকত অভিমুখী দলের সঙ্গে হাঁটতে থাকলাম। আমাদের বৃদ্ধ পথপ্রদর্শকটি পায়ে পা তুলে কিছু দূরে বসেছিল। চক্ষুনির্মিলিত—যেন সমুদ্রের ধ্যানে নিমগ্ন। আমার অপ্রত্যাশিত আগমণের চমকে তার ধ্যান বুঝি বিঘ্নিত হয়।

বললাম, দুঃখিত। ভাল ফল করতে পারিনি।

কোন উত্তর নেই।

তার চোখ ঢেউ-এ ওঠা পড়ায় নিবদ্ধ। যেন তা তার অন্তঃস্থলের বিমর্ষতা মুছিয়ে দেবে, ছুব্বির সঙ্গে সংঘর্ষে তার স্থানটি করেছে। আর অ্যাঞ্জেল? শুধু সর্বশক্তিমান ডলার সম্বন্ধেই আগ্রহী সে। তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। আমাকে নীরবে উপেক্ষা করে সে চলে গেল।

অন্যান্য নাবিকরা ছুব্বিকে ফাইবার গ্লাসের স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল। আমার নৌকার মতই তার নৌকা ঢেউ-এর আঘাত প্রতিহত করতে পেরেছে। ক্যাম্পো ঠিক বলেছে, সেখানে মজার কিছু ঘটেছিল।

আমি ইতিমধ্যে জেনে গেছি ছুব্বির নৌকার সঙ্গে যুক্ত ছিল ধারালো স্টীলের দীর্ঘ পাত। তরোয়ালের চেয়ে কম নয়। ছুব্বির নৌকা এক ধাঁধার মত। একমাত্র গিলিয়ামই এমন উঁচুমানের নৌকার নক্সা তৈরী করতে পারে। পুস্তিকায় পড়েছি—পুরোনো নৌকা বাওয়ার দিনগুলিতে নাকি গিলিয়ামকে জানতো। অর্থাৎ জিমি চান হয়তো আমাকে ব্যবহারের এই নৌকা ছুব্বিকে দিয়েছে। তার মানে ফিল্ডারের এক বড় সূত্র আমায় ধরিয়ে দিয়েছে। সে বলেছে শুরু থেকেই আমি নাকি আসামির কাছাকাছি চলে এসেছি। কে সে? ববি ছাড়া অপর হাওয়াই, ব্যক্তির সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা। সে ছুব্বি। তাহলে এটা কি সম্ভব ছুব্বি আর জিমি চান আসলে একই ব্যক্তি? নৌ প্রতিযোগিতায় হয়তো সেই চাবি যা এসব ফাঁস করে দিতে পারে। ছুব্বিকে নিয়ে একদল পাহাড়ের ওপর উঠে যাচ্ছে। আমি ওদের অনুসরণ করি।

সদ্য উন্মত্ত গাড়ি পার্ক করার প্লেসে নির্বাচকদের একটা ভোক্সওয়াগন দাঁড়িয়ে ছিল যা আমাদের জীপের চেয়ে ঢের ভালো।

ছুব্বিকে পেছনের সীটে বসান হল। আমরা নৌকা বগলদাবা করে আমি পিছনে উঠে যাবো—সাউথ আফ্রিকান নাবিক ইচ্ছাকৃত আমার পা মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল।

এ তার কেমনতর প্রতিবাদ?

এক লাথি ঝেড়ে তার ব্যবহারের পুরস্কার দিলাম। মেঝেতে পড়ে বলতে লাগলো— এরকম উগ্র ব্যবহারের জন্য আমাকে কেন প্রতিযোগিতা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল না?

অগত্যা! শান্তস্বরে বললাম—আমি দুঃখিত।

যাবার জন্য তোড়জোর শুরু হল। অ্যাঞ্জেল বসলো যাত্রী আসনে। পিটার ক্যাম্পো ঠিক তার পাশে। এবং বসে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে নৌকার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকালো। অন্যান্য নাবিকেরা বুড়ো হাওয়াই লোকটাকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুনয় করতে লাগলো।

ভারী মুশকিল হল দেখি স্টেশন ওয়াগনের পেছনে শুয়ে। এক একটা বাষ্প আসে আর রক্ত ঘূর্ণির ময়লা বালি আমাকে আবৃত করে দিয়ে যায়। ছুব্বির মত পিটার ক্যাম্পো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার আগে আমি ব্লেডটা যথাস্থানে ফিরিয়ে দিলাম।

আমার নৌকার পাশেই ছুব্বির নৌকা রেখে দিলাম। এমনভাবে রাখলাম যাতে তার মুখ থাকে আমার দিকে। এইখানে ধাতব রডের এক হাতল আছে। খুব বড় নয়, হাতল ধরে ডান দিক দিয়ে পিছনে টানলো নৌকার তলদেশের একটা খোপ খুলে গেল। সাফল্যে আমি আত্মহারা। খোপ ভর্তি আবর্জনা আর খুচরো প্রবাল টুকরো।

পায়ের বুড়ো আঙুলে যখন চলছে আমার এই নারীর অনুসন্ধান তখন আমার চোখ লক্ষ্য রাখছে সামনের আসনে বসা যাত্রীদের দিকে। গাড়ি ছুটছে মন্থর গতিতে। এক সময়ে ছুব্বির দিকে তাকাই। ভাঙ্গা চোয়াল নিয়ে সে কিছু বলতে চেষ্টা করছে।

চোখে তার বেদনার চাপ। যন্ত্রণায় নীল তার মুখ চেতনা ফিরে পাবার কী অক্লান্ত চেষ্টা। চোখ খুললো সে চোখ জলে ভরা। অশ্রু গাল বেয়ে ক্ষতস্থানে গড়িয়ে পড়ছে।

মানুষের সচেতনতা অদ্ভুত জিনিস। এরকম সাংঘাতিক রক্তক্ষরণের মধ্যেও তাকে ঘুরতে দেখলাম। হৃদয়ের সমস্ত ঘৃণা নিয়ে আমাকে দেখছে। এখন আমার মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছি ঐ তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখদুটি। চশমা তার ঐ তীব্র দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা কমাতে পারেনি। খু-উব কাছ থেকে দেখছি। ঐ দুটি চোখও দেখছে আমাকে।

হ্যাঁ। জিমি।

জিমি এবার আমাকে চিনতে পেরেছে। সে জানে আমিও তাকে চিনেছি। পরক্ষণেই প্রবল যন্ত্রণার সঙ্গে যুঝতে না পেরে ফের জ্ঞান হারায় সে। গাড়ি ছুটছে মাকানালুয়া পেলিনসুলা, যে পাবলিক হাসপাতালের হ্যানসেন রোগের চিকিৎসা হয়। হ্যানসেন?

হ্যানসেন রোগ মানে কি? অ্যাঞ্জেলের প্রশ্ন।

ক্যাম্পো আঁতকে উঠে বললো। হতচ্ছাড়া কুষ্ঠ! না। আমি ঐ কুষ্ঠদের কাছে যাবো না।

সুতরাং গাড়িতেই রয়ে গেল ক্যাম্পো। আমরা গাড়ি থামিয়ে হাসপাতালে ঢুকলাম। জিমিকে এক্ষুণি অপারেশন করতে হবে। ঠিক হল তার ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া হবে। সে সময়ে অন্যান্য ডাক্তাররা আমার ক্ষতস্থানে ওষুধ দিয়ে দিল। যেখানে যেমন প্রয়োজন দু একটি স্টিচ্ দিয়ে দিল।

ওরা যখন স্টিচ্ করছে আমি ছিলাম নিশ্চুপ। একটুও মুখ বিকৃত হয়নি যন্ত্রণায়। তা দেখে ডাক্তাররা তাজ্জব। লম্বা মুখের ডাক্তারটা আমার পিঠ চাপড়ে বললো, ষাঁড়ের মতই স্বাস্থ্য আপনার।

নার্স জানালো, জিমির অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে।

আমি বললাম সে কি জেগেছে?

আমি কি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

এই অবস্থায়! যে মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়ে আছে।

না মানে, আমরাই জন্য তো দুর্ঘটনাটা ঘটলো, তাই ক্ষমা চাইতে চাই।

—তাকে অ্যানাসথেসিয়া দেওয়া হয়েছে। আপনার কথা উনি হয়তো কিছুই শুনতে পাবেন না। আপনি যদি এতে শান্তি পান তবে যেতে পারেন। করিডোর পেরিয়ে জিমির ঘরে গেলাম। জীবাণুমুক্ত ধবধবে সাদা ঘর, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অস্পষ্ট মুখ। তার আড়ালে আছে বুদ্ধি দীপ্ত মস্তিষ্ক। বললাম, জিমি, ফিল্ডার আমাকে এই জঘন্য কাজে পাঠিয়েছে। এখন বলো ঐ জীবাণুগুলো নিয়ে তুমি কি করবে?

জিমি কথা বলতে পারছে না। নার্স-এর কাছ থেকে কাগজ কলম এনে দিলাম। সে অতিকষ্টে লিখল—পাহাড়ি শুয়োরদের ধ্বংস। তারপর লিখলো—তোমার যদি যথেষ্ট প্রভাব থাকে তবে তাকে আটকাও সেই স্বৈরতান্ত্রিক শুয়োরকে। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম। দেখি স্টেশন ওয়াগন তখনো দাঁড়িয়ে। তার পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পো এক জনের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটার একদা কুষ্ঠ হয়েছিল এবং তাতে তার ডান হাতের কিয়দংশ গেছে ক্ষয়ে। লোকটা লিফ্‌ট চাইছিল। আর ক্যাম্পো প্রচণ্ড ভয়ে পিছিয়ে আসছিল। ক্যাম্পোর আপত্তি ও ভয় সত্ত্বেও আমি লোকটাকে লিফ্‌ট দিতে চাইছিলাম। লোকটা উঠল না। আমাদের শান্তিরক্ষার জন্য সে ফিরে গেল। স্টেশন ওয়াগনের পেছনের দরজা খুলে এক লাফে উঠে জিমির নৌকা তুলে নিলাম। ঘোরালো হাতলে চাপ দিতেই পেছনের দিকটা খুলে গেল। দেখা গেল একটা নয় দুটো ক্যানেস্তরা রয়েছে। বহুকাল আগে আমি যখন বড় আইল্যান্ডের আগ্নেয়গিরিতে গিয়েছিলাম, এ দুটো যেন তখনকার। যেমনটি ভেবেছিলাম ক্যানেস্তার দুটি তার চেয়ে একটু বড়ো ও পেট মোটা। এর প্রথমটা আমি দেখেছিলাম এক অস্পষ্ট ফটো তথা ছবিতে। এবং দ্বিতীয়টি তখন বুলেটের আড়ালে লুকানো ছিল। ছুব্বির কি করে পেলো ক্যানেস্তারা?

তার সঙ্গে চীনাদের যোগাযোগও রহস্যময়। যেটা পরিষ্কার তা হলো, পেটি গুলো ছিল আসল কারণ, যা আমিও খুঁজেছি।

এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি ছাড়লাম। পথে গাড়ি থামিয়ে শহরের দোকান থেকে নতুন জামা কাপড় কিনলাম। এতক্ষণে দাড়িওয়ালা গিলিয়ামের সমস্ত বিবরণ বেরিয়ে গেছে খবরেরর কাগজে। তাই ভোল পাল্টাতে হবে। দাঁড়ি কাটতে হবে। বস্তুত এই জীবাণু এবং অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে নিয়ে

যাওয়ার জন্য এই সাধনা।

প্লেন ছাড়তে কুড়ি মিনিট দেরী। এই অবসরে জোনাকে সাংকেতিক চিঠি লিখি—পুনরুদ্ধারে জটিল কাজে এসো—শ্রেণীকে সনাক্ত করা গেছে—প্রস্থান।

কে যেন কাঁধে হাত দিলো।

এই যে টেরি চিনতে পারছো। আন্তরিক সৌজন্য মাখানো। কণ্ঠে হাওয়াই দ্বীপবাসী লোকটা বলে উঠলো, মনে আছে ১৯৬৬ সালে আমরা বেলি গিয়েছিলাম। জানো আমি এতোদিন শুনে আস্‌ছি তোমার নাকি অনেক দাঁড়ি গজিয়েছে এবং তার আড়ালে মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। তাই প্রত্যেক দাঁড়িওলা মুখের দিকে তাকিয়ে তোমাকে খুঁজছিলাম। এখন দেখছি লোকটা আমাকে তার পুরোনো বন্ধু গিলিয়াম ভেবে অনেক বকে গেল। আমিও চুপচাপ শুনলাম। যার সঙ্গে কোন দিন দেখা হয়নি সেই বন্ধুর কাছ থেকে পুরানো রোমাঞ্চের গন্ধ নিয়ে এয়ারপোর্ট ত্যাগ করলাম। ভাড়া করা গাড়িতে সেফ্ হাউজে এলাম। স্নান সেরে পোশাক বদলে নিলাম। কিছুক্ষণ লাগলো ক্যালিফোর্নিয়ায় সাংকেতিক খবরটা লিখতে। বেতার গ্রাহক যন্ত্র দ্বারা সাংকেতিক চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম পুনরায় মিলিয়ে দেখবার জন্য। এটা আইল্যান্ডের বাইরে বিমানরক্ষীদের কাছে খুব গোপন অনুরোধ। ক্যানেস্তারা দুটো ও অস্ত্রগুলো সঙ্গে রাখলাম। সেফ হাউজ থেকে ট্যাক্সি ধরলাম। পাল হারবারের প্রবেশ দ্বারে প্রতিরক্ষা বিভাগের লোক এসে আমাকে নিয়ে গেলো দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনের কাছে। পাইলটের সঙ্গে পরিচয় হল। আমি আমার কার্ড দেখালাম। সে জানালো জোনা আমার খবরের উত্তর পাঠিয়েছে। তাহলে সব ঠিক আছে। কেবিনের দিকে যেতে যেতে সে বললো, চটপট দাড়ি কেটে পোশাক বদলে নিন। আশা করি আপনি প্রথমেই বাড়ি যেতে চাইবেন।

খটকা লাগলো। বিমান ছাড়লো। এই বিশেষ ছয় যাত্রীর প্লেনটি কিছু উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের জন্য।

অনুমান করি, জোনা আমার হুবহু বিবরণ ওদেরকে দিয়েছে।

প্লেন যখন আকাশে উড়লো তখন আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে। কানের পাসে বন্দুকের নল। আমি অবাক। নড়ছিনা। কিন্তু মৃত্যু এতো সহজে আসে না।

আমার সম্মুখে যে এসে বসলো সে ভুতো। আমারি ছায়া। প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই এর ছবি দেখে আসছি। কিন্তু এ আমি নই। এ আসল টেরিগিলিয়াম। এতো বিস্মিত যে কথা বলতে ভুলে গেলাম।

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি তখনো কপালে সে এম. এম. ৯-এর বুলেটের বন্দুক ধরে আছে ঢোক গিলে বলি, আপনি কি সব সময় আমাকে কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছেন?

না নিক। তুমি যখন আগ্নেয় পাহাড়ে উঠেছিলে ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলাম। খুঁজছিলাম কি করে ঐ মহার্ঘ ক্যানেস্তারা পাওয়া যায়। সেগুলো তুমি নিয়ে চলে গেলে। অবশ্য আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেওয়ার জন্য তোমার লোকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কাউলাইতে আমার লোকদের বলে দিয়েছিলাম তারা যেন তোমাকে সে সম্মান না দেখায়। বস্তুত তারা তোমাকে যত্নই করেছে।

আচ্ছা আপনি কি করে বুঝলেন আমি বেঁচে আছি? ক্যাথি জানিয়েছিল আমি লানাই যাচ্ছি?

—না লানাই-এর দুর্ঘটনাটা ক্যাথির সাজানো। দ্যাখো সে এবং আয়রণ ম্যান ছিল মাইদার দলে। তারা চীনাদের হাত মিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। ঠিক তখন আমি তোমার জন্য কাউয়াই-এ প্রস্তুত ছিলাম।

ভেবেছে আরো, ভালো লোকটা তুমি। মনে হচ্ছে সে ভুলই ভেবেছে।

তাহলে এরপর আপনি কি করবেন?

এসো নিক নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হোক। যাকে বলে সফিসটিকেটেড ব্লাক মেইল। আমরা যদি তোমায় ধরি জানবে আমরা টেক্কা দিয়েছি। আমাদের পশ্চাতের জঞ্জাল সাফ হবে—এগিয়ে চলার পথ হবে সুগম। বেঁচে থেকেই আমাদের সাহায্যে করতে হবে।

হায়? কি অন্ধকারে খেলে গিয়েছি এ তাসের খেলা। আমার অবস্থা পড়ে গেছে—সে বিষয়ে অতি নিশ্চিত টেরি এখন আমার তল্লাস নেবে। কিন্তু আমি হার মানছি না। জীবন সংকটপূর্ণ তবু

শেষ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যাবো। দেখা যাক কি হয়।

প্রিয় নারীর কাছে যাওয়ার দুর্মর বাসনায় ছোটাই সাইকেল।

এক ঝাঁক বাতাস মধুর ঝাপটা দিয়ে যায়। আলো তখন সবুজ, কাছে আসছে। কাছে, আরো কাছে...সহসা বিধ্বংসী এক আলোড়নে ছিটকে পড়লাম। বাতাস কাঁপিয়ে উড়ে চলে গেল জেট বিমান। আকাশ থেকে রকেট মানবের এ কেমন হলিউডীয় চমক? ধীরে সাইকেলের কাছে ফিরে এলামে পাশ দিয়ে ব্রল্‌ক ঝলক আলো ফেলে ছুটে যাচ্ছে দ্রুতগামী গাড়ি। আবার সাইকেল। আবার বিরামহীন গতি...।

আবছায়ায় দেখা যায় গিলিয়াম এগিয়ে আসছে। তার হাতে বন্দুক। এখানে পালাবার কোনো দরজা জানালা নেই চারদিকে দেওয়াল বিহীন উন্মুক্ততা। আমার পেছনে খাড়াই পাহাড়ের মৃত্যু শেষ সীমান্ত। পায়ের কাছে পড়ে আছে দুর্মূল্য অ্যাটাচি। নড়া চড়ার চেষ্টা করা বৃথা। শরীর বিঁধে আছে ঝোপে। গিলিয়াম কাছে আসে। অবশেষে নিক কার্টারকে হত্যার দুর্লভ সম্মান পেলাম। বলেই যন্ত্রণায় কাৎরে ট্রিগার টিপে। ক্লিক-ক্লিক-ক্লিক শব্দ যেন বলে নিঃশেষিত।

বন্দুকের ঘোড়া যতটা গুলি ছোঁড়ার দরকার ছোঁড়ে না। ফিসফিসিয়ে সে বলে।

হ্যাঁ টেরি। কিন্তু কে গোনে?

হয়তো তুমি গোনো। যাইহোক এ তোমারই জিত শক্ত মানুষ। পরের বার তোমায় দেখে নেবো।

দেখে নিও।

আমি বললাম এবং অনুভব করলাম আমার হাতে গিলিয়াম একটু একটু করে মারা যাচ্ছে।

দুই মাতাল এদিকে আসে। শোনা যায় তাদের কথোপকথন। একজন বলে দ্যাখ তোকে বলেছিলাম এখানে দুজন আছে।

অন্যজন প্রশ্ন করে, এখানে কি ঘটছে বলতো?

কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে বললাম তোমাদের কাছে কোনোরকম পানীয় আছে। আমি আহত।

কথাটা সত্যি। বুড়ো লোকটা পুরানো বন্ধুর মত হুইস্কি এগিয়ে দিল। হুইস্কিতে বড় জ্বালা। কিন্তু যন্ত্রণার উপশম হল। কোনরকমে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পা ভাঙেনি।

যুবকটি বললো, এই লোকটা ওই সুন্দর গাড়ি থেকে বোধহয় পড়ে মারা গেছে।

মাতাল দুটো যথেষ্ট খবর দিয়ে সাহায্য করেছে। ওদের হাতে কিছু ডলার দিয়ে দিলাম। টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করে জোনাকে জানালাম, আমি ঠিক আছি। আসছি।

ভিড় ঠেলে পুলিশ এদিকে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি একজনের টুপি নিয়ে নিজের মাথা ঢাকি। পুলিশ জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি ফোল্ডিং সাইকেল নিয়ে কোনো লম্বা চুলের লোককে যেতে দেখেছেন?

না অফিসার।

বলেই তার সামনেই ঢক ঢক করে হুইস্কি পান করতে থাকি। বুঝতে পারছি টুপি সরে গিয়ে আমার চুলের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। পুলিশটা আমার দিকে মজার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়।

চানকে স্ট্রেচারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মদ্যপ ড্রাইভারটিকে হয়তো জেলে পোরা হবে। চান-এর কাজকর্ম বিষয়ে খোঁজখবর নেবেন প্রেসিডেন্ট। নিশ্চয়ই এবার তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে। আর এসব অপকর্মের কুখ্যাতি আগামী নির্বাচনে তিনি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবেন। ফটোগ্রাফাররা সেনেটরকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার ছবি তুলে নেয়।

হাতে অ্যাটাচি। ধীরে হাঁটছে। পয়সা পেতে মাতাল দুটো মদ খেতে চলে গেছে। রোলস গাড়িটা যেখানে আমাকে ধাক্কা মেরে ছিল—ফোল্ডিং সাইকেল থেকে যেখানে আমি পড়ে গিয়েছি—সেখানে পড়ে আছে ছোট্ট পেটির মত বস্তু। তুলে দিলাম। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবে অ্যাটাচি দোলাতে দোলাতে চললাম। বস্তুটি জোনার অফিসে ঘণ্টা দুয়েক লুকিয়ে রাখতে হবে।

ধাতব সাটার উঠে যাচ্ছে। হক নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে। কেসটার সমাধান হয়ে গেছে, তখনও

রয়েছে নকল দেওয়াল। বুগেনভিলিয়া ঢেকেছে বুলেটের ক্ষত। দূর থেকে বাড়িটা হলিউডের বাংলোর মত লাগে। দরজা খুলে কোনো কথা বলার আগেই জোনার চুম্বন। আমি ধাতব সাটার টেনে দিয়ে তার নরম উষ্ণ শরীরে নিজেকে সঁপে দিলাম।

জোনার আদরচুম্বনে ও আমার প্রতি চুম্বনে সমস্ত কাটা-ছেঁড়া-পোড়া ক্ষতের কথা নিমেষে ভুলে যাই। সাওয়ারের নিচে দাঁড়াই, জোনা স্নান করিয়ে দেয়। ওর হাত সাবানে ভর্তি। বলে, নিচের ভল্টে সব ফাইল সরিয়ে রেখেছি। আগামীকাল হয়তো চিফ্ ম্যাক্স মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে ঘর খালি করে দিয়ে যাবেন। তারপর বিচ হাউসে কয়েকদিন ছুটি। অন্ততঃ যতদিন না আমার নতুন অফিস ওরা ঠিক করে দেন।

ব্যাপারটা দারুণ উৎসাহজনক। জোনাকে জাপ্টে ধরি। ওর শরীরের প্রতিটি রেখা আমার শরীরে মিশে যায়।

এক মিনিট হয়নি, জোনা বলে চুল আগে ড্রাই করে আগের চেহারা ফিরিয়ে দিই। কিছু খাও দাও। তারপর...

তারপর?

ধ্যাত। কনুই দিয়ে পাঁজরে দুষ্টু খোঁচা মারে সে। পোশাক পরে দাঁড়ি কমিয়ে চুল ড্রাই করে যখন বসলাম তখনই পুলিশ এলো। ঘুরে ফিরে আপত্তিকর কিছু পেল না। তখন একজন অফিসার বললো, এই দ্যাখো দেওয়াল যেমন কে তেমন দাঁড়িয়ে। দরজায় ঢাকা নেই। কিছু নেই। লোকটা নির্ঘাৎ মাতাল ছিল।

লোকটা সেনেটর জ্যাক, আমরা বরং ভালো করে তল্লাস নিই, বলে দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার আমার দিকে ঘুরলো—গ্রীলটা দেখতে পারি?

আমরা সরে এলাম। লক্ষ্য করলাম, সমস্ত জিনিষপত্র সরানো হয়েছে। এমন কি গুলিবিদ্ধ গাড়িটাও দূরে গাছের ছায়ায় ঢাকা।

পুলিশ দল হতাশ হয়ে চলে যায়। রাত এখনো যুবতী। গ্রীলের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে মাছ ভাজার শব্দ। আমরা তা পুড়ে যেতে দিলাম।

আমাদের মধ্যে জ্বলে উঠল এক অন্যতর আগুন।